NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিয়ে ভারগ্রস্ত সামাজিক দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ হয়ে পড়ছে

আরামবাগ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন কমিটির দ্বন্দ্ব ৬

কলকাতা ২০ জুন ২০২৪ ৫ আষাঢ় ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.6.2024, Vol.18, Issue No. 11 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

রেল দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন : কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার পর ৪৮ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। কী ভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা নিয়ে নানা তথ্য প্রকাশ্যে আসছে। কার দোষ, তা নিয়ে কাঁটাছেড়া চলছে, এই পরিস্থিতিতেই রেল এই দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য সুরক্ষা কমিশনার জনককুমার গর্গের তত্ত্বাবধানে বুধবার থেকেই তদন্ত শুরু হয়েছে। বুধবার ডেকে পাঠানো হয় রাঙাপানির স্টেশন ম্যানেজার, মালগাড়ির ম্যানেজার (গার্ড), রাঙাপানি রেল গেটের গার্ড, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের চালকদের। সকাল সকালই তাঁরা হাজিরা দেন। শিলিগুড়ি এনজেপি সংলগ্ন এডিআরএম অফিসে বসেন তদন্তকারী কমিটির সদস্যেরা। সেখানে একে একে হাজিরা দেন সকলে। এ দিকে, এই দুর্ঘটনার তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টও জমা পড়েছে রেলের সুরক্ষা কমিশনের কাছে। রেল সূত্রে খবর, সেই রিপোর্টে দুর্ঘটনার দিনে মালগাড়ি এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার গতিবেগ সংক্রান্ত তথ্যের উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়াও সে সময় কর্তব্যরত কর্মীরা কে, কী দায়িত্ব পালন করছিল তা-ও রয়েছে ওই রিপোর্টে। প্রাথমিক তদন্তে যে তথ্য উঠে আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে, সোমবার সকাল ৮টা ২০ মিনিটে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস রাঙাপানি স্টেশনে ঢোকে। ছাড়ে ৮টা ২৭ মিনিট নাগাদ। দুর্ঘটনাটি ঘটে ৮টা ৫৫ মিনিটে। আর মালগাড়িটি ৮টা ৪২ মিনিটে রাঙাপানি স্টেশন ছাড়ে। রাঙাপানি স্টেশন থেকে দুর্ঘটনাস্থলের দূরত্ব মেরেকেটে আড়াই কিলোমিটার। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, ওই পথ অতিক্রম করতে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সময় নেয় প্রায় ২৮ মিনিট। অন্যদিকে, মালগাড়ির সময় লাগে ১৩ মিনিট। আরও ভাল করে বললে ১২ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড। প্রশ্ন উঠছে , রাঙাপানি স্টেশন থেকে মাত্র দু'কিলোমিটারের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস কী আরও কোথাও দাঁড়িয়েছিল, না কি মালগাড়ির গতিবেগ কোশন অর্ডারের চেয়ে বেশি ছিল। উল্লেখ্য, সোমবার ভোর প্রায় সাড়ে ৫টা থেকে অকেজো ছিল রাঙাপানি এবং চটেরহাটের মধ্যেকার স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থা। এই পরিস্থিতিতে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কাগুজে অনুমতি দেওয়া হয় ট্রেনচালকদের। রেলের পরিভাষায় যাকে বলা হয় ‘পেপার লাইন ক্লিয়ার টিকিট’ (পিএলসিটি)। সেই নির্দেশনামায় বলা হয়, যাত্রাপথে সিগন্যাল লাল থাকলে চালক ট্রেন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। তবে চালককে নজরে রাখতে হবে তাঁর যাত্রাপথে রেলগেট বন্ধ আছে কি না।

বারামুলায় হত দুই জঙ্গি, জখম পুলিশকর্মী

শ্রীনগর, ১৯ জুন: জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুলা জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। জঙ্গিদের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের এক অফিসার। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার সেপোরের অদূরে হান্দিপোরা এলাকায় ওই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বারামুলায় জঙ্গিরা হামলা চালাতে পারে বলে সম্প্রতি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল পুলিশ। জানিয়েছিল, সম্ভাব্য জঙ্গিহানা ঠেকাতে বিভিন্ন এলাকায় সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও কড়া করা হচ্ছে। চালানো হচ্ছে তল্লাশি অভিযান। তেমনই অভিযানের সময় সেপোরে জঙ্গিদের সঙ্গে পুলিশের গুলির লড়াই বাধে।

১০০ কোটির দুর্নীতি

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের মেয়াদ বাড়ল আগামী ৩ জুলাই পর্যন্ত। বুধবার কেজরির জামিন মামলায় দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্ট দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর হেপাজতের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিন আদালতে ইডি দাবি করেছে, আবগারি দুর্নীতিতে কেজরির বিরুদ্ধে ১০০ কোটির দুর্নীতির প্রমাণ রয়েছে তাঁদের হাতে।

দিল্লিতে তাপপ্রবাহের জেরে দু'দিনে মৃত পাঁচ

হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে আরও ১২

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন: পৃথিবী ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় একপ্রান্ত ভাসছে, অন্য প্রান্ত পুড়ছে। দেশে প্রত্যেক বছরই তাপমাত্রার পরিমাণ বাড়ছে। রাজধানী দিল্লিতে তাপপ্রবাহ থামার কোনও লক্ষণই নেই। গরমের জেরে অসুস্থ হয়ে দু'দিনে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের। রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি আরও ১২ জন। তাঁদের সকলকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। শুধু রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালেই নয়, হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর অন্য হাসপাতালগুলিতেও ভর্তির সংখ্যা বাড়ছে।

সংবাদমাধ্যমকে এক সরকারি হাসপাতালের সুপার চিকিৎসক অজয় শুক্ল জানিয়েছেন, হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২২ জন। পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১২-১৩ জনকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। শুক্ল আরও জানান, হিট স্ট্রোকে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। ৬০-৭০ শতাংশ বেড়েছে বলেই দাবি শুক্লর। তাঁর কথায়, ‘যদি এই ধরনের কোনও রোগীকে হাসপাতালে দেরিতে আনা হয়, একের পর এক অঙ্গ বিকল হতে শুরু করবে। এই বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। তা ছাড়াও হিট স্ট্রোকের লক্ষণগুলো অনেক সময় ঠিক ভাবে ধরতে পারেন না অনেকে। ফলে বিপত্তি আরও বাড়ে।’

মৌসম ভবন জানিয়েছে, এখনই এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। উত্তর ভারতের বেশির ভাগ অংশে তাপপ্রবাহ জারি থাকবে আগামী ২৪ ঘণ্টা। তার পর পরিস্থিতি কিছুটা পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে গরমে পুড়ছে দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের একাংশ। শুধু গরমই নয়, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে তাপপ্রবাহ। দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গরমে অসুস্থ হওয়ার সংখ্যাও বাড়ছে। হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুও হয়েছে অনেকের।

স্পাইসজেটের বিমানে বন্ধ এসি

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন: সিটে বসে দরদর করে ঘামছেন যাত্রীরা। ঘেমে অস্থির হয়ে উঠছেন তাঁরা। কেননা এসি চলছে না। প্রবল তাপপ্রবাহের মধ্যেই এমন দৃশ্য দেখা গেল স্পাইসজেটের এক বিমানে। ভাইরাল ভিডিও ঘিরে শোরগোল। সেই ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে নিজেদের আসনে বসে যাত্রীরা গরমে হাঁসফাঁস করছেন। দৃশ্যতই দমবন্ধ অবস্থায় অস্বস্তিতে ভুগছিলেন সকলে। কেউ ম্যাগাজিন, কেউ রুমাল নেড়ে নিজেদের হাওয়া করার চেষ্টা করছিলেন। আর সেই সঙ্গেই তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন কপালে জমা ঘাম মুছতে। জানা গিয়েছে, কয়েকজন যাত্রী অসুস্থও হয়ে পড়েন দীর্ঘক্ষণ ওইভাবে বসে থেকে। দিল্লি থেকে দ্বারভাঙাগামী বিমানটি ছাড়ার আগে প্রায় একঘণ্টা ওই ভাবেই দাঁড়িয়েছিল। এসি ছাড়াই। এক যাত্রী জানিয়েছেন, তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৪০ ডিগ্রি। তবুও বিমানের মধ্যে ঘণ্টাখানেক এসি চালু করা হয়নি। দিল্লি বিমানবন্দরে এই ভাবে কেন বিমান দাঁড়িয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। দিল্লিতে চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। এমনকী, রাতের তাপমাত্রাও থাকছে অসহনীয়। ইতিমধ্যেই পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। বারো জন লাইফ সাপোর্টে রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে দেখা গেল এই ছবি।

হলং বনবাংলোর অগ্নিকাণ্ডে উঠছে দুর্ঘটনা, না অন্তর্ঘাত তত্ত্ব

উত্তর খুঁজতে তদন্ত কমিটি গড়লেন বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: জলদাপাড়ার হলং বনবাংলোতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বন দপ্তরের চার সদস্যের দল ঘটনাস্থলে যাচ্ছে। বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা জানিয়েছেন, তিনি নিজেও কয়েকদিন পরে ওই এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন। তিনি জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো নতুনভাবে এই পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করা হবে। সেই বিষয়ে বুধবার বনমন্ত্রী-সহ বন দপ্তরের শীর্ষ কর্তারা এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন। এর পর তিনি জানান, হলং বনবাংলোয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানাধরনের খবর ছড়ানো হচ্ছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হাতে আসার পর গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

উল্লেখ্য, ডুয়ার্সের হলং বনবাংলোয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গড়লেন রাজ্যের বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা। ওই কমিটিতে থাকবেন মুখ্য বনপাল, বিভাগীয় বনাধিকারিক (ডিএফও) এবং ওই বাংলো এলাকার রেঞ্জার-সহ বেশ কয়েক জন। ঐতিহ্যবাহী এই বাংলোর পুড়ে যাওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই রহস্য দানা বেঁধেছে বিভিন্ন মহলে। সত্যিই কি দুর্ঘটনা, না কি অন্তর্ঘাত, উঠছে সেই প্রশ্ন।

জলদাপাড়ার গভীর জঙ্গলের এই বাংলোটি দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন জ্যোতি বসু বছরে অন্তত এক বার এই বনবাংলোয় যেতেন। বন দপ্তর সূত্রে খবর, বর্ষার সময় ১৫ জুন থেকে তিন মাসের জন্য বন্ধ থাকে হলং বাংলো। কাজেই মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের সময় কোনও পর্যটক সেখানে ছিলেন না। বাংলোটি সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি হওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কর্মীরা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। ফালাকাটা ও হাসিমারা থেকে দমকলও এসেছিল। কিন্তু লাভ হয়নি। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বাংলোটি।

২০১০ সালে ডুয়ার্সেরই জয়ন্তী বাংলো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। পরে সেখানে বিলাসবহুল বাংলো তৈরি হয়। হলংয়ের ঘটনায় অনেকেই অগ্নিকাণ্ডের কারণ হিসাবে শর্ট সার্কিটের কথা বলেছেন। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পরভীন কাসোয়ান মঙ্গলবারই জানিয়েছিলেন, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। বন দপ্তরের একাংশের অনুমান, কোনও ভাবে এসিতে আগুন ধরে গিয়েছিল। এসিতে যে গ্যাস থাকে, তা থেকে বিস্ফোরণ হয়েছিল। তার শব্দও শোনা গিয়েছিল।

এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, একে বর্ষা, তার পর বাংলো পর্যটকহীন। ফলে এসি বা গিজার তো চলার কথা নয়। তা হলে শর্ট সার্কিট হল কী করে? কেউ কেউ অন্তর্ঘাতের আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না। তাঁদের দাবি, যে সময় আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে, সেই সময় লোডশেডিং ছিল। যদি তা-ই হয়, তা হলে কী ভাবে শর্টসার্কিট হল? এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, ‘আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

ডেবরার মৃত বিজেপি কর্মীর ময়নাতদন্ত হবে স্ত্রীর উপস্থিতিতে

নির্দেশ হাইকোর্টের বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার বিজেপি কর্মীর মৃত্যু মামলায় স্ত্রীর উপস্থিতিতে ময়নাতদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। থানা এবং জেলের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতেও বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে গোটা ঘটনার রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে পুলিশের কাছ থেকে। মঙ্গলবার কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ডেবরার সঞ্জয় বেরার (৪২)। তিনি জেল হেপাজতে ছিলেন। গত ৪ জুন, লোকসভা নির্বাচনের ফলঘোষণার দিন ডেবরার ভরতপুর অঞ্চলের পুরুষোত্তম নগর গ্রামে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল। ওই ঘটনার পর দু'পক্ষের বেশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সঞ্জয়। তাঁর পরিবারের দাবি, পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে সঞ্জয়ের দেহে কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। পরে সঞ্জয়কে জেল হেপাজতে পাঠানো হয়। কিছু দিনের মধ্যে পরিবার জানতে পারে, জেলে মাথা ফেটে গিয়েছে সঞ্জয়ের।

জেল থেকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রথমে পাঠানো হয়েছিল সঞ্জয়কে। সেখান থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাঁকে ভর্তি করানো হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সেখানেই মঙ্গলবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কী ভাবে জেলে বসে মাথা ফাটল সঞ্জয়ের, প্রশ্ন তুলেছে পরিবার।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সঞ্জয় এলাকায় বিজেপি কর্মী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর এই মৃত্যুর বিচার চেয়েছে বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সমাজমাধ্যমে অভিযোগ করেছেন, বিজেপি করার কারণেই হেপাজতে থাকাকালীন পুলিশ তাঁকে মারধর করেছে। এক্স হ্যান্ডলে শুভেন্দু লেখেন, ‘মমতার পুলিশের বর্বরতায় হেপাজতে থাকাকালীন বিজেপি কর্মীর মৃত্যু।’ সিবিআই তদন্ত বা বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর হাইকোর্টে মামলা করেন তাঁর স্ত্রী। কী ভাবে তিনি আঘাত পেলেন, জানতে চাওয়া হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহের নির্দেশ, সংশ্লিষ্ট থানার এসপিকে এই ঘটনার রিপোর্ট দিতে হবে। থানা এবং জেলের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে। বিচারপতি জানান, মৃতের স্ত্রী এবং তাঁর কোনও প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এসএসকেএমে দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে। হাসপাতালের অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ময়নাতদন্ত হবে। গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিয়োগ্রাফিও করা হবে। ময়নাতদন্তের পর দেহ তুলে দিতে হবে পরিবারের হাতে। বৃহস্পতিবারের মধ্যে গ্রেপ্তারির নথিও জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আগামী বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নালন্দা, ১৯ জুন: বিহারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নালন্দার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়ে মোদি জানান, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে। দেশের সম্মান, পরিচয়, মূল্যবোধ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জুড়ে আছে। শপথগ্রহণের কিছু দিনের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পেরে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছেন বলেও জানান। নালন্দায় গিয়ে মোদি বলেন, ‘তৃতীয় বার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার ১০ দিনের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পেরেছি বলে আমি খুব খুশি। নালন্দা কোনও নাম নয়, এটা একটা পরিচায়। আগুন বইকে পুড়িয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু জ্ঞান ধ্বংস করতে পারে না।’ নালন্দা ভারতের সৌভ্রাতৃত্বের মন্ত্র ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’-এর আত্মা বলে মন্তব্য করেছেন মোদি। তিনি বলেন, ‘এই বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ভারত নয়, গোটা এশিয়ার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বছরের পর বছর ধরে এখানে পড়ুয়ারা জ্ঞান অর্জন করতে এসেছেন। বর্তমানে নালন্দায় ২০টির বেশি দেশের ছাত্রছাত্রী রয়েছেন।’ নালন্দার নতুন ক্যাম্পাস উদ্বোধনের আগে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়েছিলেন মোদি। ২০১৬ সালে ওই ধ্বংসাবশেষকে ‘হেরিটেজ’ তকমা দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধনের সময়ে মোদির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দেশের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, বিহারের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং নালন্দার আচার্য অরবিন্দ পনগরিয়া। এ ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ভুটান, ব্রুনেই, চিন, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া-সহ ১৭টি দেশের প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ক্যাম্পাসের দু'টি ব্লক রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে রয়েছে ৪০টি করে শ্রেণিকক্ষ। মোট ১৯০০ ছাত্রছাত্রীর বসার বন্দোবস্ত রয়েছে এই ক্যাম্পাসে। এ ছাড়া, ৩০০টি করে আসন যুক্ত দু'টি অডিটোরিয়ামও রয়েছে। হস্টেলে থাকতে পারবেন সর্বোচ্চ সাড়ে ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী। নতুন ক্যাম্পাস তৈরিতে ১৭০০ কোটি টাকা খরচ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

কলেজে ভর্তির অভিন্ন পোর্টাল চালু রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলেজে স্নাতকস্তরে ভর্তির অভিন্ন পোর্টাল চালু হল। বুধবার এই পোর্টাল আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। স্বচ্ছভাবে পড়ুয়াদের কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেই সেন্ট্রালাইজড অ্যাডমিশন পোর্টাল চালু করা হয়েছে, এমনটাই জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এই পোর্টালের মাধ্যমে ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৬১টি সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া যাবে। আগামী ২৪ জুন থেকে আবেদন করতে পারবেন পড়ুয়ারা। সর্বোচ্চ ২৫ টি কোর্সে একইসঙ্গে আবেদন জানানো যাবে। ৭ জুলাই আবেদন গ্রহণের শেষ দিন বলেই জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এছাড়াও জানা গিয়েছে, আগামী ১২ জুলাই প্রথম দফার মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে ও ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। কলেজে স্নাতকস্তরে ক্লাস শুরু হবে আগামী ৭ অগস্ট থেকে। পোর্টালের মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা রাজ্যের সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোর্স ফি, ফি স্ট্রাকচার, মোট আসন , এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ইত্যাদি দেখতে পাবেন। এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় পড়ুয়ারা সর্বোচ্চ ২৫টি কোর্সে একই সঙ্গে আবেদন জানাতে পারবেন। পড়ুয়ারা ৭,২১৭টি কোর্সের মধ্যে থেকে একাধিক বিষয় এ ক্ষেত্রে বেছে নিতে পারবেন।

২৬ জুন থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন চার বিধানসভা উপনির্বাচনে আগামী ২৬ শে জুন থেকে মোতায়েন করা হবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এখনো পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে এই চার বিধানসভা উপনির্বাচনে মোট ৫৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে যার মধ্যে চারটি জায়গায় দুই কোম্পানি করে মোট আট কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা হবে স্ট্রংরুমের জন্য। বাকি ৪৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা হবে। মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে জরুরি পর্যায়ের এক বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত হয়। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনই আধিকারিক আরিজ আফতাব জানিয়েছেন আসন্ন বিধানসভার ঔপনির্বাচনে প্রত্যেকটি বুথেই ওয়েব কাস্টিং করা হবে। উপনির্বাচন বলে কোন জায়গায় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না নির্বাচন কমিশন। রীতিমতো কড়া হাতেই এই উপনির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে চলেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর ও নির্বাচন কমিশন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ১৯/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৭ নং এফিডেভিট বলে Sk. Abdul Hamid S/o. Sk. Haydar Ali ও Abdul Hamid S/o. Sk. H. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৯/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে Kutubuddin Mallik S/o. Nur Islam Mallik ও Kutubuddin Mallick S/o. N. I. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৯/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে Gautam Das S/o. Rasbihari Das ও Goutam Das S/o. R. B. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ৩১/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৫৪ নং এফিডেভিট বলে Trina Seal ও Trina Sadhukhan D/o. Tushar Kanti Seal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২১/০৭/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১২১৩ নং এফিডেভিট বলে Bapi Biswas S/o. Tulsi Das Biswas ও Bappi Biswas S/o. T. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৯/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৬৪৪ নং এফিডেভিট বলে Sumit Kumar Mukhopadhyay S/o. Asit Kumar Mukhopadhyay ও Sumit Mukherjee S/o. A. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭২৮ নং এফিডেভিট বলে Avijit Sur ও Avijit Das S/o. Asit Sur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি
আমমোক্তারনামা

১) **প্রদ্যুত কুমার ঘোষ,** পিতা -লক্ষ্মিকান্ত ঘোষ, সাং - গুনপালা, পোঃ- বাবনান, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫, **২) ছায়া ঘোষ** সাং - গুনপালা, পোঃ- বাবনান, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫, ৩) **তাপস কুমার ঘোষ** সাং - গুনপালা, পোঃ- বাবনান, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫ ৪) **সংগীতা ঘোষ** সাং - ২ নং রতনপুর, পোঃ- ও থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৪০৯ ৫) **উৎপল ঘোষ** সাং - গুনপালা, পোঃ- বাবনান, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫ ৬) **রানু দাড়ি** সাং - কুলুল, পোঃ- সামসেরপুর, থানা - তারকেশ্বর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৪১০ ৭) **লক্ষ্মীরানী ঘোষ** সাং - গুনপালা, পোঃ- বাবনান, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫ বিগত ইং ০৭/০৩/২০২৪ তারিখে চুঁচুড়া এ ডি এস আর সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে ০০৯২/২০২৪ নং আমমোক্তার দলিলমূলে আমার মক্কেল কৃষ্ণেন্দু ঘোষ পিতা - ৺ গোবিন্দ ঘোষ সাং - গোস্বামী মালিপাড়া , থানা - দাদপুর , জেলা - হুগলী, পিন -৭১২৩০৫ কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে কৃষ্ণেন্দু ঘোষ ২৭৯৩/২৪ নং চুঁচুড়া এ ডি এস আর সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তপশীল

জেলা - হুগলী, থানা - দাদপুর, মৌজা - গুনপালা, জে এল -৬৫, এল.আর ৩৮২ এবং ৩৬৭ দুটি দাগে মোট ২৭ শতক আমমোক্তার কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অদিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ।

ইতি
সুজাতা মিস্ত্রী (এ্যাডভোকেট)
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী ।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২০ শে জুন। ৫ ই আষাঢ়। বৃহঃ বার। ত্রয়োদশী তিথি । জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টোত্তরী ও, বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ।মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME
I Amitabh Shukla, S/o Late Rajendra Prasad Shukla, Residing at P-120, Kalindi Housing Estate, P.S. Lake Town, Kolkata - 700089 do Solemnly affirm and declare that my name has been recorded in my some documents as Amitabha Shukla, and in my major documents as Amitabh Shukla. The both names are one and same identical person vide affidavit by The Notary Public at Calcutta on 18/06/2024.

নাম পরিবর্তন
আমি **Harish Chandra Rai** পিতা প্রয়াত বিনয় নারায়ণ রাই সাকিন : অশোক নগর, এ/২, ঘোষ পাড়া রোড, ইছাপুর নবাবগঞ্জ, থানা : নোয়াপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৪, এতদ্বারা নোটারি পাবলিক, বারাকপুর সমীপে ৬ জুন ২০২৪ তারিখে হলফনামা দ্বারা ঘোষণা করছি যে, ভুলক্রমে আমার নাম আমার পুত্রের মাধ্যমিক পরীক্ষার (সেকেন্ডারি পরীক্ষা) সার্টিফিকেটে **Harish Chand Rai** উল্লেখ করা হয়েছে। **Harish Chandra Rai** এবং **Harish Chand Rai** এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি
আমমোক্তারনামা

১) **বনানী সিংহরায়,** পিতা -যমুনা কিশোর সিংহরায়, সাং - গুনপালা, পোঃ- বাবনান, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫, ২) **অর্নব সিংহরায়** পিতা - ৺ বিদ্যুৎ সিংহরায় সাং - গুনপালা, পোঃ- বাবনান, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫, বিগত ইং …

বিজ্ঞপ্তি
উক্ত ওয়ারিশ কেসে (কেস নং- WR/2024/0503/378) মৌজা- উত্তর বাকসাড়া, জে. এল নং - ৭, দাগ নং- ১২৯৪, ১২৯৫, নাম পত্তন ২৪/০৬/২০২৪ এ বালী- জগাছা ভূমি ও ভূমি সমষ্টি আধিকারিকের অফিসে সম্পন্ন হইবে। উক্ত কেসে যদি কাহারও কোনও আপত্তি থাকে তাহা হইলে উক্ত দিনে উপস্থিত থাকিয়া বাধিত করিবেন।

ধন্যবাদান্তে,
মতিলাল মালু
রাকেশ কুমার মালু

বিজ্ঞপ্তি
আমমোক্তারনামা

১) **অমল কুমার হালদার,** পিতা ৺ গোপাল চন্দ্র হালদার, সাং - সেনেট, পোঃ- সেনেট, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫, **২) শ্যামল হালদার,** সাং - সেনেট, পোঃ- সেনেট, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫ ৩) **মিনতি মুখার্জ্জী** সাং - মহরমপুর, পোঃ- খানপুর, থানা - ধনিয়াখালি, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০২ বিগত ইং ০৭/০৩/২০২৪ তারিখে চুঁচুড়া এ ডি এস আর সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে ৩৫৮৯/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিলমূলে আমার মক্কেল কৃষ্ণেন্দু ঘোষ পিতা - ৺ গোবিন্দ ঘোষ সাং - গোস্বামী মালিপাড়া , থানা - দাদপুর , জেলা - হুগলী, পিন -৭১২৩০৫ কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে কৃষ্ণেন্দু ঘোষ ২৭৮৮/২৪ নং চুঁচুড়া এ ডি এস আর সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে দলিল মূলে বিক্রয় করেন ।

তপশীল

জেলা - হুগলী, থানা - দাদপুর, মৌজা - তালচিনান সানিহাটি, জে এল -৬৬, এল.আর - ৩৩৫৮ দাগে ৩৮ শতক আমমোক্তার কৃত সম্পত্তি …

বিজ্ঞপ্তি
জেলা-হুগলীর ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া সদর
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৬৯/২০২২

দরখাস্তকারীঃ- শ্রী গৌরাঙ্গ নাথ, পিতা- ৺ মুরারী মোহন নাথ, সাং- জয়পুর টালিখোলা, পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১৪৮।

এতদ্বারা জনসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা-হুগলী, থানা- মগরার অন্তর্গত জয়পুর টালিখোলা সাকিমের বাসিন্দা ৺ মুরারী মোহন নাথ এর পুত্র বর্তমানে মৃত জগন্নাথ নাথ এবং ৺ মুরারী মোহন নাথের স্ত্রী বর্তমানে মৃত শঙ্করী নাথের যৌথ নামে জেলা-হুগলী, থানা- মগরার অন্তর্গত, মগরা পোস্ট অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট নম্বর- ৩৬৫৪৮৫৪৪৪৯ এবং সি.আই.এফ.আই ডি নং- ৩৩৭৯২৪৫৪২ তে ৫,৯২,৭৮৬ টাকা জমা রহিয়াছে উক্ত টাকার জন্য দরখাস্তকারী উক্ত আদালতে সাকসেশান সার্টিফিকেট পাইবার জন্য অত্র মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি বা বক্তব্য থাকে তাহা হইলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে জানাইবেন। অন্যথায় একতরফা হুকুম প্রচারিত হইবে।

দরখাস্তকারীর উকিলবাবু
তন্ময় মুখার্জ্জী

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
District Delegate, Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

রাত্রিকালীন মেট্রোর সময় সূচি বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাত্রীদের সুবিধার জন্য মেট্রো রেলওয়ে গত ২৪ মে থেকে থেকে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ব্লু লাইনে বিশেষ রাত্রিকালীন মেট্রো পরিষেবা চালাচ্ছে। আপ এবং ডাউন উভয় দিকের এই পরিষেবা দু'টি সোম থেকে শুক্র রাত ১১ টায় কবি সুভাষ এবং দমদম স্টেশন থেকে ছাড়ছে। রাতে প্রচুর সংখ্যক মানুষের চাহিদা পূরণ করা যাবে এই আশা নিয়ে চালু করা হয়েছিল এই পরিষেবা। তবে দেখা যাচ্ছে যে রাতের এই পরীক্ষামূলক পরিষেবাগুলি মেট্রো যাত্রীদের মধ্যে তেমন জনপ্রিয় হচ্ছে না। ফলস্বরূপ, দমদম এবং কবি সুভাষের মধ্যে যাতায়াতকারি রাত ১১ টার প্রতিটি ট্রেনে গড়ে মাত্র ৩০০ জন যাত্রী হচ্ছে। এদিকে এই পরিষেবাগুলি চালাতে মেট্রো রেলের প্রচুর খরচ হচ্ছে । অঙ্কের হিসেবে এই খরচ ২.৭ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য খরচ হিসাবে ৫০ হাজার টাকা। বিনিময়ে এই দুটি ট্রেন থেকে আয় হচ্ছে খুবই কম, গড়ে মাত্র ৬ হাজার টাকা। এটিও লক্ষ্য করা গেছে যে অনেক স্টেশনে কাউন্টার খোলা রেখে গড়ে মাত্র ১ বা ২ টি টোকেন বিক্রি হচ্ছে। অর্থাৎ টোকেন বিক্রির হারও খুবই কম।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আগামী ২৪ জুন অর্থাৎ সোমবার থেকে এই পরীক্ষামূলক রাত্রিকালীন পরিষেবার সময় ২০ মিনিট এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২৪ জুন থেকে ব্লু লাইনে এই পরীক্ষামূলক রাত্রিকালীন পরিষেবাগুলি কবি সুভাষ এবং দমদম থেকে রাত ১০টা ৪০ মিনিটে ছাড়বে। এই পরিষেবাগুলি সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত পাওয়া যাবে এবং সমস্ত স্টেশনে থামবে। কোনও স্টেশনে টোকেন, স্মার্ট কার্ড ইত্যাদি বিক্রির জন্য কোনও টিকিট কাউন্টার খোলা থাকবে না। সেক্ষেত্রে যাত্রীদের ইউপিআই পেমেন্ট মোড ব্যবহার করে সমস্ত স্টেশনে বসানো এএসসিআরএম মেশিন থেকে টোকেন কেনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। স্মার্ট কার্ড থাকা যাত্রীরাও এই পরীক্ষামূলক রাতের পরিষেবায় চড়তে পারবেন ।

পূর্বাঞ্চলের বাজারে এল ভলভো সিই'র ইসি-২১০ হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভলভো সিই পূর্ব অঞ্চলের জন্য হাইড্রোলিক খননকারী একটি নতুন 'বিল্ট ফর ভারত' ইসি২১০ এক্সকাভেটর নিয়ে এল। ভারতের জন্য তৈরি, ভলভো ইসি ২১০ উচ্চতর কর্মক্ষমতাযুক্ত, ব্যতিক্রমী জ্বালানি দক্ষতা সম্পন্ন এবং কম

রক্ষণাবেক্ষণ খরচ অফার করে। যা ভারতীয় বাজারে যথেষ্ট সহজলভ্য বলে মনে করছেন কোম্পানির কার্যকর্তারা। 'কারো জিয়াদা কি উমেদ' প্রচারাভিযানের মাধ্যমে রোল আউট করা হয়েছে গাড়িটিরি। এখন সারা দেশে ৩০০টি আউটলেটে উপলব্ধ এই এক্সকাভেটর। এদিন ভলভো সিই ইন্ডিয়া পূর্বাঞ্চলের এমডি দিমিত্রভ কৃষ্ণান ও অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে নতুন এক্সকাভেটর উন্মোচন করা হয়। ইসি২১০ লঞ্চের অংশ হিসেবে ভলভো সিই একটি নতুন ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইন 'এক্সপেক্ট মোর' চালু করেছে। ভলভো সিই ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দিমিত্রভ কৃষ্ণান বলেন, আমরা এই অঞ্চলে আমাদের ব্যবসায় বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সমৃদ্ধ খনিজ সঞ্চয় এবং কয়লা ক্ষেত্রগুলির উপস্থিতি দেখেছি যা দেশের কয়লা উৎপাদনের ৭০-৮০ শতাংশ বহন করে। রাস্তা নির্মাণ, পাথর ভাঙা, সাধারণ নির্মাণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কোয়ারি, বালি খনি কাজ পারদর্শী ইসি ২১০।'

কোনা এক্সপ্রেসওয়েকে যানজট মুক্ত করতে কাজ শুরু হবে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোনা এক্সপ্রেসওয়েকে যানজট মুক্ত করতে প্রস্তাবিত এলিভেটেড করিডর তৈরির কাজ শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ছয় লেনের এই করিডোর তৈরি করবে। ৭ কিলোমিটারের বেশি এলাকাজুড়ে এই ফ্লাইওভারের কাজ হবে। এর মধ্যে মাত্র ২৫০ মিটার অংশে জমি হস্তান্তর বাকি রয়েছে। যা দ্রুত শেষ হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। কোনা এক্সপ্রেসওয়ের ক্যারি রোডের ফুটবল গেটের কাছ থেকে খেজুরতলা পর্যন্ত এই করিডর তৈরি হবে। প্রসঙ্গত, তিনটে সেতুর উপর দিয়ে যাবে এই উড়ালপুল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এর উচ্চতা হবে কিছুটা বেশি হতে পারে।

খেজুরতলার দিকে নামার সময় এই উড়ালপুলের তিনটি র‍্যাম্প থাকবে। যার মধ্যে একটি র‍্যাম্প নিবড়ার দিক থেকে বের হবে। একটি সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাসের দিকে এবং অন্যটি যাবে জাতীয় সড়কের দিকে।

নতুন আয়ূষ চিকিৎসা প্রকল্প চালুর প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক, ইউনানী ও যোগ চিকিৎসার প্রসারে জাতীয় আয়ূষ মিশন প্রকল্পের আওতায় আট ধরনের নতুন আয়ূষ চিকিৎসা প্রকল্প চালু হচ্ছে। সেগুলি হল মাসকিউলোস্কেলিটল ডিজঅর্ডার অর্থাৎ ব্যথার চিকিৎসা, ক্যান্সার, সুগার, হার্টের অসুখ এবং স্ট্রোকের চিকিৎসা প্রকল্প, সুপ্রজা বা মা-শিশুর চিকিৎসা ও বয়স্কদের চিকিৎসা। ৭৫ হাজার স্কুলে এই আয়ূষ জীবনশৈলীর পাঠ দেওয়া হবে। এছাড়া আদিবাসী এলাকায় আয়ূষ মোবাইল ইউনিট, অন্তিম পর্যায়ের রোগের চিকিৎসা-সহ গোদের জন্য বিকলঙ্গতা নিরাময়ের শিক্ষা দেওয়া হবে। ব্লকস্তর থেকে জেলাস্তরের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র ছাড়াও আয়ুর্বেদ এবং হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজগুলিতে এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হবে বলে জানা গিয়েছে। এজন্য ২৫০র বেশি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ৩১ শে জুলাইয়ের মধ্যে নয়া পদগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।

কাস্টমার আউটরিচ অনুষ্ঠান ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার হাওড়া জোনের উদ্যোগে এক কাস্টমার আউটরিচ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার হেড অফিসের গার্ডিয়ান জেনারেল ম্যানেজার শম্পা বিশ্বাস।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মনোজ কুমার সিং, জেনারেল ম্যানেজার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এফজিএমও, ইস্ট, সনৎ কুমার সৎপতি, জোনাল ম্যানেজার, কলকাতা জোন, পুরুষোত্তম জেনা, জোনাল ম্যানেজার, বারাসত জোন এবং বিশ্বজিৎ গুহ, জোনাল ম্যানেজার, হাওড়া জোন। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া, কলকাতা এবং বারাসত এই তিনটি অঞ্চলের বেশ কয়েকজন গ্রাহকও। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যাঙ্ক এবং এর গ্রাহকদের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করা।

বিভিন্ন দফতরের হাতে থাকা খাস জমির রিপোর্ট তলব রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিভিন্ন দফতরের হাতে থাকা খাস জমির সঠিক পরিমাণ জানতে রাজ্য সরকার রিপোর্ট তলব করেছে। রাজ্যের মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা প্রতিটি দফতরের সচিব ও প্রত্যেক জেলার জেলাশাসককে তাঁদের অধীনে থাকা খাস জমির খতিয়ান সম্বলিত রিপোর্ট দুদিনের মধ্যে জমা দিতে বলেছেন বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। ভূমি দফতরের কাছে সার্বিক ভাবে খাস জমি সংক্রান্ত তথ্য আছে তার সঙ্গে জেলাশাসক ও দফতরের সচিবদের পাঠানো নথি মিলিয়ে দেখা হবে । সাম্প্রতিক কালে সরকারি জমি দখলের একাধিক অভিযোগ উঠেছে । যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সেকারণেই এই তথ্য চাওয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতে আগামী দিনে সরকারি জমি দখল মুক্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

খরিফ ও রবি মরশুমে শস্য উৎপাদনে বিশেষ নজর

নিজস্ব প্রতিবেদন: খরিফ ও রবি মরশুমে রেকর্ড শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার বেশকিছু পরিকল্পনা নিয়েছে। ফসল ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ আগামী ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি, রাজ্যের অধীন কৃষি খামারগুলিতে আরও বেশি সংখ্যায় ফলের গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খামারগুলিতে পর্যাপ্ত জলের জোগান নিশ্চিত করতে পুকুর কাটা হবে। এছাড়া দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের মতো পাহাড়ি এলাকায় ধানের বদলে বিকল্প চাষের উপর জোর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলের পাশাপাশি বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মতো অন্য রুক্ষ এলাকাগুলিকেও এমন অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে জেলায় জেলায় কতটা সারের প্রয়োজন এবং কতটা জোগান রয়েছে, তা দেখতে এলাকায় এলাকায় কৃষিদপ্তরের আধিকারিকরা যাবেন বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সারের অতিরিক্ত দাম নিলে ডিলারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলার কৃষি আধিকরিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সারের জোগান ঠিক রাখতে কেন্দ্রকেও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, কৃষিক্ষেত্রে এরাজ্যকে মডেল নির্বাচিত করেছে কেন্দ্র। রাজ্যের নিজস্ব প্রকল্পের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজও রাজ্যে ভালোভাবে রূপায়িত হয়েছে। মূলত রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার কাজে রাজ্য নতুন নজির গড়েছে । ফলে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক এক বৈঠকে পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যের আধিকারিকদের সামনে এরাজ্যকে মডেল হিসেবে তুলে ধরেছে কৃষিমন্ত্রক। রাজ্যের কৃষি পরিস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি প্রতিটি জেলার সঙ্গে বৈঠকে বসেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন কৃষিসচিব ওঙ্কার সিং মিনা, কৃষি অধিকর্তা আশুতোষ মণ্ডল। নবান্ন সূত্রে খবর, এই বৈঠকেও রাজ্যের এই সাফল্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে আরও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি নজর দেওয়ার প্রয়োজন সে বিষয়েও এদিন আলোচনা হয়েছে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২০ জুন ২০২৪ ৫ আষাঢ় ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

শুভেন্দুকে রাজভবনের সামনে ধরনায় বসার অনুমতি দিল না হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে রাজভবনের সামনে ধরনায় বসার অনুমতি দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই মামলার শুনানি ছিল। শুনানি চলাকালীন বিচারপতি শুভেন্দু অধিকারীকে বিকল্প কোনও জায়গা খুঁজে বার করার পরামর্শ দেন তিনি। এদিনের শুনানিতে বিচারপতি বলেন, 'বিকল্প জায়গার সন্ধান নিয়ে আসুন, ভেবে দেখছি।'

প্রসঙ্গত, ভোট পরবর্তী হিংসায় 'আক্রান্ত'দের সঙ্গে নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু রাজভবনে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন তিনি। এরপরই 'আক্রান্ত'দের সঙ্গে নিয়ে রাজভবনের সামনে ধরনায় বসতে চান শুভেন্দু। ১৩ জুন পুলিশের কাছে আবেদন জানানো হয়। মঙ্গলবার পুলিশ সেই আবেদন খারিজ করে বলে আদালতে দাবি করেন শুভেন্দুর আইনজীবীর। এক্ষেত্রে পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু। কারণ এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজভবনের বাইরে ধরনায় বসেছিলেন একশো দিনের কাজের টাকা আদায়-সহ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে। তাতে পুলিশ অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু শুভেন্দুকে কেন দেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলে আদালতে মামলা হয়।

এদিনের শুনানিতে মামলকারীদের আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, 'ভোট পরবর্তী হিংসার শিকার যাঁরা, তাঁদের নিয়ে ধরনা দিতে চান।' এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি সিনহা শুভেন্দুকে প্রশ্ন করেন, 'ওখানেই কেন অবস্থানে বসতে হবে? শাসকদল বসেছিল বলে?' মামলাকারীদের আইনজীবী বলেন, 'আমরা মনে করি রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান সেই কারণে আমরা রাজভবনের সামনে ধরনা দিতে চাই।' একইসঙ্গে আদালতে তাঁরা এও জানান, শান্তিপূর্ণ ধরনা হবে। কোনও স্টেজ পর্যন্ত করা হবে না। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনিক কারণ দেখিয়ে আমাদের রাজভবনের সামনে ধরনা অনুমতি দেয়নি। ওয়াই চ্যানেলে বসতে বলছে।' আদালতে উল্লেখ করা হয়, ঠিক ওখানেই শাসক দল ধরনা দিয়েছে, এমনকি স্টেজ করে। তাহলে এক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হবে না?

এরপরই বিচারপতি সিনহা প্রশ্ন করেন, 'এই প্রশাসনিক কারণটা কী?' এরপরই অ্যাডভোকেট জেনরাল জানান, 'মামলাকারী যে আবেদন করেছেন, সেটা কি আদৌ আবেদন বলা যায়? বিচারপতি আরও বলেন, 'একজন করতে পারল, একজন করার অনুমতি পেলো না, এটা হলে তো অসাম্যের অভিযোগ উঠবেই। আমি নেগেটিভ ইকুয়ালিটির কথা বলতে পারিনা।'

এরই রেশ ধরে বিচারপতি সিনহা এজির কাছে জানতে চান, 'রাজভবন এলাকায় নিরাপত্তার স্বার্থে ১৪৪ ধারা জারি থাকে। তাহলে ওই সময় যারা ১৪৪ ধারা ভেঙে ধরনা দিয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কি আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?' প্রত্যুত্তরে এজি জানান, তাঁকে ইন্সট্রাকশন নিয়ে বলতে হবে।

এরপরই বিচারপতির ফের মামলাকারীর আইনজীবীর কাছে জানতে চান, 'কেন আপনি ওখানেই ধরনা দিতে চাইছেন? এর আগে কেউ আইন ভেঙে ধরনা দিলে, আরেক জনকেও কী ১৪৪ ধারা ভেঙে ধরনা দিতে হবে? তাহলে তো পরশু অন্য কেউ একই আবদার করবে।'

বিধানসভায় পরবর্তী মুখ্য সচেতক হতে চলেছেন শঙ্কর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় বিজেপির পরবর্তী মুখ্য সচেতক হতে চলেছে শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। লোকসভা ভোটে জয়ী হয়ে সংসদীয় রাজনীতিতে পা রাখছেন মাদারিহাটের বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিগ্গা। এতদিন তিনিই ছিলেন বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক। উল্লেখ্য, মাদারিহাটের বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিগ্গা এবার আলিপুরদুয়ার থেকে লোকসভা ভোটে জিতেছেন। এখনও অবশ্য তিনি বিধায়ক পদে ইস্তফা দেননি। তবে তিনি বিধায়ক পদে ইস্তফা দেওয়া পর তাঁর জায়গায় কে হবেন বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। এসবের মধ্যেই মঙ্গলবার সন্ধেয় নিউটাউনের এক হোটেলে বৈঠকে বসেছিলেন বিজেপির বিধায়করা। সূত্রের খবর, বঙ্গ বিজেপির পরিষদীয় দলের সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, বিধানসভায় দলের পরবর্তী মুখ্য সচেতক হচ্ছেন শঙ্কর ঘোষ।

প্রসঙ্গত, শিলিগুড়ি-সহ গোটা উত্তরবঙ্গে বিজেপির অন্যতম বড় মুখ শঙ্কর ঘোষ। উত্তরবঙ্গের মানুষজনের দাবি-দাওয়া নিয়ে অতীতে বার বার সরব হতে দেখা গেছে তাঁকে। উত্তরবঙ্গের কথা জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন বিধানসভার অধিবেশনে। এমনকি রাজ্য রাজনীতির সমস্ত ইস্যুতে ভীষণভাবে সক্রিয় ও সরব থেকেছেন শঙ্কর ঘোষ। বিভিন্ন ইস্যুতে কাঠগড়ায় তুলেছেন রাজ্যের শাসক শিবিরকে, কড়া প্রশ্নের মুখোমুখি ফেলেছেন। সেই শঙ্কর ঘোষের দায়িত্ব আরও বাড়ানো হল পরিষদীয় রাজনীতিতে।

নিট-২০২৪ ফলপ্রকাশে কারচুপি শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং যাত্রী সুরক্ষায় রেলের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে রাজভবনের উত্তর গেটে বিক্ষোভ দেখালেন দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেসের কার্যকর্তারা। -- নিজস্ব ছবি

ইডি দফতরে দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা জেরা ঋতুপর্ণাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিদেশে থাকার কারণে ইডির তলব এড়িয়েছিলেন। তবে বুধবার অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে হাজিরা দিতে দেখা গেল সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে। ইডি সূত্রে খবর, এদিন দুপুর ১ টা নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে আসেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

এরপর প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে উঠে এসেছে অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের নাম। তাঁর এক সংস্থায় দুর্নীতির কয়েক লক্ষ টাকা ঢুকেছে বলে তথ্য সামনে এসেছে। সেই কারণেই তাঁকে ইডি দফতরে তলব করা হয়েছিল। এর আগে হাজিরা এড়িয়ে গেলেও বুধবার দুপুরেই ঠিকসময়ে পৌঁছে যান তিনি।

ইডি দফতরে প্রবেশের সময় মুখে কুলুপ এঁটে থাকলেও, এদিন ইডি অফিস থেকে বেরনোর পর সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে দেখা যায় তাঁকে। কেন তলব করা হয়েছিল সে কথাও উল্লেখ করেন অভিনেত্রী। এদিন বিকেলে ইডি দফতর থেকে বেরনোর সময় তিনি জানান, তাঁর কাছে বেশ কিছু নথি চাওয়া হয়েছিল। সেই নথি তিনি আধিকারিকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাঁর সহযোগিতায় ইডি খুশি বলে উল্লেখ করেছেন ঋতুপর্ণা। সঙ্গে এও বলেন, 'ওরাও সহযোগিতা করেছে, আমিও সহযোগিতা করেছি। এর থেকে বেশি এখন আর কিছু বলতে পারব না।' কোন লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তাঁর সংস্থায় আদৌ কোনও টাকা গিয়েছিল কি না, এসব কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি অভিনেত্রী।

মুখ থুবড়ে পড়ছে জোট ধর্ম, মানিকতলাতেও প্রার্থী দেওয়ার সম্ভাবনা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জোট ধর্ম না মানার দায় বামফ্রন্টের উপর চাপিয়ে শেষ পর্যন্ত বাগদা আসনে ইতিমধ্যেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। এবার জল্পনা শুরু হয়েছে মানিকতলা কেন্দ্র নিয়ে। বারবার শরিক দলের সঙ্গে মতানৈক্যের জের পড়ছে জোট রাজনীতিতেও। সেই কারণেই বামফ্রন্ট, বিশেষ করে সিপিএমের উপর চাপ বজায় রাখতে মানিকতলা আসনে প্রার্থী দেওয়া নিয়েও প্রদেশ কংগ্রেস ভাবছে বলে খবর। কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই এআইসিসির কাছে প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে। সঙ্গে সম্ভাব্য দুটি নামও রয়েছে কংগ্রেস শিবিরের চর্চায়।

তবে খবর মিলছে, কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে থেকেও ফরওয়ার্ড ব্লকের চাপে কার্যত তাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে সিপিএম। তাতে নিজেদের পুরনো আসনের দাবি থেকে সরে আসতে হচ্ছিল কংগ্রেসকে। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় নেতৃত্বের চাপেই বাগদায় প্রার্থী দেয় প্রদেশ নেতৃত্ব। এই পরিস্থিতিতেই পালটা চাপে মানিকতলা নিয়ে আলোচনা। এআইসিসি রাজি হলে মানিকতলায় সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে কংগ্রেসের উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি রানা রায়চৌধুরি অথবা প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি সোমেন মিত্রের পরিবারের কোনও সদস্যের নাম সামনে আসতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

পার্ক স্ট্রিট গুলি কাণ্ডে পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে পুলিশের জালে পার্ক স্ট্রিট গুলি কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সোনা। জামশেদপুর থেকে মঙ্গলবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের গুণ্ডাদমন শাখা। সূত্রে খবর, তাঁকে নিয়ে আসা হচ্ছে কলকাতায়।

প্রসঙ্গত, পার্ক স্ট্রিট গুলি কাণ্ডে প্রথম থেকেই পুলিশের নজরে মহম্মদ ফইউদ্দিন ওরফে সোনা। তদন্তকারীদের ধারণা ছিল, এই ঘটনার পর বিহারে গা ঢাকা দিয়েছে সোনা।

কারণ, বিহার দ্বারভাঙায় সোনার আসল বাড়ি। তার শ্বশুরবাড়ি বিহারের সাসারামে। ওই দুই জায়গাতেই তার সম্পত্তি রয়েছে বলে পুলিশের কাছে খবর ছিল। সোনার সন্ধানে যেমন কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলে তল্লাশি চলে। তেমনই তাকে খুঁজতে বিহারেও পুলিশের টিম পাঠানো হয়। অবশেষে গ্রেফতার করা হয় সোনাকে।

প্রসঙ্গত, তিলজলার কুখ্যাত গ্যাংস্টার রশিদ আলম ওরফে গব্বর তার শ্যালক ফইউদ্দিন ওরফে সোনাকে সঙ্গে নিয়ে নতুন গ্যাং তৈরি করে। তার আগে মধ্য কলকাতার কুখ্যাত গ্যাংস্টার রিপন স্ট্রিটের আখতার মেহমুদের দলে ছিল সোনা। পরে গব্বর ও সোনার গ্যাং মধ্য কলকাতা, পূর্ব কলকাতা ও দক্ষিণ কলকাতায় দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করে। খুন, খুনের চেষ্টা, অপহরণ, মাদক পাচার, প্রোমোটিং ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তোলাবাজিতে গব্বর-সোনার গ্যাং সিদ্ধহস্ত। ১৯৯৭ সালে বাদশা ও ১৯৯৮ সালে সাদিক খুনের অভিযোগে সোনা গ্রেপ্তারও হয়েছিল।

তিলজলায় বান্টি খুনের ঘটনায় ২০০১ সালের ডিসেম্বরে গব্বর গ্রেফতার হয়। তার আগেই সোনা তিলজলার চুন্নু মিঞার গ্যাংয়ে যোগ দেয়।

দলবিরোধী কাজের জন্য বরখাস্ত অভিজিৎ দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন মিটতেই দলবিরোধী কাজ করার অভিযোগে বরখাস্ত করা হল বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাসকে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে তাঁকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী করা হয়েছিল। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে রেকর্ড মার্জিন ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৯৩০ ভোটে পরাজিত হন ববি ওরফে অভিজিৎ।

নির্বাচন মেটার পরই তাঁকে রাজ্য বিজেপির শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির তরফে বহিষ্কার করা হয়েছে বলেই বিজেপি সূত্রে খবর। তবে এই প্রসঙ্গে অভিজিৎ দাসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি অবশ্য গোটা বিষয়টিই অস্বীকার করেন। একইসঙ্গে তিনি জানান, 'আমি কোনও চিঠি পাইনি। এই চিঠি তো ফেকও হতে পারে, কে লিক করল?' তবে এ প্রসঙ্গে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'দলীয় শৃঙ্খলা না মানার জন্য ওনাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্ত করতে রাজ্যে এসেছে কেন্দ্রীয় দল। তাঁদের সামনেই বিজেপির একাংশের কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখায়। অভিযোগ, এই বিক্ষোভের সময়ে অভিজিৎ দাস থাকলেও, তিনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন। তাই দল বিরোধী কাজের জন্য তাঁকে 'সাময়িকভাবে' বরখাস্ত করা হয়েছে তাঁকে। পাশাপাশি রাজ্যে নেতৃত্বের পক্ষ থেকে তাঁকে চিঠি দিয়ে শোকজও করা হয়েছে বলে খবর। আগামী সাত দিনের মধ্যে শোকজের উত্তর দিতে বলা হয়েছে। রাজ্যের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে ইতিমধ্যেই শোকজের চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে অভিজিৎ অবশ্য জানাচ্ছেন, তিনি কোনও ইন্ধন দেননি। সেদিন তিনি ছিলেনও না। সঙ্গে এও জানান, 'এই চিঠি কীভাবে সামনে এল, দলের কাছে জানতে চাইব। আমি তো রিক্সাওয়ালা ভ্যানওয়ালা নয়, যে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেবে, আমি দীর্ঘদিনের কার্যকর্তা। চিঠি পেলে যা বলার বলব।' সরাসরি না বললেও ঠারেঠোরে অভিজিতের অভিযোগ, দলেরই একাংশ চিঠি 'লিক' করেছে। তাঁদেরই বিরুদ্ধে নজর ঘোরানোর চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন অভিজিৎ দাস।

ব্যারাকপুরে খুদে মৃত্যুতে প্রশিক্ষকের 'গাফিলতি'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর নোনা চন্দন পুকুর এথলেটিক ক্লাবের সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে খুদে সাঁতারুর মৃত্যুতে এবার নয়া মোড়। মৃত ৮ বছরের প্রতীক বিশ্বাসের বাড়ি ব্যারাকপুর সুকান্ত সরণিতে। দু'বছর ধরে ওই সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল প্রতীক। প্রশিক্ষকের গাফিলতিতে প্রতীকের মৃত্যুর অভিযোগ তুলে ব্যারাকপুর-বারাসাত রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় অভিভাবকরা। অভিযুক্ত প্রশিক্ষকের শাস্তির দাবি তোলা হয় বিক্ষোভ থেকে। টিটাগড় থানার পুলিশ পৌঁছে অভিভাবকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতির সামাল দেয়। এবার বুধবার ছেলের মৃত্যুর কারণ হিসেবে সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষককেই দায়ী করলেন প্রতীকের মা লতা বিশ্বাস। তাঁর বক্তব্য, ওঁর কোনও রোগ-ব্যাধি ছিল না। কিন্তু প্রশিক্ষকদের নজরদারির অভাব ছিল। যখন প্রশিক্ষককে বলেছিলাম প্রতীক ওঠেনি। জলে একটু দেখুন। তখন প্রশিক্ষক বলেছিলেন, প্রতীক জল থেকে উঠে গেছে। প্রতীক বাড়ি চলে গেছে। লতা দেবীর দাবি, বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষক জলে খুঁজলে ছেলেটা হয়তো বেঁচে যেত। ওই এথলেটিক ক্লাবের সভাপতি তথা পুরপ্রধান উত্তম দাস বলেন, 'ছেলেটি দু'বছর ধরে এখানে সাঁতার শিখছিল। এদিন নির্দিষ্ট সময়ের পর ছেলেটি উঠে যায়। তারপর সে শাওয়ারে স্নান করে ফের পুলের পাশে পুকুরে নেমেছিল। যাই হোক খুব দুঃখজনক ঘটনা। আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে অভিভাবকদের ডেকে আলোচনার মাধ্যমে পরামর্শ নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' পুরপ্রধান আরও বলেন, 'পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখছে। আর ময়নাতদন্তের রিপোর্টেই ছেলেটির মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।' পুরপ্রধানের আক্ষেপ, এখন যাঁরা অভিযোগ করছেন। তাঁরা আগে অভিযোগ জানালে হয়তো এই ধরনের ঘটনা ঘটতো না।

মৃত খুদে প্রতীক বিশ্বাস

পাটুলিতে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের প্রকাশ্যে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ঘটনাস্থল এবার পাটুলির ১১০ নম্বর ওয়ার্ড। মারধর করে কান ফাটিয়ে দেওয়া হল তৃণমূল কাউন্সিলর স্বরাজ মণ্ডলের। মঙ্গলবার রাতে প্রকাশ্য রাস্তায় মারধরের জেরে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়তে দেখা যায় ওই কাউন্সিলরকে। হাসপাতাল প্রাথমিক চিকিৎসার করানোর পর সোজা যান পাটুলি থানায়।

আক্রান্ত তৃণমূল কাউন্সিলর স্বরাজ মণ্ডল

প্রসঙ্গত, ভোটের দু'দিন আগেও স্বরাজ মণ্ডলকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। সেই সময় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের হস্তক্ষেপে বিষয়টি সমাধান হলেও ফের মঙ্গলবার তাঁর উপর চড়াও হওয়ার ঘটনা ঘটে। রাস্তায় ফেলে মারধর হয় স্বরাজ মণ্ডলকে। জানা গিয়েছে, পাটুলির মেলার মাঠে কাউন্সিলরের কার্যালয়। সেখানে সপ্তাহে একদিন করে এলাকার তৃণমূল বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার বসেন। বাকি দিনগুলিতে কাউন্সিলর নিজে বসেন। এদিন ওই কার্যালয়ে স্বরাজবাবু বসতে গেলে সমস্যা দেখা দেয়। অভিযোগ, কয়েকজন হঠাৎ স্বরাজ মণ্ডলকে এসে বলেন, বিধায়কের চেয়ারে বসা চলবে না। তিনি উত্তর দেন, ওই কার্যালয় তাঁর। বিধায়ক যখন আসেন, তখন তিনি চেয়ার ছেড়ে দেন। বাকি দিনগুলিতে তিনিই বসেন। কিন্তু, তারা রীতিমতো অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে বলে অভিযোগ। দু'পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। অভিযোগ এরইপরই কয়েকজন কাউন্সিলরের মুখে ঘুসি মারে। শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত করে। তখনই স্বরাজ মণ্ডলের কান ফেটে যায়। এই ঘটনায় আক্রান্ত স্বরাজবাবু জানান, 'তারকেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকজন ডেকে আমায় মেরেছে। ওদের দাবি এটা বিধায়কের চেয়ার। আমাকে আমার কার্যালয়েই মেরেছে।'

তবে এই ঘটনায় ১১ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেন, 'বোরো চেয়ারম্যান হিসাবে ওর কিছু বেআইনি বিল্ডিংয়ে পয়সা খাওয়া আমি আটকে দিয়েছি। বহুদিন ধরে আমার এবং মলয়দার নামে ও নানা রকম কটূক্তি করেছে।' পাল্টা স্বরাজ মণ্ডল বলেন, 'এই সকল অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে থাকলে প্রমাণ করুক। যদিও অপরাধী হই যা শাস্তি হওয়ার হবে। আমি পেশায় শিক্ষক। আমায় রাজনীতি করে ভাতের চাল কিনতে হয় না। আমি নিজে বাজে কাজ করি না। বাজে কাজে মদত দিই না। এদিন তৃণমূলের যে দুষ্কৃতীরা আমায় মেরেছে তাঁদের নিয়ে খোঁজ নিলেই দেখা যাবে অপকর্মের সঙ্গে জড়িত।' তবে বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার বলেন, 'এটা অনভিপ্রেত। দলীয়ভাবে বিষয়টি দেখব।'

সম্পাদকীয়

আইন করে রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্ষিতাকে নিয়ে মিটিং বা মিছিলে হেনস্থা করা বন্ধ হোক

রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলগুলির কাছে নারীধর্ষণ এক স্পর্শকাতর বিষয়। এই অপরাধের অভিযোগ প্রয়োগে যে কোনও শত্রুকে সহজেই ঘায়েল করা যায়। কামদুনি, সন্দেশখালি এবং রাজভবনের ঘটনাগুলি তারই দৃষ্টান্ত। বাম আমলেও এ রাজ্যে সিঙ্গুরে তাপসী মালিককে ধর্ষণ ও হত্যা করে পুড়িয়ে ফেলা থেকে শুরু করে বানতলা, ধানতলা, বিরাটি প্রভৃতি বহু জায়গায় জঘন্য নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু ওই সব ঘটনা সন্দেশখালির মতো এত প্রচারের আলোকে আসেনি। কারণ, তখন দুর্বল ছিল রাজ্যের বিরোধী দল। গণমাধ্যম এবং সমাজমাধ্যম এত সক্রিয় ছিল না। তাই এই সব ঘটনা পুলিশ-প্রশাসন চেপে যেত। বর্তমানে বিরোধী দলগুলির সক্রিয়তা, গণমাধ্যম ও সমাজমাধ্যমে চর্চা চোখে পড়ার মতো। ধর্ষিতাকে নিয়ে সকলে মিলে ঘটনার সত্যতা জানতে যে ভাবে টানাহেঁচড়া করে, তাতে ধর্ষিতাকে শুধু অমর্যাদাই করা হয় না, তাঁর পরিবারও সঙ্কটে পড়ে। মনে পড়ে একটি বাংলা ছবির দৃশ্য, যেখানে এক পিতা একটি কাগজে লিখে রেখেছিলেন, তআমার ধর্ষিতা কন্যা ভাল আছে।দ এই ধরনের বিড়ম্বনার জন্য মূলত দায়ী রাজনৈতিক দলগুলো এবং পুলিশ। পুলিশ কি পারে না নিগৃহীতার অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে অভিযুক্তকে থানায় এনে, দু'জনকে মুখোমুখি বসিয়ে তাঁদের কথার সত্যাসত্য যাচাই করতে? অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগ ওঠে, পুলিশ মামলা করে দোষীকে শাস্তিদানের পরিবর্তে দু'পক্ষের মধ্যে একটা রফা করে। তাই দু'জনকেই দ্রুত আদালতে পেশ করে আলাদা আলাদা ভাবে বিচারকের কাছে জবানবন্দি নিয়ে, দ্রুত আইনি পথে মামলার সুবিচারের ব্যবস্থা করা দরকার। যাতে রাজনৈতিক দলগুলি ধর্ষিতাকে নিয়ে মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে তাঁকে হেনস্থা করতে না পারে।

আনন্দকথা

আজ ২রা এপ্রিল, রবিবার, ১৮৮২ খ্রীঃ, ২১শে চৈত্র, ১২৮৮, শুক্লা চতুর্দশী; এখন বেলা ১/২টা হইবে। কাপ্তেন ওই পাড়াতেই থাকেন; ঠাকুরের ইচ্ছা এ-বাড়িতে বিশ্রামের পর কাপ্তেনের বাড়ি হইয়া, তাঁহাকে দর্শন করিয়া 'কমলাকুটির' নামক বাড়িতে শ্রীযুক্ত কেশব সেনকে দর্শন করিতে যাইবেন। প্রাণকৃষ্ণের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন; রাম, মনোমোহন, কেদার, সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র (সুরেন্দ্রের ভ্রাতা), রাখাল, বলরাম, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তেরা উপস্থিত।
পাড়ার বাবুরা ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাও আছেন, ঠাকুর কি বলেন — শুনিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া আছেন।
ঠাকুর বলিতেছেন, ঈশ্বর ও তাঁহার ঐশ্বর্য। এই জগৎ তাঁর ঐশ্বর্য।
''কিন্তু ঐশ্বর্য দেখেই সকলে ভুলে যায়, যাঁর ঐশ্বর্য তাঁকে খোঁজে না।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

সোনাক্ষী সিনহা

১৯৫৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক মণিরত্নমের জন্মদিন।
১৯৮০ বিশিষ্ট তিরন্দাজী দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।
১৯৮৭ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহার জন্মদিন।

দুর্নীতির শিকড় ধরতে ইডি, সিবিআই

প্রদীপ মারিক

বর্তমান দিনে দুর্নীতি এতটাই লাগাম ছাড়া হয়ে উঠেছে এবং শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে তা সমাজকে কলুষিত করেছে। আমাদের এই গর্বের বাংলা বিভিন্ন দুর্নীতিতে কলুষিত। দুর্নীতি যেমন একজনের দ্বারা হয় না, আবার এক জনকে দোষারোপ করাও যায় না। দীর্ঘ বছর আগে যদি কোন দুর্নীতি ধরা পরে তাহলেই প্রথমেই প্রশ্ন আসে এত দিন দেখা হলো না কেন? এতদিন দেখেও কেন সবাই চুপ করে গেল? কেন এত বছর পর প্রকাশ্যে এলো! কেন এক জন দু জনের ওপর দোষ চাপিয়ে মুক্তি পেতে চাইছে! সকলে কি চাকরি বাঁচাতে চাইছে? না কি ধরি মাছ না ছুঁই পানি বলে নিজেদের মুক্তি পেতে চাইছে। কিন্তু সেটা তো হবে না। দোষারোপ বা এফ আই আর যে কেউ যে কোন ব্যক্তির নামে করতে পারে কিন্তু সঠিক অনুধাবন তো করতে হবে সেই ব্যক্তিই কি দুর্নীতিগ্রস্থ ? যদি কোন কারণে প্রমাণিত হয় তিনি দোষ করেন নি, তাহলে কিন্তু যে ব্যাক্তি দোষারোপ করেছেন এবং চটজলদি নিজেদের বাঁচাতে বা আনুষঙ্গিক কাউকে বাঁচাতে একজনের ওপর দোষ চাপিয়েছেন আইনের ধারায় তারা কিন্তু বাঁচতে পারবে না। অনুসন্ধানের শিকড় ধরতে হবে। আসল রাঘব বোয়াল বেঁচে যাবে, আর দোষ পড়বে চুনো পুঁটির ওপর তা তো হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন ইডি'র। ইডি অর্থাৎ এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট এর উৎপত্তি ১ লা মে ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৬ সালে তৈরি হওয়ার পর থেকে দেশের আইনব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলেছে সংস্থাটির গতিপ্রকৃতিও। ১৯৬০ সালে ইডির নিয়ন্ত্রণ চলে যায় অর্থ মন্ত্রক থেকে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের হাতে। এর পরে ২০০০ সালে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট কার্যকর হলে আরও অনেকখানি দায়িত্ব বেড়ে যায় ইডি সংস্থার। ১৯৫৭ সালে ইউনিটটির নাম পরিবর্তন করা হয়, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট হিসাবে। ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট বা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), হল একটি দেশীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা যা ভারতে অর্থনৈতিক আইন প্রয়োগ এবং অর্থনৈতিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিশ্বস্ত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা। ইডি ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বিভাগের অংশ। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মানি লন্ডারিং, বৈদেশিক মুদ্রা লঙ্ঘন, দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার তদন্ত ও বিচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল কালো টাকার উৎপাদন ও প্রচলন রোধ করা এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত আইনের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ করা। এনফোর্সমেন্ট অধিদপ্তর নয়াদিল্লিতে, পরিচালকের নেতৃত্বে রয়েছেন ভারত সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। পরিচালককে বিশেষ পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক, যুগ্ম পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং এনফোর্সমেন্ট অফিসাররা সহায়তা করেন। বিশেষ পরিচালকদের নেতৃত্বে মুম্বাই, চেন্নাই, চণ্ডীগড়, কলকাতা এবং দিল্লিতে পাঁচটি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে। অধিদপ্তরের জোনাল অফিসগুলি পুনে, বেঙ্গালুরু, চণ্ডীগড়, চেন্নাই, কোচি, দিল্লি, পানাজি, গুয়াহাটি, হায়দ্রাবাদ, জয়পুর, জলন্ধর, কলকাতা, লখনউ, মুম্বাই, পাটনা এবং শ্রীনগরে রয়েছে। এই গুলোর নেতৃত্ব দেন একজন যুগ্ম পরিচালক। ডিরেক্টরেটের ম্যাঙ্গালুরু, ভুবনেশ্বর, কোঝিকোড়, ইন্দোর, মাদুরাই, নাগপুর, এলাহাবাদ, রায়পুর, দেরাদুন, রাঁচি, সুরাট, সিমলা, বিশাখাপত্তনম এবং জম্মুতে সাব-জোনাল অফিস রয়েছে। যার নেতৃত্বে একজন ডেপুটি ডিরেক্টর। আপাতত ইডি যে চারটি আইনে কাজ করে সেগুলি হল, 'দ্য প্রিভেনশন অব মানি লনডারিং অ্যাক্ট, ২০০২', 'দ্য ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৯৯', 'দ্য ফিউজিটিভ ইকোনমিক অফেন্ডারস অ্যাক্ট, ২০১৮', এবং 'কনজারভেশন অব ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড প্রিভেনশন অব স্মাগলিং অ্যাকটিভিটিস অ্যাক্ট, ১৯৭৪'। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) যতগুলো বিচার সম্পন্ন করা হয়েছে তার মধ্যে ৯৪ শতাংশ দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, এটাই ইডির ন্যায় বিচার। কে দোষী তার বিচার হবে, কেউ যদি ভাবে একজনকে ফাঁসিয়ে বেঁচে যাবে সেটা আর হবে না। এক জন, দুই জন, তিনজন তো জেল খেটে নিয়ে যা বদনাম নেওয়ার নিয়ে নিয়েছে, কিন্তু আর সব রাঘব বোয়ালরা বাঁচবে তো ? ২১ শে আগস্ট ২০২৩ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ে, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছে যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) আধিকারিকরা পুলিশ অফিসারদের সমতুল্য নয় এবং তাই, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের (পিএমএলএ) অধীনে গ্রেপ্তার করা যাবে না। ছত্তিশগড়ের ভি সেন্থিল বালাজি এবং মদ সিন্ডিকেট রাকেটের উপস্থাপিত মামলার প্রতিক্রিয়ায় শীর্ষ আদালতের এই সিদ্ধান্ত এসেছে । আইনের শাসন মেনে চলার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে ইডি 'নিজের জন্য একটি আইন' হিসাবে কাজ করতে পারে না। এই যুগান্তকারী রায়টি ইডি-তে অর্পিত ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের সীমারেখাকে আন্ডারস্কোর করে, এটির কার্যক্রমে চেক এবং ভারসাম্য নিশ্চিত করে। ইডি-র হেফাজতে সাধারণ মানুষ হোন বা উচ্চপর্যায়ের কোনও কর্তাব্যক্তি সকলেই সমান। সমাজস্ব কোনও লকআপ বা জেল নেই, নেই ভিআইপি অভিযুক্তদের জন্য বিশেষ কোনও সেলের ব্যবস্থাও। বিশেষ ক্ষমতাবলেই একের পর এক বেআইনি অর্থসংক্রান্ত মামলায় দেশজুড়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে ইডি। এদের তদন্তে একের পর এক নাম জড়িয়েছে বিভিন্ন হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রীর। কিন্তু কখনওই তাতে তদন্ত প্রভাবিত হওয়ার কথা শোনা যায়নি। সব মিলিয়ে, কেন্দ্রীয় এই সংস্থাটিকে ভয় পান না, এমন কেউ বোধহয় এ দেশে নেই। প্রিভেনশন অব মানি লনডারিং অ্যাক্ট অনুসারে, যে কোনও বেআইনি অর্থনেতিক লেনদেন ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ, এবং সেক্ষেত্রে অভিযুক্তর সম্পত্তি আটক করার ক্ষমতা রয়েছে ইডির হাতে। সম্প্রতি ইডির ক্ষমতা নিয়ে মামলা দায়ের হলে, ইডি-র ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেই সিলমোহর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের তরফে বলা হয়েছে, যে কোনও অর্থ-সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতার, তল্লাশি এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অবাধ অনুমতি রয়েছে ইডির। ইডির দায়ের করা অভিযোগপত্রের কপিও অভিযুক্তের হাতে দিতে বাধ্য নয় তদন্তকারী সংস্থা। তবে ইচ্ছেমতো যে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না, সে-নির্দেশও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সব মিলিয়ে ইডি-র হাত আরও শক্ত হয়েছে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে। ইডি দ্বারা উদ্ধার নগদ কি হবে? তদন্ত সংস্থা অর্থ বাজেয়াপ্ত করার জন্য অনুমোদিত, কিন্তু উদ্ধারকৃত নগদ রাখতে পারে না। প্রোটোকল অনুসারে, যখন সংস্থা নগদ উদ্ধার করে, অভিযুক্তকে তহবিলের উৎস অনুসন্ধানের সুযোগ দেওয়া হয়। বিচারপতি ত্রিবেদী বলেন, PMLA এ ইডির যে কোনও ব্যক্তিকে তলব করার ক্ষমতা দিয়েছে যার উপস্থিতি আইনের অধীনে 'যেকোনো তদন্ত বা প্রক্রিয়া' চলাকালীন প্রমাণ দেওয়ার বা রেকর্ড তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল। ইডির সমন উপেক্ষা করা গুরুতর পরিণতি হতে পারে। PMLA এর ১৯ ধারার অধীনে ED-এর কাছে এমন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা রয়েছে যারা সহযোগিতা করে না বা তাদের সমন মেনে চলে না। যদি সমন পাওয়ার পর কেউ ইডি-র সামনে হাজির না হন, তাহলে ইডি তাদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করতে পারে এবং অ-সম্মতির জন্য সম্ভাব্য বিচারের মুখোমুখি হতে হয়। কেন্দ্রীয় আর এক তদন্ত কারী সংস্থা সি বি আই অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন। এই তদন্তকারী সংস্থার উৎস খুঁজে বের করে স্পেশাল পুলিশ এস্টাব্লিশমেন্ট (এসপিই), একটি কেন্দ্রীয় সরকারী পুলিশ বাহিনী, যেটি ১৯৪১ সালে ভারত সরকার ভারতের যুদ্ধ ও সরবরাহ বিভাগের সাথে লেনদেনে ঘুষ ও দুর্নীতির তদন্ত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডিএসপিই ১ লা এপ্রিল ১৯৬৩ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি রেজোলিউশনের মাধ্যমে তার জনপ্রিয় বর্তমান নাম, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন অর্জন করে। অপরাধ এবং দুর্নীতি বেড়ে যাওয়ার ফলে ১৯৮৭ সালে সিবিআইকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। দুর্নীতি দমন বিভাগ, বিশেষ অপরাধ বিভাগ, অর্থনৈতিক অপরাধ বিভাগ, নীতি ও আন্তর্জাতিক পুলিশ সহযোগিতা বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, প্রসিকিউশন বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় ফরেনসিক সায়েন্স ডিরেক্টরেট এবং ল্যাবরেটরি বিভাগ। সাধারণত, সিবিআইকে অর্পিত মামলাগুলি সংবেদনশীল এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ। সিবিআই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু মামলা অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন বোফোর্স মামলায় ইতালীয় ব্যবসায়ী ওটাভিও কোয়াত্রোচির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ করে দেয়। হাওয়ালা কেলেঙ্কারি ১৯৯১ সালে কাশ্মীরে জঙ্গিদের গ্রেপ্তারের ফলে হাওয়ালা দালালদের উপর একটি অভিযান চালানো হয়, যা জাতীয় রাজনীতিবিদদের বড় আকারের অর্থ প্রদানের প্রমাণ প্রকাশ করে। প্রিয়দর্শিনী মাট্টু হত্যা মামলার তদন্তের ভার নেয় সি বি আই। অভয়া হত্যা মামলা, এই মামলাটি ২৭শে মার্চ ১৯৯২ সালে কেরালার কোট্টায়ামের সেন্ট পিয়াস এক্স কনভেন্ট হোস্টেলে একটি জলের কূপে পাওয়া এক সন্ন্যাসিনীর মৃত্যুকে উদ্বেগ করে। সোহরাবুদ্দিন মামলা , সন্ত সিং চাটওয়াল মামলা তদন্ত করে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। ১৯৮৪ সালে ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি, ২০০৮ সালে নয়ডা ডবল মার্ডার কেস সিবিআই তদন্ত করেছিল। বর্তমানে এই বঙ্গে কয়লা পাচার, গরু পাচার, নিয়োগ দুর্নীতির, রেশন দুর্নীতির মামলা তদন্ত করছে সিবিআই। ইডি-এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আর সিবি আই -সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এর যুগলবন্দি দুর্নীতি দমনে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারী সেক্টরের উদ্যোগে অর্থনৈতিক অপরাধ এবং সরকারি তহবিলের আত্মসাতের তদন্তে কাজ করে সঠিক অনুধাবন করবে। যারা ভাবছে ঝড়ের মত রাজনীতিক কর্মী সংগঠন পাল্টে নিজেদেরকে মুক্ত করবে তারাও পার পাবে না। দীর্ঘ দিন ধরে চলা দুর্নীতিতে কত জন মাথার মাল মাথা খেয়েছে, কত জন লেজার মাল লেজা খেয়েছে সব কিছুই সামনে আসবে শুধু সময়ের অপেক্ষা। চোর একজনকে বানিয়ে পার পেয়ে যাবে ভাবছে অন্য চোরেরা। সব সামনে আনবে ইডি-সিবিআই। যারা জেল খেটে এসেছে বা খাটছে তারা এখন মিচকে হাসছে আর বুঝতে পারছে বড় চোরেরা আসবে এবার সকলের সামনে।

বিয়ে ভারগ্রস্ত সামাজিক দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ হয়ে পড়ছে

শুভজিৎ বসাক

মানুষ একটা সময়ে জীবনের পূর্ণতা পেতে নিজের পছন্দের বা দেখাশুনা করে একজন মনের মানুষের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। জীবনে নিজস্ব একজন মানুষের থাকা ভীষণ প্রয়োজন যার কাছে নিজেকে মুক্ত করা যাবে। সময় যত যাচ্ছে বিভিন্ন সমীক্ষায় এই বৈবাহিক সমীকরণটা এক জটিল পর্যায়ে এসে উপনীত হচ্ছে। যে সম্পর্ক নিজের দুনিয়া গড়ার স্বপ্ন দেখায় সেটাই একটা পর্যায়ে এসে নাভিশ্বাস তুলে দেয়। সম্প্রতি এক্সট্রা-ম্যারিটাল ডেটিং অ্যাপ 'গ্লিডেন'-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ৬০ শতাংশেরও বেশি ভারতীয় বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে রয়েছেন এবং সেটাকে সমর্থনও করছেন। ২৫ থেকে ৫০ বছর বয়সি ১৫০৩ জন ভারতীয়ের উপর এই সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। তাতে দেখা যাচ্ছে, ৪৬ শতাংশ ভারতীয় তাঁদের দাম্পত্যের বাইরে একটা জায়গা খুঁজতে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়াচ্ছেন, তার মধ্যে ৫২ শতাংশই কলকাতার! সমাজতত্ত্ববিদদের মতে, আগেও সমাজে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল, কিন্তু এত বেশি প্রকাশ্যে ছিল না। এখন মানুষের মধ্যে অপরাধবোধ, নৈতিকতা কমে যাওয়ায় বিবাহিত সঙ্গী বাদেও অন্যজনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নিতে মানুষ দ্বিধা করছে না ফলে এক্সট্রা-ম্যারিটাল রিলেশনশিপ বাড়ছে।

মনোবিদদের মতে, বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কর্মরত। সেক্ষেত্রে বিশেষ করে মহিলাদের বাইরের কাজের পাশাপাশি ঘরও সামলাতে হয়। তাতে তাদের মানসিক অবসাদ আরও বাড়ছে। এদিকে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রীর থেকে বাড়ির নিখুঁত কাজও প্রত্যাশা করেন অধিকাংশ স্বামী, আর সেখানেই সমস্যা। দাম্পত্য হয়ে উঠছে ক্রমাগত অভিযোগের বোঝা, ফলে অন্য কারও কাছে প্রাণের আরাম খুঁজে নিচ্ছেন অনেকে এমনটাই মনে করেন। এছাড়াও তাঁদের মতে, মানুষ বাস্তবে দ্মদ্রাঙ্খদ্বদ্রন্ড্রদ্রন্ড্অর্থাৎ প্রতিটি মানুষই বহুবার অন্য মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হই। তা সত্ত্বেও' বিবাহ' নামক ইনস্টিটিউশন টিকে আছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার বৈশিষ্ট্য সর্বস্ব ম্লান হয়েছে অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই দম্পতিদের মধ্যে বিবাহ মধ্যবর্তী জীবনের নানা সমস্যা দেখা যায়। সেইসময়ে মানুষ নিজের যৌবনের শেষ দৌড় দেওয়ার তাগিদ অনুভব করেন- খানিকটা কৈশোরের মতো। ফলে অন্যের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। এদিকে, ততদিনে দাম্পত্যে একঘেঁয়েমি, অতৃপ্তিগুলো প্রকট হয়ে ওঠে। সেই তাগিদ থেকে কোনও পুরুষের সঙ্গে কোনও মহিলা যখন বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়াচ্ছে, সেই পুরুষটিই হয়তো নিজের সংসারে একই রকম খুঁতখুঁতে। কিন্তু দাম্পত্যের বাইরের এই সম্পর্কে তারা দু'জনেই প্রেমী হয়ে ওঠে, ফলে অভিযোগের বদলে ভালোবাসা ভালোলাগা হিসাবে উঠে আসছে দু'জনের মধ্যে। আসলে বিয়ের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দু'জন দু'জনের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তখন প্রেম ফিঁকে হয়ে পড়ে। আগে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক মানেই ধরে নেওয়া হত যে দাম্পত্যের বাইরে অন্য কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক কিন্তু ডিজিটাল যুগে বদলেছে সেই চিন্তাধারাও। এখন লুকিয়ে অনলাইন ফ্লার্টিং ইন-থিং। 'গ্লিডেন'-এর রিপোর্ট বলছে, ৩৬ শতাংশ মহিলা এবং ৩৫ শতাংশ পুরুষ ভার্চুয়াল ফ্লার্টিংয়ে আসক্ত। ৩০-৩৫ শতাংশ আবার নিজের সঙ্গী বাদে অন্য কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সমীক্ষার এই পরিসরগুলোই বুঝিয়ে দিচ্ছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দাম্পত্যে সত্যনিষ্ঠ থাকার প্রবণতা কমছে আর একইসাথে প্রকাশ্য হচ্ছে যে নিজে ভালো থাকার জন্য মানুষ ভালোবাসা, সত্যনিষ্ঠ থাকার অর্থটাকে নিজস্ব ঢঙে বদলে নিচ্ছে। কথাটা হল, তাহলে বিয়ে কি একটি ভারগ্রস্ত সামাজিক দায়বদ্ধ প্রথায় আবদ্ধ হয়ে পড়ছে, ভালো থাকার ঠিকানা কি আর সেটা নয়? সমীক্ষা ও নানা বিশেষজ্ঞদের মতে সেই ধারণাকেই জোরালো করছে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ, অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ (এআরবি)- কলকাতা, ১৫ বন্ডেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯ যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০৭৭৬২ ইমেইল : head.arbkolkata@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ১৯.০৭.২০২৪ তারিখে মেগা ই-অকশন

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৯(১)-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রি বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ ও জামিনদারগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা জামিনযুক্ত ঋণদাতা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ -এর কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ, যার গঠনমূলক দখল নিয়েছেন কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ-এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা কিছু আছে'' এবং ''যেখানে যাই হোক'' এবং ''রিকোর্স ব্যতীত'' ভিত্তিতে কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ-এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য বিক্রি করা হবে ১৯.০৭.২০২৪ তারিখে নিম্নে বর্ণিত বিশদ মত।

গড়িয়া শাখা **ক্রম নং ১ : ১.মেসার্স আয়েশা ফার্নিচার (ঋণগ্রহীতা),** স্বত্বাধিকারী হাসানুল্লা লস্কর ও, ন'পাড়া, সোনারপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, -৭০০ ১৫০ এবং জগন্নাথপুর, শিমুলতলা, পোঃ রামকৃষ্ণ পল্লী, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১৫০, **২) শ্রীমতী সাহিদা বিবি (জামিনদার),** জগন্নাথপুর, শিমুলতলা, পোঃ রামকৃষ্ণ পল্লী, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১৫০, **৩) শ্রী শাহনওয়াজ হোসেইন লস্কর (জামিনদার),** জগন্নাথপুর, শিমুলতলা, পোঃ রামকৃষ্ণ পল্লী, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১৫০, **মোট বকেয়া: ৩১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী ৩,০৯,৯৯,৯৭৫.৩৫ টাকা (তিন কোটি নয় লাখ নিরানব্বই হাজার নয়শো পঁচাত্তর টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে তার উপর আরও সুদ,মূল্য,অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. বাস্তু জমি ও ভবন এর নামাঙ্কিত হাসানুল্লা লস্কর এবং সাহিদা বিবি পরিমাপ প্রায় ০১ কাঠা, ০৭ ছটাক, ১২ বর্গফুট সহ তিন তলা ভবন, পরিমাপ ১১৯৩ বর্গফুট অবস্থিত আংশিক আর.এস. দাগ নং ২০১৩, জে.এল. নং. ৫৫, মৌজা-রাজপুর, আর.এস খতিয়ান নং. ৬১৫, খতিয়ান নং ১৫৭১, আর.এস. নং. ১০৯, তৌজি নং. ২৫১, থানা-সোনারপুর, হোল্ডিং নং. ২৮৬, অঘোর সরণি, ওয়ার্ড নং-১৫(৯) অন্তর্গত রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা-২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পশ্চিমবঙ্গ।

সংরক্ষিত মূল্য: ৮৪,১৯,৫০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৮,৪১,৯৫০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

দফা নং ২. জমি পরিমাপ ১ কাঠা ০৬ ছটাক, ২০ বর্গফুট সহ নির্মাণ পরিমাপ ৪০০ বর্গফুট (কমবেশি) নামাঙ্কিত হাসানুল্লা লস্কর অবস্থিত মৌজা কোদালিয়া, জে.এল. নং. ৩৫, আর.এস. নং. ১৪৬, তৌজি নং. ১২০, আর. এস. দাগ নং-১৩৬, খতিয়ান নং. ৭৩০, থানা-সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

সংরক্ষিত মূল্য: ১৮,২৭,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ১,৮২,৭০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

ক্রম নং ২ : ১) মেসার্স আয়েশা স্যানিটারি প্রাইভেট লিঃ (ঋণগ্রহীতা), ২৮৬ অঘোর সরণি, বরিজ্পাড়া মোড়, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১৫০, **২) শ্রী হাসানুল্লা লস্কর (জামিনদার),** জগন্নাথপুর, শিমুলতলা, পোঃ রামকৃষ্ণ পল্লী, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১৫০, **৩) শ্রীমতী সাহিদা বিবি (জামিনদার),** জগন্নাথপুর, শিমুলতলা, পোঃ রামকৃষ্ণ পল্লী, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১৫০, **৪) শ্রী শাহনওয়াজ হোসেইন লস্কর (জামিনদার),** জগন্নাথপুর, শিমুলতলা, পোঃ রামকৃষ্ণ পল্লী, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১৫০। **মোট বকেয়া: ৩১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী ৯,৫০,৩৬,৭৭১.২৮ টাকা (নয় কোটি পঞ্চাশ লাখ ছত্রিশ হাজার সাতশো একাত্তর টাকা এবং আটাশ পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে তার উপর আরও সুদ,মূল্য,অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. জমি নামাঙ্কিত মেসার্স আয়েশা স্যানিটারি প্রাঃ লিঃ পরিমাপ প্রায় ০২ কাঠা, ০২ ছটাক সহ দোকানঘর পরিমাপ ৪০০ বর্গফুট এবং সহিত ২ তলা বাসযোগ্য ভবন পরিমাপ ৯৫০ বর্গফুট, জে.এল. নং. ৪০, আর.এস. নং ১২৬, তৌজি নং ২৫৯, আর.এস. খতিয়ান নং. ১১৩, আর.এস. দাগ নং. ৬৮১, রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি অন্তর্গত ওয়ার্ড নং-৯, গ্রাম ন'পাড়া, তালুক সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

সংরক্ষিত মূল্য: ৩,২১,০০,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৩২,১০,০০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

দফা নং ২. জমি নামাঙ্কিত মেসার্স আয়েশা স্যানিটারি প্রাঃ লিঃ পরিমাপ প্রায় ১৭ ডেসিমেল এবং সহিত ২ তলা বাসযোগ্য ভবন পরিমাপ ১৬০০ বর্গফুট, জে.এল. নং. ১৮২, তৌজি নং ২০৮, খতিয়ান নং. ১৩১৭, ১১৭১, ১১৯১, ১৮৫, ১৫১৫/১, ৫২২, ১৯১, ১৩৫৫/৩, দাগ নং. ১৮৬৬, ১৮৬৯, ১৮৭০, ১৮৭২, ১৮৭৫, ১৯০৩, ১৯০৭, ১৯০৮, ১৯০৯, ১৯১০, ১৯১১, ৬৬৮, ১০৫৪, ৬৬২, ৬৬৪, ৬৬৬ এবং ১৯১৪, মৌজা-মালাতলা, তালুক-জীবনতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

সংরক্ষিত মূল্য: ১,৩৮,০০,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ১৩,৮০,০০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

দফা নং ৩. শ্রী হাসানুল্লা লস্কর ও সাহিদা বিবি এবং সাহানাওয়াজ হোসেন লস্কর এর নামে থাকা জমি পরিমাপ ০২ কাঠা, ২৭ ছটাক, সহ দুই তলা ভবন, তৎসহ প্রথম তলে দোকান পরিমাপ ২১৭ বর্গফুট এবং বাসযোগ্য পরিমাপ ৩০০ বর্গফুট, এবং দ্বিতীয় তলে মোট পরিমাপ ৭১৭ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত জে. এল. নং ৫৫, আর. এস. নং ১০৯, তৌজি নং ২৫১, খতিয়ান নং ১৫৭৩, এবং আর. এস. দাগ নং. ২২০১, রূপ নং-কি/১, হোল্ডিং নং ৯৩, অঘোর সরণি, রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি অন্তর্গত ওয়ার্ড নং ১৬, থানা- সোনারপুর, এডিএসআর- সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

সংরক্ষিত মূল্য: ৪৬,৭০,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৪,৬৭,০০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

দফা নং ৪. শ্রী হাসানুল্লা লস্করের নামে থাকা জমি পরিমাপ ১৫ ছটাক, ২৭ বর্গফুট, তদুপরি নির্মাণ ১০০ বর্গফুট অবস্থিত জে.এল. নং ৩৫, আর. এস. নং. ১৪৬, তৌজি নং ১২০, আর.এস. খতিয়ান নং ৭৩০, এল.আর. খতিয়ান নং ২৩৯৭, আর.এস. দাগ নং ১৩৬, এল. আর দাগ নং ১৭৬, রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি অন্তর্গত ওয়ার্ড নং ৬, থানা- সোনারপুর, এডিএসআর- সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

সংরক্ষিত মূল্য: ১২,৭৫,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ১,২৭,৫০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

ক্রম নং ৩ : ১) মেসার্স আয়েশা ফুড গ্রেনস হোলসেল প্রাইভেট লিঃ (ঋণগ্রহীতা), জগন্নাথপুর, শিমুলতলা, পোঃ রামকৃষ্ণ পল্লী, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১৫০, **২) শ্রী হাসানুল্লা লস্কর (জামিনদার),** জগন্নাথপুর, শিমুলতলা, পোঃ রামকৃষ্ণ পল্লী, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১৫০, **৩) শ্রীমতী সাহিদা বিবি (জামিনদার),** জগন্নাথপুর, শিমুলতলা, পোঃ রামকৃষ্ণ পল্লী, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১৫০, **৪) শ্রী শাহনওয়াজ হোসেইন লস্কর (জামিনদার),** জগন্নাথপুর, শিমুলতলা, পোঃ রামকৃষ্ণ পল্লী, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১৫০। **মোট বকেয়া: ৩১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী ৪,৮১,৩৬,৯২৫.১৯ টাকা (চার কোটি একাশি লাখ ছত্রিশ হাজার নশো পঁচিশ টাকা এবং উনিশ পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে তার উপর আরও সুদ,মুল্য,অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. মৌজা-গরফাতে অবস্থিত কমবেশি প্রায় ১৫০০ স্কোঃ ফুঃ পরিমাপিত সেখানে থাকা একতলা ভবন সহ কমবেশি প্রায় ৭ কাঠা পরিমাপিত বাণিজ্যিক বাস্তু ভূমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা দাগ নং ৪৬১-র অন্তর্গত, খতিয়ান নং ২৯১, থানা-সদর টালিগঞ্জ, যাদবপুর, পরবর্তী সময়ে পূর্ব যাদবপুর এবং বর্তমানে সার্ভে পাক। যার মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং. ৩৭, ফ্রেন্ডস রো, পোস্টাল প্রেমিসেস নং ২৩, ফ্রেন্ডস রো, কলকাতা-৭০০ ০৭৫-এর অনুরূপ, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকাধীন, ওয়ার্ড নং. ১০৪, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, যা রয়েছে মেসার্স আয়েশা ফুড গ্রেনস্ হোলসেল প্রাঃ লিঃ-র নামে।

সংরক্ষিত মূল্য: ১,৫৪,৫৩,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ১৫,৪৫,৩০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

দফা নং ২. প্রতি তলায় ৪৬৬ স্কোঃ ফুঃ পরিমাপিত দোতলা ভবন সহ কমবেশি ২ কাঠা ৩ ছটাক পরিমাপিত বসবাসের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা অবস্থিত জে.এল. নং. ৫১, আর.এস.নং. ৪৪, তৌজি নং. ২৭১, সিএস খতিয়ান নং ১৭০, খণ্ড আর এস খতিয়ান নং. ৪৪৬, এল.আর খতিয়ান নং. ১২৭১, ১২৭২, আর.এস. দাগ নং. ৪২৯, এল.আর. দাগ নং. ৪৭১, যার হোল্ডিং নং. ২৩৮১, জগন্নাথপুর, রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ৮-এর এলাকাধীন, থানা: সোনারপুর, এডিএসআর সোনারপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, যা রয়েছে মেসার্স আয়েশা ফুড গ্রেনস হোলসেল প্রাঃ লিঃ'র নামে।

সংরক্ষিত মূল্য: ৩৭,০৫,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৩,৭০,৫০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

দফা নং ৩. শ্রী হাসান উল্লা লস্করের নামে থাকা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জেলা-উত্তর ২৪ পরগনার তালুকা-বারাসাত, গ্রাম-চন্দনহাটি, বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটিতে দাগ নং ৩৪, খতিয়ান নং. ১৩০, তৌজি নং ১৪৬, আর.এস. নং. ১৫৮ এবং জে.এল. নং ১০৪-এ থাকা ৩০০০ স্কোঃ ফুঃ পরিমাপিত ভবন সহ প্রায় ৫ কাঠা বা ৮$^{1}/_{4}$ ডেসিমেল পরিমাপিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

সংরক্ষিত মূল্য: ৬৮,১০,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৬,৮১,০০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

দফা নং ৪. শ্রী হাসান উল্লা লস্করের নামে থাকা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে, থানা-কসবা, মৌজা-যাদবপুর, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ১০৪-এ প্রেমিসেস নং ১২, বিবেকানন্দ রোড, আর.এস. দাগ নং ৫৪৬/৯২৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৪, তৌজি নং ৫৬, আর.এস. নং. ৩৩, জে.এল. নং. ৩৫ তে থাকা প্রায় ৫১১.৬৭ স্কোঃ ফুঃ পরিমাপিত দোকানঘরের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

সংরক্ষিত মূল্য: ৬০,৮০,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৬,০৮,০০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

দফা নং ৫. শ্রীমতী সাহিদা বিবির নামে থাকা পশ্চিমবঙ্গের, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তালুক-সোনারপুর, মৌজা-কোদালিয়া, হোল্ডিং নং ৬, রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড নং. ২, আর.এস. দাগ নং ১৩৬, আর.এস খতিয়ান নং ৭৩০, তৌজি নং ১২০, আর.এস. নং. ১৪৬, জে.এল. নং ৩৫-এ ৭৯৯ স্কোঃ ফুঃ পরিমাপিত গুদাম সহ প্রায় ২ কাঠা পরিমাপিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

সংরক্ষিত মূল্য: ৫৩,২৬,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৫,৩২,৬০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

দফা নং ৬. শ্রী হাসান উল্লা লস্করের নামে থাকা, পশ্চিমবঙ্গের, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তালুকা সোনারপুর, মৌজা-জগন্নাথপুর, রামপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং. ৭, হালকা দাগ নং. ৪৭১, সাবেক এবং হাল দাগ নং. ৪২৯ ও ৪৩১, হালকা খতিয়ান নং. ২২০ ও ৮৩৬, হাল খণ্ড খতিয়ান নং. ৪৪৬, সাবেক খতিয়ান নং. ১৭০, তৌজি নং. ২৭১, জে.এল. নং. ৫১-তে প্রায় ২ কাঠা, ১৩ ছটাক, ৩৩ স্কোঃ ফুঃ পরিমাপিত জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

সংরক্ষিত মূল্য: ৯৪,৫০,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৯,৪৫,০০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

দফা নং ৭. শ্রীমতী সাহিদা বিবির নামে থাকা পশ্চিমবঙ্গের, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তালুকা-সোনারপুর, মৌজা-জগন্নাথপুর, রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি, হোল্ডিং নং. ২৭৯১, ওয়ার্ড নং ৮ এল.আর. দাগ নং ৪৭১, আর.এস. দাগ নং. ৪২৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১১০৪, আর.এস. খতিয়ান নং. ৪৪৬, সি.এস খতিয়ান নং ১৭০ তৌজি নং. ২৭১, আর.এস. নং ৪৪, জে.এল. নং ৫১-তে ১০০ স্কোঃ ফুঃ পরিমাপিত পরিকাঠামো সহ প্রায় ২ কাঠা ৪ ছটাক, ৫ স্কোঃ ফুঃ পরিমাপিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

সংরক্ষিত মূল্য: ২৭,৫০,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ২,৭৫,০০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

দফা নং ৮. শ্রী হাসান উল্লা লস্করের নামে থাকা জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনার এডিএসআর সোনারপুর, রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ৭-এর এলাকাধীন, এল.আর. খতিয়ান নং. ২১৬ এবং ১৮৯, আর.এস. খতিয়ান নং ১৯, এল.আর. দাগ নং ৪৭৩, আর.এস. দাগ নং ৪৩৩, তৌজি নং. ২৭২, আর.এস. নং ৪৪, জে.এল. নং ৫১ মৌজা-মদনমোল্লাতে রয়েছে এবং অবস্থিত, সেখানকার পরিকাঠামো সহ কমবেশি ১ কাঠা ১৩ ছটাক পরিমাপিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

সংরক্ষিত মূল্য: ২১,৪০,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ২,১৪,০০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

বাঙ্গুর এভিনিউ শাখা **ক্র.নং ৪: ১) মেসার্স আর কে এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা),** স্বত্বাধিকারী: **শ্রীমতী রেখা কর্মকার, ২) শ্রী বিষ্ণু কর্মকার (জামিনদার), ৩) শ্রী শম্ভু কর্মকার (জামিনদার),** সকলের ঠিকানা- সাহারপুর, বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- ঘোলা, পোস্ট- জুগবেড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১১০, পশ্চিমবঙ্গ, **মোট বকেয়া: ৩১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী ১,৬১,০৯,৬৯৮.১৫ টাকা (এক কোটি একষট্টি লাখ নয় হাজার ছশো আটানব্বই টাকা এবং পনের পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে তার উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

ক্র.নং ৫. ১) শ্রীমতী রেখা কর্মকার (ঋণগ্রহীতা), ২) শ্রী বিষ্ণু কর্মকার (ঋণগ্রহীতা), ৩) শ্রী শম্ভু কর্মকার (ঋণগ্রহীতা), সকলের ঠিকানা- সাহারপুর, বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- ঘোলা, পোস্ট- জুগবেড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১১০, পশ্চিমবঙ্গ, **মোট বকেয়া: ০৫.০৫.২০২৪ অনুযায়ী ৩০,২৩,৪১৭.৫০ টাকা (তিরিশ লাখ তেইশ হাজার চারশ সতের টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে তার উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. আবাসিক জমি এবং বিল্ডিং (জি+২) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির ২ কাঠা, জে এল নং ২৮, আরএস নং ১০৪, তৌজি নং ১৯৩, খতিয়ান নং ২৬৮, মৌজা তালবান্দা, দাগ নং- ৩০৫, বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ তে অবস্থিত, বিষ্ণু কর্মকার এবং শম্ভু কর্মকারের নামে আছে।

সংরক্ষিত মূল্য: ৩৫,৪৬,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৩,৫৪,৬০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

ক্র.নং ৬. ১) মেসার্স রিয়া নিটস (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী রজনী দাস, শহীদ ননী সাহা সরণি, মাঝেরহাটি নিমতা, কলকাতা-৭০০০৪৯ **এবং** ২, মহাজাতি নগর, উত্তর দমদম, কলকাতা-৭০০০৫১, **২) শ্রী স্বপন কুমার দাস (জামিনদার),** (শ্রীমতী রজনী দাসের স্বামী), ২, মহাজাতি নগর, উত্তর দমদম, কলকাতা-৭০০০৫১। **মোট বকেয়া: ৩১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী ৪৮,৩৫,২২৪.০১ টাকা (আটচল্লিশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো চব্বিশ টাকা এবং এক পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে তার উপর আরও সুদ,মুল্য,অন্যান্য চার্জ এবং খরচ ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির পরিমাপ ২ (দুই) কাঠা ২ (দুই) ছটাক এবং ৩৭ (সাঁইত্রিশ) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি মৌজা-বিরাটি গ্রামে অবস্থিত, দাগ নং ২৩, তৌজি নং ১৭২, জে.এল. নং.৭, আর.এস. নং ১৩৯, উত্তর দমদম পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং. ১৩, পৌরসভা মূল্যায়ন রেজিস্টার অনুযায়ী হোল্ডিং নং. ১৭৩ অনুযায়ী, পূর্ববর্তী হোল্ডিং নং ৩/১, সিদ্ধেশ্বরী বাজার, মহাজাতি নগর, ব্লক-২, থানা-নিমতার এখতিয়ারের মধ্যে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কাশীপুর দমদম, জেলা-উত্তর ২৪-পরগনায়, **শ্রী স্বপন কুমার দাস এবং শ্রীমতী রজনী দাসের নামে** আছে।

সংরক্ষিত মূল্য: ৪২,৩৫,৫০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৪,২৩,৫৫০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

ক্র.নং ৭. ১) মেসার্স রাজ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী: **শ্রী শ্যামল ভৌমিক,** ৫/এস/৬ প্রসন্ন চ্যাটার্জি রোড পোস্ট ঘোলা বাজার উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১১১, পশ্চিমবঙ্গ এবং ১৩৬, পূর্বাচল, পানিহাটি পোস্ট ঘোলা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১১১ , পশ্চিমবঙ্গ -তে, ২) শ্রীমতী দেবযানী ভৌমিক (জামিনদার), ১৩৬, পূর্বাচল, পানিহাটি পোস্ট ঘোলা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১১১, পশ্চিমবঙ্গ। **মোট বকেয়া: ৩১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী ৬৮,৩৮,৭৯৬.৮০ টাকা (আটষট্টি লাখ আটত্রিশ হাজার সাতশ ছিয়ানব্বই টাকা এবং আশি পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে তার উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. বাণিজ্যিক দোকান রুম নং ২ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল , গ্রাউন্ড ফ্লোর, সুপার বিল্ড আপ এলাকা প্রায়১৩৭ বর্গফুট পরিমাপের, মৌজা- নৈনান, জেএল নং- ৮, আরএস নং ৫, আরএস দাগ নং-২০১৬, আরএস খতিয়ান নং-৭০৭, প্রেমিসেস নং ১/২, শশী ভূষণ বসাক লেন, ওয়ার্ড নং ২২, বরানগর পৌরসভা, হোল্ডিং নং ৬৪৩, থানা বরানগর, কলকাতা-৩৬, উত্তর ২৪ পরগনা-তে অবস্থিত, শ্রী শ্যামল ভৌমিকের নামে আছে

সংরক্ষিত মূল্য: ৭,৬৮,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৭৬,৮০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

দফা নং ২. আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ ৭৮৫ বর্গফুট , ''পার্থ কুঠির'', ৬৮০, সুনীত কুমার ব্যানার্জি রোড, থানা-ঘোলা, ওয়ার্ড নং ২৮, পানিহাটি পৌরসভা, মৌজা - ঘোলা, জেএল নং ১৪, আরএস নং ১০৩, তৌজি নং ১৭২, এলআর দাগ নং ৫২০, আর.এস. দাগ নং ৩৯৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৭২৪৫, ২২২৫, ৫৭৮৫, ৪৪১৬, ৬৯৭৫, ৬৯৩৪ এবং ৩৭৩০, সোদপুর উন্নয়ন প্রকল্পের ব্লক ''সি'' -এর অধীনে, জেলা - উত্তর ২৪-পারগনা, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমতী দেবযানী ভৌমিকের নামে আছে।

সংরক্ষিত মূল্য: ২৬,৭০,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ২,৬৭,০০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

ক্র.নং ৮. ১) মেসার্স অধিকারী এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী: **শ্রী অজিত অধিকারী,** গ্রাম- উত্তর জোজরা পোস্ট- রোহান্দা, থানা- মধ্যমগ্রাম জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা কলকাতা- ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ এবং ২০৫ এনএস রোড নিউ ব্যারাকপুর জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০১৩১, পশ্চিমবঙ্গ তে ২) **শ্রীমতী সীমা অধিকারী (জামিনদার),** ২০৫ এনএস রোড নিউ ব্যারাকপুর জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা কলকাতা- ৭০০১৩১, পশ্চিমবঙ্গ, **মোট বকেয়া: ৩১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী ১,০৯,৫৮,৬৫৫.১৮ টাকা (এক কোটি নয় লাখ আটান্ন হাজার ছশো পঞ্চান্ন টাকা এবং আঠার পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে তার উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. দ্বিতীয় তলায় আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ ১৯৭ বর্গফুট এবং প্রথম তলে ৪২৫ বর্গফুট পরিমাপের খোলা জায়গা দোতলা ভবনের নিচতলায়, হোল্ডিং নং ২০৫, নেতাজি সুভাষ রোড, মৌজা -মাসুন্দা, জে.এল. নং ৩৪, আর.এস. নং ৯৬, তৌজি নং ১৬৯, খতিয়ান নং ৩১৭, দাগ নং ৮১০, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -তে অবস্থিত, শ্রী অজিত অধিকারীর নামে আছে।

সংরক্ষিত মূল্য: ১৩,৯২,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ১,৩৯,২০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

দফা নং ২. তথায় থাকা ৫৩৪ বর্গফুট পরিমাপের একতলা পাকা বাণিজ্যিক কাঠামো সহ ২ (দুই) কাঠা পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা-জোজরা, জেএল নং ৫৬, আরএস নং ১৭২, আরএস এবং এলআর- দাগ নং ২২২ এল.আর. খতিয়ান নং ৪৩২ এর অধীনে এবং নিজস্ব এল.আর. খতিয়ান নং ২০৫৮, চণ্ডীগড় রোহান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- বারাসাত, এডিএসআরও- বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, শ্রীমতী সীমা অধিকারীর নামে আছে।

সংরক্ষিত মূল্য: ৭,২৬,৫০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৭২,৬৫০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

ক্র.নং ৯. ১) মেসার্স সাহা এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- তাপস কুমার সাহা, ৪১৩ (৪৯) বিধান পল্লী পাটনা স্কুল রোড, নিমতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা ৭০০০৪৯, **এবং,** ১১০, নর্থ স্টেশন রোড, আগরপাড়া, পানিহাটি, খড়দহ, কলকাতা ৭০০১০৯ পশ্চিমবঙ্গ তে। ২) **শ্রীমতী মৈত্রী সাহা (দাস) (জামিনদার)** ১১০, নর্থ স্টেশন রোড, আগরপাড়া, পানিহাটি, খড়দহ, কলকাতা-৭০০১০৯ পশ্চিমবঙ্গ, **মোট বকেয়া: ৩১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী ৪,৭৮,২৯,৭৬৬.১৮ টাকা (চার কোটি আটাত্তর লাখ উনত্রিশ হাজার সাতশ ছেষট্টি টাকা এবং আঠার পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে তার উপর ০১.০৫.২০২২ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

ক্র.নং ১০. ১) শ্রী তাপস কুমার সাহা (ঋণগ্রহীতা), ১১০, নর্থ স্টেশন রোড, আগরপাড়া, পানিহাটি, খড়দহ, কলকাতা - ৭০০১০৯ পশ্চিমবঙ্গ **২) শ্রীমতী মৈত্রী সাহা (দাস) (জামিনদার)** ১১০, নর্থ স্টেশন রোড, আগরপাড়া, পানিহাটি, খড়দহ, কলকাতা ৭০০১০৯, পশ্চিমবঙ্গ, **মোট বকেয়া: ২২.০৫.২০২৪ অনুযায়ী ৮৮,৪৮,৮৯৩.৯৫ টাকা (অষ্টআশি লাখ আটচল্লিশ হাজার আটশ তিরানব্বই টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে তার উপর ০১.০৫.২০২২ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. বাণিজ্যিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্দ্য অংশের সকল হোল্ডিং নং ৪১৩ (৪৯), জেএল নং -১, আরএস নং-১০৬, তৌজি নং ১৭২, আরএস খতিয়ান নং- ২২৬, আরএস দাগ নং- ২২৮/২২৬, পাটনা রোড, নিমতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০০৪৯ তে শ্রী তাপস কুমার সাহা এবং শ্রীমতী মৈত্রী সাহা (দাস) এর নামে আছে ।

সংরক্ষিত মূল্য: ৫৪,৪১,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৩,৮৭,১০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

দফা নং -২. ২ কাঠা ৫ ছটাক পরিমাপের জমি ও তার উপর থাকা বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১২, আরএস নং ২৭, তৌজি নং ১৭৮, সি.এস খতিয়ান নং ১, আর.এস. খতিয়ান নং ৬৬২, আর.এস. দাগ নং ৫৯১, হোল্ডিং নং ১১০, নর্থ স্টেশন রোড, পানিহাটি পৌরসভার ওয়ার্ড নং ৮, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা ৭০০১০৯ পশ্চিমবঙ্গ তে, শ্রী তাপস কুমার সাহা এবং শ্রীমতী মৈত্রী সাহার নামে আছে।

সংরক্ষিত মূল্য: ৩৮,৭৯,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৩,৮৭,০০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

ক্রম নং ১১ : ১) মেসার্স এ ওয়ান সাহা এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), মালিক: **শ্রীমতী বেবি সাহা,** বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, সহরপুর, পোঃ- যুগবেরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১০, **২) শ্রী বিজন সাহা (জামিনদার),** বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, সহরপুর, পোঃ- যুগবেরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১০। **মোট বকেয়া: ৩১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী ৪,১২,১৫,৬৯৫.৮৮ (চার কোটি বারো লাখ পনের হাজার ছশো পঁচানব্বই টাকা এবং অষ্টআশি পয়সা মাত্র)** তৎসহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, মূল্য ও অন্যান্য চার্জ ও খরচা।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. ৪ কাঠা পরিমাপিত জমির উপর জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জে.এল নং ২৮, আর.এস নং ১০৪, তৌজি নং ১৭১ এবং ১৯৩, আর.এস খতিয়ান নং ৩৩৮ এবং ২৪৪, এল.আর খতিয়ান নং ৭২, ১৮০ এবং ৪২১, আর.এস দাগ নং ৩০৯ ও ৩০৮, বিলকান্দা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম- তালবান্দা, তহশিল- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, যা রয়েছে শ্রী বিজন সাহার নামে।

সংরক্ষিত মূল্য: ৩৬,৫৩,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৩,৬৫,৩০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

বড়বাজার শাখা **ক্রম নং ১২ : ১) মেসার্স সাত্তিক কেমকাস্ট প্রাঃ লিঃ (ঋণগ্রহীতা),** ওঙ্কারা চেম্বারস, ২য় তল সুইট নং-৫, ৩০ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১ এবং **২) শ্রী নীরজ কুমার বনসাল (জামিনদার),** ওঙ্কারা চেম্বারস, ২য় তল সুইট নং-৫, ৩০ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১ এবং **৩) শ্রী নীরজ কাজারিয়া (জামিনদার),** উডল্যান্ড হাই, ফ্ল্যাট নং ৭ ৮/১/১ আলিপুর রোড, আলিপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৭ **মোট বকেয়া: ৩১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী ৭,৫১,৮১,০০০.১৬ টাকা (সাত কোটি একান্ন লাখ একাশি হাজার এবং ষোলো পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে তার উপর আরও সুদ,মুল্য,অন্যান্য চার্জ এবং খরচ ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. বর্ধমান জেলার অধীনে, সাব-ডিভিশন-আসানসোল, থানা- জামুরিয়া, এডিএসআর, অফিস-রানীগঞ্জ, মৌজা- বালানপুর, জে.এল. নং-৩৬, -এ অবস্থিত ভূসম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, উত্তরাধিকার ও আনুষঙ্গিক যা কিছু সকল স্বাচ্ছন্দ অধিকার সংশ্লিষ্ট সবকিছু যার আর.এস খতিয়ান নং ৩০১ (তিনশো এক) এবং এল. আর. খতিয়ান নং- ৭৭ (সাতাত্তর) ২৮৬ (দুশো ছিয়াশি) এবং ৪০৫ (চারশো পাঁচ) প্লট নং- ১/৮৯৭ (এক বাটা আটশো সাতানব্বই) আয়তন- ২.৩৩ (দুই দশমিক তিন তিন) একর এবং প্লট নং ১/৮৯৪ (এক বাটা আটশো চুরানব্বই) আয়তন- ০.৪৭ (শূন্য দশমিক চারসাত) একর এবং প্লট নং ১/৮৯৫ (এক বাটা আটশো পচাঁনব্বই) আয়তন- ০.৪০ (শূন্য দশমিক চার শূন্য) একর এবং আর এস, খতিয়ান নং- ২৯৯ (দুশো নিরানব্বই) এবং এল. আর খতিয়ান নং- ৪৩১ (চারশো একত্রিশ), ৪০৬ (চারশো ছয়) ও ১৭২ (একশো বাহাত্তর) প্লট নং-১/৮৯৮ (এক বাটা আটশো আটানব্বই) আয়তন-০.২৮৫ (শূন্য দশমিক চারশো পঁচাশি) একর। এই ডিডে উল্লিখিত মত মোট আয়তন যা এতদ্বারা বিক্রয় হল তা হল ৩.৪৮৫ (তিন দশমিক চারশো পঁচাশি) একর অথবা ১০ (দশ) বিঘা, ১০ (দশ) কাঠা, ও ১৩ (তেরো) ছটাক (কমবেশী)। এই সম্পত্তি শ্রী শংকর সোয়ান এস্টেট প্রাঃ লিঃ (নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে মেসার্স সাত্তিক কেমকাস্ট প্রাঃ লিঃ) নামে আছে।

দফা নং ২.বর্ধমান জেলার অধীনে, সাব-ডিভিশন- আসানসোল, থানা- জামরিয়া, এ.ডি.এস. আর. অফিস রানীগঞ্জ, মৌজা- বালানপুর, জে. এল. নং-৩৬, ভূসম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, উত্তরাধিকার ও আনুষাঙ্গিক যা কিছু সকল স্বাচ্ছন্দ অধিকার সংশ্লিষ্ট সব কিছু—যার আর.এস. খতিয়ান নং- ৩০১ (তিনশো এক) এল. আর. খতিয়ান নং-৫০/১ (পঞ্চাশ বাটা /এক) ১৬৭/১ (একশো সাতষট্টি বাটা/ এক) ও ২৫৭/১ (দুশো সাতান্ন বাটা/এক) যার প্লট নং- ১/৮৯৪ (এক/ আটশো চুরানব্বই বাটা) আয়তন ০.৩৩ (শূন্য দশমিক তিন তিন) একর, মোট এলাকা ০.৮০ (শূন্য দশমিক আট শূন্য) একর (যার ০.৪৭ একর ইতিপূর্বেই ক্রেতা দ্বারা ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে)। এই সম্পত্তি শ্রী শংকর সোয়ান এস্টেট প্রাঃ লিঃ (নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে মেসার্স সাত্তিক কেমকাস্ট প্রাঃ লিঃ) -এর নামে আছে।

(দফা নং ১ ও দফা নং ২ এর জন্য একসঙ্গে)

সংরক্ষিত মূল্য: ৩,৮৩,২০,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৩৮,৩২,০০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

দফা নং ৩. একতলায় ফ্ল্যাট নং ২-এর সকলকিছু, বিল্ট আপ এরিয়া ১০৩৯ বর্গফুট (মোজেক ফ্লোর) বিল্ডিং-এর মধ্যে যেখানে আছে ৩টি বেড রুম, ১টি কিচেন, ১টি ডাইনিং কাম লিভিং, ২টি টয়লেট ও ব্যালকনী একতলায় তৎসহ অবিভক্ত অবিভাজ্য আনুপাতিক ও পরিবর্তনশীল ভাগ আছে বা স্বার্থ জড়িত -ঐ জমিতে যার আনুষাঙ্গিক আয়তন-১০ কাঠা কমবেশি অবস্থিত আছে, মৌজা- ঘানী, জে. এল. নং-২৩, আর.এস নং ২৩২, তৌজি নং-১৭৮, যার আরএস দাগ নং-৩০৪৫ ও ৩০৪৬, সংশ্লিষ্ট আরএস খতিয়ান নং-৪৪৪- সংশ্লিষ্ট এল. আর খতিয়ান নং- ১৩৭০/৩ থানা- রাজারহাট নিউ টাউন, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর) জ্যাংড়া হাতিয়াড়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অধীন, পিন-৭০০১৫৯, বা অন্যাকিছু চারিদিকের সীমানা নিম্নমতো : (সম্পত্তিটি শ্রী শংকর সোয়ান এস্টেট প্রাঃ লিঃ যার পরিবর্তিত নাম সাত্তিক কেমকাস্ট প্রাঃ লিঃ -এর নাম-এ আছে)

সংরক্ষিত মূল্য: ৩৩,৬৭,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৩,৩৬,৭০০/- টাকা	**দর বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

পরিসম্পদ পরিদর্শন	**সকল কাজের দিন- ২৮/০৬/২০২৪ থেকে ১৮/০৭/২০২৪, সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ০৫:০০টা**
অনলাইনে দরপত্র ও আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময়	**তারিখ: ১৮/০৭/২০২৪** **সময়: বিকাল ০৫:০০টা**
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	ই-অকশন পোর্টাল **https://bankauctions.in** এর মাধ্যমে **১৯/০৭/২০২৪ তারিখে বেলা ১১:০০টা থেকে দুপুর ১২:০০টা পর্যন্ত** নিলাম অনুষ্ঠিত হবে প্রতিটি ১০ মিনিটের অসীমায়িত বৃদ্ধির সঙ্গে নিলাম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নাম (আরটিজিএস/এনইএফটি কর্তৃক ইএমডি)	**অ্যাকাউন্ট নং. 1101351000000973 , আইএফএসসি কোড: KVBL0001101** **অ্যাকাউন্টের নাম: BID COLLECTION A/c of SARFAESI** **ই-অকশন প্রসিডস : Name of the account**
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং :	**এআরবি কলকাতার জন্য, শ্রী সমীর ঘোষ (ফোন: ৬৩৮২৩৭৩৬৮২) head.arbkolkata@kvbmail.com** **গড়িয়া শাখার জন্য, শ্রী ধনঞ্জয় গিরি (ফোন: ৮৩৩৬৯৭২৮৫১) dhananjaygiri@kvbmail.com** **বাঙ্গুর এভিনিউ শাখার জন্য, শ্রী অরুণাভ মুখার্জি (ফোন: ৮৩৩৬৯৭২৮৫৪) arunavamukherjee@kvbmail.com** **বড়বাজার শাখার জন্য, শ্রী রমেশ প্রসাদ এস এস (ফোন: ৯০৮০৯৭৭৭৫৩) rameshprasadss@kvbmail.com**

বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য দেখুন আমাদের ব্যাঙ্কের/জামিনযুক্ত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.kvb.co.in/Property Under Auction** -তে ব্যবস্থিত লিঙ্ক এছাড়াও **https://bankauctions.in** –পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েব পোর্টাল, @০৮১৪২০০০০৬২/৬৩

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের নোটিস

ঋণগ্রহীতা/গণ ও জামিনদার/গণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে উপরিবর্ণিতমতো তাঁদের বকেয়া সেইসঙ্গে হাল সময় পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ই-অকশনের তারিখের আগে আদায় দিতে, নতুবা নির্ধারিত সম্পত্তি নিলাম/বিক্রি হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া যদি থাকে সুদ এবং খরচা-সহ উসুল করা হবে।

তারিখ : ১৯.০৬.২০২৪ **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

আহত বিজেপি নেত্রীকে দেখতে এসে বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: কিভাবে কেশিয়াড়ির বিডিওকে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তৃণমূল নেত্রী কল্পনা শিট জেলে যায় বিজেপি তার ব্যবস্থা করবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার রাতে কেশিয়াড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেত্রী তথা বিজেপি-র মণ্ডল সভানেত্রী মৌমিতা সিনহাকে তৃণমূল নেত্রী কল্পনা শিট সহ কয়েকজন মারধর করে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রহৃত বিজেপি নেত্রীকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে বিষয়টি পোস্ট করে নিন্দা প্রকাশ করেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আহত নেত্রীকে দেখতে বুধবার বিকেল নাগাদ তিনি পৌঁছে যান মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। চিকিৎসাধীন বিজেপি নেত্রী মৌমিতা সিনহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত খোঁজখবর নেন। তার আগে একাধিক ইস্যুতে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। বিজেপি নেত্রীকে মারধরের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেশিয়াড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেত্রী মৌমিতা সিনহাকে অর্থ ও স্থায়ী সমিতির সভায় ডেকে তৃণমূল নেত্রী কল্পনা শিটের নেতৃত্বে তার অনুগামীরা নিষ্ঠুর ভাবে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজন মহিলার উপরে সরকারি অফিসে যে ধরণের অত্যাচার হয়েছে, এর থেকে বোঝা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম বাংলায় প্রশাসন, দল, গুন্ডা, হার্মাদ সবকে একাকার করে দিয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এই ঘটনায় প্রথমেই কেশিয়াড়ির বিডিওর গ্রেপ্তারি চাইব, কারণ তিনি না ডাকলে মৌমিতা সিনহা ওখানে যেতেন না। ডিজিপি-কে মেলে অভিযোগ পাঠানো হয়েছে। তবে কি করলে কেশিয়াড়ির বিডিওকে শিক্ষা দেওয়া যায়, আর মূল অভিযুক্ত কল্পনা শিটকে জেলে পাঠানো যায়, তার ব্যবস্থা বিজেপির পক্ষ থেকে করা হবে। এর সঙ্গে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়েও কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, এসব জায়গায় থাকলে সুস্থ লোকও মারা যাবেন।

রাজ ভবনের সামনে তৃণমূলের ধরনা প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, প্যাঁচে পড়েছে প্রশাসন, কলকাতা হাইকোর্ট বলেছে, ১৪৪ এবং ১৪৪ ধারা ভেঙে, তার রিপোর্ট দিন। এবার বিনীত গোয়েল রিপোর্ট দিক। তারপর বাঁচাবে না রাজধর্ম পালন করবে বুঝুক এবার।

দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূলচালিত পঞ্চায়েতে তালা শাসকের একাংশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বুধবার অণ্ডাল ব্লকের খান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সদর দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেন কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য। যা নিয়ে পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে তৈরি হয় উত্তেজনা। তালা বন্ধ অবস্থায় দপ্তরের ভিতরে বেশ কিছুক্ষণ আটকে থাকেন পঞ্চায়েতের কর্মীরা। বেশ কিছুক্ষণ পর তালা খুলে দেওয়ার পর মুক্ত হন তারা।

পঞ্চায়েত সদস্য সুমিতা বাউড়ি, সত্যম নন্দীরা দাবি করেন, তাঁরাই অফিসের সদর দরজায় তালা দিয়েছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, 'এলাকায় পানীয় জল নেই। পঞ্চায়েতে খোঁজ নিলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। পঞ্চায়েত সদস্য হিসাবে সংসদের বাসিন্দাদের কাছে অপমানিত হতে হচ্ছে আমাদের। প্রধানকে সমস্যার কথা জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি। পাশাপাশি তাঁরা একগুচ্ছ দুর্নীতির কথাও তুলে ধরেন। জল সরবরাহের জন্য টেন্ডার হয়েছে কিন্তু কে টেন্ডার পেয়েছে, কী ভাবে পেল? প্রধানের কাছে জানতে চাইলে তা আমাদের জানানো হয়নি।'

প্রধান অপর্ণা বাদ্যকরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে তাঁরা দাবি করেন, প্রধান বেলা দুটোর পর পঞ্চায়েত অফিসে আসেন। ফলে সাধারণ মানুষ পরিষেবা না পেয়ে ফিরে যায়। মিটিংয়ে কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্যকে ডাকা হয় না। অনেক কিছু বিষয়ে তাঁদের এড়িয়ে চলা হয়। সেই কারণে এদিন তালা ঝোলানো হয়েছে বলে দাবি সত্যমবাবুর। এই বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান অপর্ণা বাদ্যকরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে উপপ্রধান গণেশ বাদ্যকরের দাবি, দুর্নীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন। ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণে কয়েকজন এদিন পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মিটে গিয়েছে বলে দাবি করেন গণেশবাবু।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চুঁচুড়ায়। অভিযুক্ত চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৯ জুন চুঁচুড়া মহিলা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন এক তরুণী। আকাশ ঘোষ নামে এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ। তিনি চুঁচুড়াতে একটি নার্সিংহোমে প্র্যাকটিস করেন। অভিযোগ, সেই সূত্রেই ওই চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দীর্ঘদিনের সম্পর্কে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন তারা। তরুণীর দাবি, চিকিৎসক তাঁকে বিয়ে করারও প্রতিশ্রুতি দেন। অভিযোগ, একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক হওয়ার পর যখনই বিয়ের কথা বলতেন তরুণী, তখনই চিকিৎসক এড়িয়ে যেতেন। তারপর সন্দেহ হওয়ায় খোঁজখবর করা শুরু করেন তরুণী। তিনি জানতে পারেন, ওই চিকিৎসক বিবাহিত। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি এখনও। এর মধ্যেই ওই যুবতীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে চুঁচুড়া মহিলা থানা। বুধবার তাকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে আইপিসি ৪১৭/৩৭৬ ও ৩৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

বৈঙ্ক ऑफ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট

৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১, বিধান নগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

প্রেরক :
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
সল্ট লেক শাখা
ডিডি ২, সেক্টর ১, সল্টলেক, কল: ৭০০০৬৪
প্রতি
মেসার্স অর্পণ অ্যান্ড অর্পিতা এন্টারপ্রাইজ
স্বত্বাধিকারী : লিন্টন দাস
পিতা অমল কৃষ্ণ দাস, এন/১৫, টাকি রোড উত্তর, ওয়ার্ড নং ১৭, পূর্ব কালিকাপুর, পুইপুকুর, কাজিপাড়া, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১২৪

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণসুবিধাদি/ঋণ প্রদান করা হয়েছে যার মোট পরিমাণ **৮,১২,৪৯৩.৪৭ টাকা।** আমরা বিভিন্ন ঋণসুবিধাদির বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে উল্লেখ করছি এবং বকেয়া পরিমাণ এবং নোটিশে তারিখ :-

	সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ টাকা
ক	ক্যাশ ক্রেডিট এ/সি নং ৪২৪৯৩০১১০০০০১১০	৯,০০,০০০/-	৮,১২,৪৯৩.৪৭ টাকা এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ

২. উক্ত ঋণ সুবিধা ব্যাঙ্ক কর্তৃক জামিন অধীনে নিম্নোক্ত সম্পদ/জামিন (সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত সম্পত্তি/সম্পদ ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ) প্রদত্ত : -
ক্যাশ ক্রেডিট : ৪২৪৯৩০১১০০০০১১০
বিটল নাট (সুপারি) মজুত দায়বদ্ধ

৩. আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট **নন পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ২০.১২.২০২৩** তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/পরিচালন নীতি অনুযায়ী।

৪. সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত কারণে আপনাদের নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ দায় ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ **৮,১২,৪৯৩.৪৭ টাকা (২০.১১.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া এবং সুদ)** এবং উপযুক্ত সুদ সহ মাস অন্তর যৌগিক হারে সুদ এবং সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃত, এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সমুদয় বকেয়া পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আপনাদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি, এবং ব্যয়ে এবং যাবতীয় অন্যান্য অবস্থা প্রেক্ষিতে উক্ত জামিনদত্ত সম্পদের বিনিময়ে বকেয়া আদায়ে উদ্যোগী হবে।

৫. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ, সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।

৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/ আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।

৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।

৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
স্থান : সল্ট লেক **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং**
তারিখ : ০৫.০৬.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
সিসি : (সংশ্লিষ্ট এই বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট জামিনদাতা(গণের) উদ্দেশ্যেও যারা জামিন হিসেবে তাদের সম্পদ/সম্পত্তি দায়বদ্ধ করেননি)

প্রেরক :
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
সল্ট লেক শাখা
ডিডি ২, সেক্টর ১, সল্টলেক, কল: ৭০০০৬৪
প্রতি
মেসার্স মালা ক্রিয়েশন
স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি অনিতা নাগ
৬১এন/১এ তপশিয়া রোড, ২য় তল, কলকাতা : ৭০০০৩৯

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণসুবিধাদি/ঋণ প্রদান করা হয়েছে যার মোট পরিমাণ **১৫,০০,০০০ টাকা।** আমরা বিভিন্ন ঋণসুবিধাদির বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে উল্লেখ করছি এবং বকেয়া পরিমাণ এবং নোটিশে তারিখ :-

	সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ টাকা
ক	ক্যাশ ক্রেডিট এ/সি নং ৪২৪৯৩০১১০০০০০৫২	১৫,০০,০০০/-	১৬,৩১,১০৯.৯৮ টাকা এবং সুদ

২. উক্ত ঋণ সুবিধা ব্যাঙ্ক কর্তৃক জামিন অধীনে নিম্নোক্ত সম্পদ/জামিন (সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত সম্পত্তি/সম্পদ ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ) প্রদত্ত : -
ক্যাশ ক্রেডিট : ৪২৪৯৩০১১০০০০০৫২
লেদার শিট মজুত দায়বদ্ধ

৩. আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট **নন পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে** ৩০.০৯.২০১৯ তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/পরিচালন নীতি অনুযায়ী।

৪. সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত কারণে আপনাদের নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ দায় ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ **২৬,০৮,৬৫৬.২৩ টাকা (২১.০৯.২০১৯ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া এবং সুদ)** এবং উপযুক্ত সুদ সহ মাস অন্তর যৌগিক হারে সুদ এবং সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃত, এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সমুদয় বকেয়া পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আপনাদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি, এবং ব্যয়ে এবং যাবতীয় অন্যান্য অবস্থা প্রেক্ষিতে উক্ত জামিনদত্ত সম্পদের বিনিময়ে বকেয়া আদায়ে উদ্যোগী হবে।

৫. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ,সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।

৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/ আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।

৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।

৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
স্থান : সল্ট লেক **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং**
তারিখ : ২৮.০৫.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
সিসি : (সংশ্লিষ্ট এই বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট জামিনদাতা(গণের) উদ্দেশ্যেও যারা জামিন হিসেবে তাদের সম্পদ/সম্পত্তি দায়বদ্ধ করেননি)

প্রেরক :
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
সল্ট লেক শাখা
ডিডি ২, সেক্টর ১, সল্টলেক, কল: ৭০০০৬৪
প্রতি
মেসার্স অগ্নি ফ্যাশন
স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি শ্যামলী বটব্যাল
১১৫ ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা : ৭০০০৩৪

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণসুবিধাদি/ঋণ প্রদান করা হয়েছে যার মোট পরিমাণ **২০,০০,০০০ টাকা।** আমরা বিভিন্ন ঋণসুবিধাদির বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে উল্লেখ করছি এবং বকেয়া পরিমাণ এবং নোটিশে তারিখ :-

	সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ টাকা
ক	ক্যাশ ক্রেডিট এ/সি নং ৪২৪৯৩০১১০০০০০৫৯	১৫,০০,০০০/-	১৬,৪৫,৬৯৮.৯৩ টাকা এবং সুদ
খ.	টার্ম লোন এ/সি নং ৪২৪৯৭৪৫১০০০০০১১	৫,০০,০০০/-	৪,৯৩,৯৮৮.১৬ টাকা এবং সুদ

২. উক্ত ঋণ সুবিধা ব্যাঙ্ক কর্তৃক জামিন অধীনে নিম্নোক্ত সম্পদ/জামিন (সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত সম্পত্তি/সম্পদ ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ) প্রদত্ত : -
ক্যাশ ক্রেডিট : ৪২৪৯৩০১১০০০০০৫৯
মজুত দায়বদ্ধ
টার্ম লোন : ৪২৪৯৭৪৫১০০০০০১১
মেশিনারি দায়বদ্ধ

৩. আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট **নন পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ৩১.০৭.২০১৮** তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/পরিচালন নীতি অনুযায়ী।

৪. সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত কারণে আপনাদের নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ দায় ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ **২১,৪০,৬৭৬.৮৪ টাকা (২০.০৭.২০১৮ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া এবং সুদ)** এবং উপযুক্ত সুদ সহ মাস অন্তর যৌগিক হারে সুদ এবং সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃত, এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সমুদয় বকেয়া পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আপনাদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি, এবং ব্যয়ে এবং যাবতীয় অন্যান্য অবস্থা প্রেক্ষিতে উক্ত জামিনদত্ত সম্পদের বিনিময়ে বকেয়া আদায়ে উদ্যোগী হবে।

৫. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ,সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।

৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/ আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।

৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।

৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
স্থান : সল্ট লেক **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং**
তারিখ : ২৮.০৫.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
সিসি : (সংশ্লিষ্ট এই বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট জামিনদাতা(গণের) উদ্দেশ্যেও যারা জামিন হিসেবে তাদের সম্পদ/সম্পত্তি দায়বদ্ধ করেননি)

বিরোধীদের প্রতি প্রতিহিংসা নয়, আঘাতের প্রতিরোধ, কড়া বার্তা

তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নির্বাচন পরবর্তী হিংসা রুখতে এবার দলের কর্মীদের প্রতি কড়া বার্তা দিল তৃণমূল। বিরোধীদের প্রতি কোনও প্রতিহিংসা নয়, বন্ধ করা যাবে না বিদ্যুৎ ও পানীয় জল পরিষেবাও। বাঁকুড়ার ইন্দপুরে একটি পথসভা থেকে দলের কর্মীদের এমনই কড়া বার্তা দিলেন বাঁকুড়ার নব নির্বাচিত তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। বিষয়টিকে তৃণমূলের দু'মুখো নীতি বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি।

নির্বাচন পরবর্তী সময়ে শুধু বাঁকুড়া জেলা নয়, সারা রাজেই অল্পবিস্তর নির্বাচন পরবর্তী হিংসার ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি। বিরোধীরা যে সমস্ত এলাকায় বেশি ভোট পেয়েছে, সেই সমস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ ও পানীয় জল পরিষেবা বন্ধেরও অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন জায়গায়। নির্বাচন পরবর্তী হিংসার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বিরোধী বিজেপি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে এ রাজ্যে। সেই প্রতিনিধি দলের পরিদর্শনের মাঝেই এবার নির্বাচন পরবর্তী হিংসা বন্ধে কড়া অবস্থান নিল তৃণমূল।

মঙ্গলবার বাঁকুড়ার ইন্দপুরে ভোটদাতাদের অভিনন্দন জানানোর কর্মসূচিতে হাজির হয়ে বাঁকুড়ার নবনির্বাচিত তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরূপ চক্রবর্তী দলের কর্মীদের হিংসা বন্ধের কড়া নির্দেশ দেন। অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'মানুষ বিরোধীদের পরাজিত করেছে। তারা মারা গিয়েছে। তাদের ওপর কোনও ভাবেই অত্যাচার করা চলবে না। তাদের বিদ্যুৎ ও পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ করা চলবে না। তৃণমূল প্রতিহিংসার রাজনীতি করে না।' একই সঙ্গে বিরোধীদের প্রতি তাঁর হুঁশিয়ারি, 'কেউ আমাদের কর্মীদের ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করলে, প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ হবে। হামলাকারীদের রেয়াত করা হবে না।'

পরে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'বিরোধীদের প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়েছে। অনেকেই এখন অনুশোচনা করছেন। আমাদের দলের কর্মীদের অনেকের ক্ষোভ রয়েছে। কিন্তু আমরা বলেছি কোনও রকম প্রতিহিংসা চলবে না। বাঁকুড়াতেও কোথাও কোথাও পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আমি বলেছি এই ধরনের কাজ চলবে না। তবে কেউ অন্যায় ভাবে আমাদের আঘাত হানলে পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ করা হবে।'

তৃণমূল সাংসদের এই বক্তব্যকে দু'মুখো নীতি বলে কটাক্ষ করেছে। বাঁকুড়ার প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারের দাবি, তৃণমূল চোরকে চুরি করতে বলে গৃহস্থকে সতর্ক থাকতে বলে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তবে তৃণমূলের শুভবুদ্ধির উদয় হয়ে থাকলে তা ভালো।

আরামবাগে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির দ্বন্দ্ব, শিকেয় পঠন পাঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি সহ সদস্যদের দ্বন্দ্বের কারণে স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক কাজ সহ শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা আরামবাগ ব্লকের সালেপুর সন্তোষ সাধারণ বিদ্যাপীঠের। পাশাপাশি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কিছু শিক্ষকের দ্বন্দ্বের কারণেও স্কুলের পঠন-পাঠন গত দুই বছর ধরে কার্যত শিকেয় উঠেছে বলে অভিযোগ। স্কুলে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও মিড ডে মিলের কার্যক্রম সহ একাধিক বিষয় নিয়ে মিটিং চলাকালীন পরিচালন সমিতি ও প্রধান শিক্ষকের মধ্যে বচসা থেকে রণক্ষেত্রে রূপ নেয় স্কুল প্রাঙ্গণ। পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনাস্থলে যেতে হয় আরামবাগ থানার পুলিশকে। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলে। জানা গেছে, ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন লাগার বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তোলে পরিচালন সমিতি। এই নিয়ে তারা শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জমা দেন। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখে শিক্ষা দপ্তরের ডিআইয়ের নির্দেশ মতো নাকি মঙ্গলবার পরিচালনা সমিতির সদস্য থেকে শুরু করে সাধারণ শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক জরুরি মিটিংয়ে বসে ছিলেন। অভিযোগ মিটিং চলাকালীন বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে প্রধান শিক্ষক মিটিং বানচাল করে চলে যেতে চাইছিলেন। সেই সময় মিটিংয়ে উপস্থিত পরিচালন সমিতির সদস্য কানাই কুণ্ডু নাকি প্রধান শিক্ষককে বসতে বলেন এবং আটকে দেন। পরিচলন সমিতির দাবি সেই সময়ে প্রধান শিক্ষক নাটক করে আরামবাগ থানায় খবর দেন এবং তাকে মারধর করা হয়েছে বলে মিথ্যা অভিযোগ করেন। খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিভাবকেরাও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন। তাদের অভিযোগ স্কুলের পঠন-পাঠন শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষকের একগুঁয়েমি ভাব, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বৈরাচারী মনোভাব এবং দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধান শিক্ষক হওয়ায় স্কুলের পঠন-পাঠন ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি স্কুলের সামগ্রিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে ওই প্রধান শিক্ষক। গত দুই বছর ধরে স্কুলটির ডামাডোল অবস্থা চলছে বলে অভিযোগ। এই জন্য প্রধান শিক্ষককে নানান অনিয়মের জবাব চেয়ে একাধিকবার কারণ দর্শানোর নোটিস দেয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি। কিন্তু তাতে কোনও কর্ণপাত করেনি ওই প্রধান শিক্ষক। এই বিষয়ে স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি সুমিত কান্তি কুন্ডু বলেন, স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অসহযোগিতার জন্যই সামগ্রিক উন্নয়ন থেকে শুরু করে স্কুলের বাচ্চাদের মিড ডে মিলে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। উনি কোনও হিসেব দেখান না। ডিআই এর নির্দেশে মতোই মিটিং হচ্ছিল। উনি মিটিং বানচাল করছিলেন। পরিচালন সমিতির সদস্য কানাই কুন্ডু বলেন, একজন শিক্ষক স্কুলে অনুপস্থিত থাকার সত্ত্বেও প্রধান শিক্ষক উপস্থিত দেখিয়েছিলেন। তার সঠিক উত্তর উনি দেননি। এমনকী মিড ডে মিলেও ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। তার হিসেবও উনি দেননি। এদিন উনি মিটিং চলাকালীন চলে যাচ্ছিলেন। অপরদিকে প্রধান শিক্ষক তপন লাগা বলেন, দুর্নীতির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। পরিচালন সমিতি ৫ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল। টাকা পায়নি বলে মিথ্যা অভিযোগ করছে। মিটিং চলাকালীন ঘাড় ধাক্কা দেওয়া হয়। আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দুর্গা সরকার বলেন, পরিচালন সমিতি প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগের প্রমাণ দিতে পারিনি। ডিআই অফিসে মিটিং হয়েছে। মঙ্গলবারের ঘটনা অবাঞ্ছিত। সমস্ত বিষয় শিক্ষা দপ্তরে জানানো হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের ডিআই পলাশ রায় বলেন, ওই স্কুলের বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুলিশ যাওয়া থেকে শুরু করে পরিচালন সমিতি ও প্রধান শিক্ষকের দ্বন্দ্বের ঘটনায় শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনে প্রভাব পড়ায় নিন্দা অভিভাবকদের। তাদের দাবি প্রশাসনের উচিত ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বাভাবিকভাবে চালাতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

রঘুনাথপুর শহরে প্রতারণা চক্রের ফাঁদে পড়ে টাকা খোয়ানোর অভিযোগে বিক্ষোভ, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর পুর শহরের মিশন রোডে রঘুনাথপুর পুরসভার তৃণমূলের প্রাক্তন পুর প্রধানের বাড়িতে ঠাঁই পাওয়া প্রতারণা চক্রের দ্বারা প্রতারিত হলেন রঘুনাথপুর শহরবাসীর অনেকেই। অভিযোগ, কম দামে নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র দেওয়া হবে বলে প্রতারকরা আগাম বুকিংয়ের জন্য প্রায় একমাস ধরে প্রচার করেছিল শহর এলাকায়। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এই দুর্মূল্যের বাজারে আগাম টাকা জমা করেন অনেকেই। আচমকাই বুধবার সকালে উধাও হয়ে যায় প্রতারকের দলটি। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই শোরুমের সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন পুর এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছলে পুলিশকে ঘিরেও চলে বিক্ষোভ। এরপর বুধবার দুপুরে পুরুলিয়ার-বরাকর রাজ্য সড়কে রঘুনাথপুর শহরের সিনেমা হল মোড়ে প্রায় ১ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

তাঁদের অভিযোগ, যে ভাড়া বাড়িটিতে এই শোরুম খোলা হয়েছিল সেই বাড়ির মালিকানা রয়েছে তৃণমূল নেতা তথা রঘুনাথপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান মদন বরাটের নামে। অন্যদিকে তৃণমূল পরিচালিত রঘুনাথপুর পুরসভার অনুমতি ছাড়া কী ভাবে এই রমরমা কারবার চালাল প্রতারকরা, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। রঘুনাথপুর পুরসভার বিজেপির কাউন্সিলর দীনেশ শুক্লার দাবি, রঘুনাথপুর শহরে এই ধরনের প্রতারণা চক্রের ঠাঁই পাওয়ার জন্য দায়ী পুরসভার তৃণমূলের প্রাক্তন ও বর্তমান চেয়ারম্যান। কারণ প্রতারকের দলটি যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই বাড়িটি রঘুনাথপুর পুরসভার তৃণমূলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মদন বরাটের। আর বর্তমান তৃণমূলের চেয়ারম্যান কী ভাবে তাদের শহরের বুকে অবৈধ ভাবে ব্যবসা করার জন্য ট্রেড লাইসেন্স দিলেন। এদিন রঘুনাথপুর শহরে এই ধরনের ঘটনার জন্য তৃণমূলের রঘুনাথপুর পুরসভার বর্তমান ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান দায়ী বলে জানান রঘুনাথপুর পুরসভার বিজেপির কাউন্সিলর।

অন্যদিকে রঘুনাথপুর শহর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তারকনাথ পরামাণিকের দাবি, কেবল রঘুনাথপুর পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন চেয়ারম্যানই এই ঘটনার জন্য দায়ী তা নয়। তাঁদের সঙ্গে তৃণমূল সরকারের পুলিশ প্রশাসনও এই ঘটনার জন্য দায়ী। তৃণমূল সরকারের মদতেই এই ধরনের ঘটনা ঘটল রঘুনাথপুরে।

অন্যদিকে রঘুনাথপুর শহর তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি সূর্য চক্রবর্তী বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও রং লাগানো ঠিক নয়। কারণ সাধারণ মানুষজন প্রতারকদের ফাঁদে পড়ে টাকা খুইয়েছেন। এমনকি আমার পরিবারও এই প্রচারণার ফাঁদে পড়েছে। প্রশাসনের কাছে দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানাব।'

সায়েন্স অলিম্পিয়াডে ৪১টি স্বর্ণপদক পেয়ে তাক বিবেকানন্দ মডেল স্কুলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এবার কোনও রাজ্যভিত্তিক পরীক্ষা নয়, একেবারে আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্যের শিরোনামে বিবেকানন্দ মডেল স্কুল। আন্তর্জাতিক সায়েন্স অলিম্পিয়াড পরীক্ষা ২০২৩-২৪ এ ৪১টি স্বর্ণপদক অর্জন করে নজির গড়ল বিবেকানন্দ মডেল স্কুল। বিবেকানন্দ মডেল স্কুলের ২৮ জন ছাত্রছাত্রী মোট ৪১টি স্বর্ণপদক লাভ করেছে সায়েন্স অলিম্পিয়াড ২০২৩-২৪ পরীক্ষায়। এই বছর বিবেকানন্দ মডেল স্কুলে ইন্টারন্যাশনাল জেনারেল নলেজ অলিম্পিয়াড, ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথমেটিক্স অলিম্পিয়াড, ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ অলিম্পিয়াড, ন্যাশনাল সায়েন্স অলিম্পিয়াড, ইন্টারন্যাশনাল স্যোশাল সায়েন্স অলিম্পিয়াড এই পাঁচটি বিভাগে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। প্রতিটি বিভাগেই ছাত্রছাত্রীরা গোল্ড মেডেল অফ এক্সেলেন্স লাভ করেছে। তার মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল জেনারেল নলেজ অলিম্পিয়াডে বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী সাহিদা খাতুন আন্তর্জাতিকস্তরে চতুর্থ স্থান লাভ করেছে।

আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীদের আন্তর্জাতিক স্তরের এই পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বিবেকানন্দ মডেল স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক শনিবার ফ্রি অলিম্পিয়াড কোচিং ক্লাসও শুরু করেছেন। এই বছর থেকে অন্যান্য বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাও এই কোচিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। বিবেকানন্দ মডেল স্কুলের এই ধরনের সাফল্য এবং পরবর্তীতে যাতে সাফল্য আরও বেশি পরিমাণে আসে তার জন্য ফ্রিতে কোচিং ব্যবস্থাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সমাজের সকলস্তরের মানুষজন।

ট্রেন থেকে চুরি গেল রিয়ালিটি শো খ্যাত গায়িকা রাফা ইয়াসমিনের জরুরি সামগ্রী

উদাসীন রেল পুলিশ, প্রশ্ন নিরাপত্তা নিয়ে!

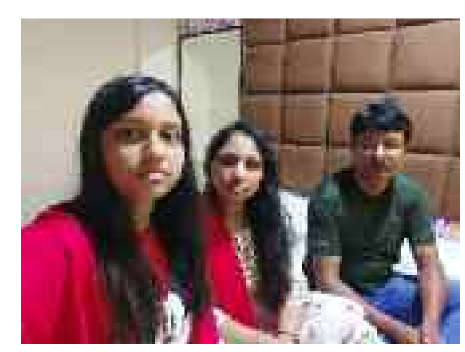

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইন্ডিয়ান আইডিয়াল খ্যাত এবং বহু চর্চিত মালদার গায়িকা রাফা ইয়াসমিন ও তাঁর পরিবারের ট্রেন যাত্রার সময় সর্বস্ব লুট করল দুষ্কৃতীরা। বুধবার ভোররাতে ডাউন রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেনের এই ঘটনার পর রেল পুলিশের কোনও সহযোগিতা পায়নি গায়িকা রাফা ইয়াসমিন এবং তার পরিবার বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে এদিন ভোরে ট্রেনে থাকাকালীন মালদার কর্তব্যরত এক পুলিশ কর্তাকে ফোন করে কলকাতার চিৎপুর স্টেশনের জিআরপির সহযোগিতা নেন গায়িকা রাফা ও তার পরিবার। ওই ট্রেনের প্রথম শ্রেণির শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় এমন চুরির ঘটনায় রীতিমতো রেল পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ডাউন রাধিকাপুর- চিৎপুরগামী এক্সপ্রেস ট্রেনে। যদিও এই ঘটনার পর কলকাতা চিৎপুর স্টেশনে নেমে সংশ্লিষ্ট এলাকার জিআরপির কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন গায়িকা রাফা ইয়াসমিনের বাবা রাজ্জাক হোসেন।

উল্লেখ্য, মালদা শহরের মীরচক এলাকার বাসিন্দা রাফা ইয়াসমিন গত কয়েক বছরের ব্যবধানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংগীত মঞ্চে প্রতিযোগিতায় একের পর এক সাফল্য অর্জন করেছে। এমনকী সোনি টিভির ইন্ডিয়ান আইডোলেও রাফা ইয়াসমিন নিজের সাফল্য তুলে ধরেছেন। এরপর দেশ-বিদেশের নাম ছড়িয়েছে মালদার এই গায়িকা রাফা ইয়াসমিনের।

রাফার বাবা রাজ্জাক হোসেন কলকাতা চিৎপুর স্টেশনের জিআরপিকে অভিযোগে জানিয়েছেন, এদিন তারা একটি অনুষ্ঠানের জন্য কলকাতায় যাচ্ছিলেন। মঙ্গলবার মালদা টাউন স্টেশন থেকে গভীর রাতে আমরা ডাউন রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠি। এ- ওয়ান শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আমাদের আসন ছিল ১৮,৩৪ এবং ৩৬ । ভোর ছয়টা নাগাদ আমি যখন বাথরুম যাই, তখনই মেয়ে আমাকে সিট থেকে ফোন করে বলে একটি ব্যাগ ও মূল্যবান কিছু জিনিস চুরি হয়েছে। সেই ব্যাগে কয়েক হাজার টাকার নগদ, মোবাইল, পরিচয় পত্র , এটিএম কার্ড সহ আরো জরুরি কিছু জিনিস ছিল। এই ঘটনার পর রেলের এমার্জেন্সি নম্বর এবং রেল পুলিশকেও ফোন করে পায়নি। তাদের কোনও সহযোগিতা মেলেনি। অবশেষে মালদার এক পুলিশকর্তা সহযোগিতা নিয়েই চিৎপুর স্টেশনের জিআরপির কাজে অভিযোগ জানায়।

রাফার মা তানিয়া হোসেন জানিয়েছেন, দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনে নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। এই ঘটনার পর আমরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। রেল পুলিশের সহযোগিতার চেষ্টা করেছি। কেউ এগিয়ে আসেনি। ট্রেনে ক্রমাগত চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনায় যাত্রী পরিষেবা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন গায়িকা রাফার পরিবার।

যদিও জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, চুরি যাওয়া মোবাইলের লোকেশন ধরেই এই ঘটনা তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ভদ্রেশ্বরে শিশু নিখোঁজের অভিযোগ, ব্যাপক চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভদ্রেশ্বর: হুগলির ভদ্রেশ্বরে নিখোঁজ শিশু ভদ্রেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে দিনভর নিখোঁজ শিশুর খোঁজে তল্লাশি। শিশু নিখোঁজের অভিযোগকে কেন্দ্রে করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির ভদ্রেশ্বরের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সাহেববাগান এলাকায়। নিখোঁজ শিশুর নাম আরাধ্যা রাম। ইতিমধ্যেই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে নিখোঁজ শিশুর পরিবার। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তল্লাশিও শুরু করেছে পুলিশ। বুধবার এলাকার ঝোপঝাড় জঙ্গলের পাশাপাশি জলাশয়েও তল্লাশি চালান হয়।

জানা গিয়েছে, শিশুটি তার বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকে। সাহেব বাগান এলাকায় শিশুটির মামার বাড়ি। বিউটিশিয়ানের কোর্স করার জন্য বাপের বাড়িতে ছিলেন শিশুটির মা মনীষা রাম। সঙ্গে শিশুটিও ছিল। মঙ্গলবার বাড়ির কাছেই ছিল শিশুটি। কিন্তু তারপর হঠাৎই আর তার কোনও খোঁজ নেই। ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন শিশুটির মা মনীষা রাম। এই বিষয়ে মনীষা রাম বলেন, 'আমার মেয়ে পাশের বাড়ির মেয়েটার সঙ্গে খেলে। ৫টা নাগাদ আমার মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল। আবার বাড়িও দিয়ে যায়। আমি মেয়েকে খাইয়ে, জামা ও জুতো পরিয়ে দিই। এরপর মেয়ে আবার পাশের বাড়ির দিকে যায়। আমি আর বেশি খেয়াল করিনি। ভেবেছি পাশের বাড়ির মেয়েটার কাছেই গিয়েছে। পরে ৮টা-সাড়ে ৮টা নাগাদ যখন জিজ্ঞাসা করলাম, তখন বলল ওখানে যায়নি। তারপর খোঁজাখুঁজি শুরু করি।'

ঘটনায় নিখোঁজ শিশুর বাবা বিকি রাম বলেন, 'শাশুড়ি ফোন করে বললেন মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা খোঁজাখুঁজি শুরু করি। পুলিশের কাছেও গিয়েছি। কেউ তুলে নিয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। পুলিশ জিজ্ঞাসা করছে কারও ওপরে সন্দেহ রয়েছে কি না। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজও দেখছে। আমি চাই আমার মেয়ে ফিরে আসুক।' এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় এক মহিলা বলেন, 'এটা মেয়েটার মামার বাড়ি। কী ভাবে কী হল, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদেরও বাড়িতে শিশু আছে। আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি। এমন ঘটনার পর রীতিমতো ভয় লাগছে। মেয়েটা ফিরে এল ভালো হয়।'

ঘটনায় ইতিমধ্যেই হুগলির ভদ্রেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ। নিখোঁজ শিশুর খোঁজে শুরু হয়েছে জোরদার তল্লাশি। বুধবার ঘটনাস্থলের আশেপাশে বিভিন্ন ঝোপঝাড় ও জলাশয়ে তল্লাশি চালানো হয়। একইসঙ্গে একটি পাতকুয়োর জল ছেঁচে সেখানেও চালানো হয় তল্লাশি। যদিও এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ শিশুর কোনওরকম খোঁজ পাওয়া যায়নি বলেই জানা যাচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, তল্লাশির সুবিধার্থে ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যও নেওয়া হবে।

জেলা সম্পদকর্মী ও প্রশিক্ষকদের শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারুইপুর: রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে শুরু হল জেলা সম্পদকর্মী ও প্রশিক্ষকদের নিয়ে ৩ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। বুধবার জেলা পঞ্চায়েত ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টারে আয়োজিত এই শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের কমিশনার বিশ্বজিৎ দত্ত, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি, সহ-সভাধিপতি শ্রীমন্ত মালি প্রমুখ। প্রশাসন সূত্রে খবর, চারটি ব্যাচে ১৬টি জেলার মোট ২২১ জনকে প্রশিক্ষিত করা হবে তিন দিনের এই শিবিরের মাধ্যমে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জনের, গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও দু'জন। ঘটনাটি ঘটে বুধবার ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের মাধবপুর সংলগ্ন এলাকায়।

এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সারারাত ধরে দশঘরা এলাকায় বিচিত্রানুষ্ঠান দেখে বুধবার ভোরে একটি চারচাকা গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলেন ৬জন। পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ক্যানেলের জলে পড়ে যায় ছোট গাড়িটি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় দুই যুবকের। আহত হন আরও দু'জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে আহত চারজনকে উদ্ধার করে জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। জামালপুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় একজনের। মৃত যুবকের নাম নুরসেলিম শেখ (২৪)। আশঙ্কাজনক অবস্থাতে তিনজনের মধ্যে দু'জনকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে, সেখানে আরও একজনের মৃত্যু হয়। মৃত ওই যুবকের নাম শেখ আব্বাস (২৬)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শেখ আলফাজ (২৩)। অন্যদিকে জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শেখ সায়ন হক নামের আহত যুবককে ছেড়ে দেওয়া হয়। সকলেরই বাড়ি জামালপুরের কেরিলি এলাকায়।

জামালপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জামালপুরের কেরিলি গ্রাম থেকে মঙ্গলবার রাত দশটা নাগাদ হুগলির দশঘড়া এলাকায় একটি চারচাকা গাড়িতে চেপে ৬জন বন্ধু মিলে একটি বিচিত্রানুষ্ঠান দেখতে যায়। ভোরবেলায় সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চারচাকা গাড়িটি রাস্তার পাশের ক্যানেলের মধ্যে পড়ে যায়। গাড়ির ভিতরে থাকা মোট ৬ জনের মধ্যে ৩ জন তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে বাকি তিনজনকে উদ্ধার করে গাড়ির ভিতর থেকে। মোট চারজনকে আহত অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ক্রেনের সাহায্যে ক্যানেল থেকে গাড়িটি উদ্ধার করে পুলিশ।

কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তোলা এজেন্সির মালিকের বিরুদ্ধে মানহানি মামলার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তোলা এজেন্সির মালিকের বিরুদ্ধে মানহানি মামলার হুঁশিয়ারি পুরপ্রধানের। বুধবার এ বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র। ওই এজেন্সি মালিক যে সময় মতো পুরসভার নিয়ম মেনে কাজ করেননি, তা তথ্যসহ এদের সাংবাদিকের কাছে তুলে ধরেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান।

উল্লেখ্য, বকেয়া বিল পেতে চেয়ারম্যানকে দশ লক্ষ টাকা কাটমানি দিতে হয়েছে বলেই অভিযোগ তুলেছিলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের এক ঠিকাদার সংস্থার মালিক। সংস্থার মালিকের অভিযোগ ছিল শ্মশানে চুল্লির কাজের ও অন্যান্য বকেয়া দীর্ঘদিন ধরেই আটকে রাখা হয়েছে পুরসভার তরফে। সেই বকেয়া পাওনা পাওয়ার জন্য পুরো প্রধানের নির্দেশেই দুই দফায় দশ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছিল। এই বিষয়ে এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। কাটমানি নেওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করার পাশাপাশি ওই ঠিকাদার সংস্থার মালিকের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করার বিষয়ে জানান চেয়ারম্যান।

এবিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র বলেন, 'যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা মিথ্যা। ওই এজেন্সি অলরেডি ডিফলডার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। এজেন্সি মালিককে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যবস্থা শুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

বিজেপি নেত্রীর বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: বিজেপি নেত্রীর বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের আতঙ্ক এলাকায়। বিজেপি নেত্রীর বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনার অভিযোগে আতঙ্ক ছড়ালো। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গোপালনগর থানার ফলেয়া এলাকায়। নেত্রীর নাম দিপালী সিকদার। এই ঘটনায় আতঙ্কিত পরিবার এবং প্রতিবেশীরা। দিপালী দেবী ও তার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন রাতে বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। তারা ঘুম থেকে উঠে দেখেন উঠোনে সুতলি পড়ে আছে আর চারিদিক ধোঁয়া ধোঁয়া। জানালার কাচ ফেঁটে গিয়েছে। তাদের বক্তব্য এলাকায় এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। কর্মস্থলে গোপালনগর থানার পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে। বিজেপি নেত্রী দিপালী সিকদার বলেন, রাতে ঘুমাচ্ছিলাম হঠাৎ করে আওয়াজ শুনতে পাই। ঘুম থেকে উঠেই দেখি ধোয়া ভর্তি তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই ভাবে ভয় দেখাচ্ছে। বিক্রম সিকদার বলেন, এই ভাবে বোমাবাজি করে আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, বোমাবাজি করার প্রয়োজন হলে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটের মধ্যেই করতে পারত। ভোট মিটে গিয়েছে এখন বোমাবাজি করে তৃণমূলের কোনো লাভ নেই, এটা বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল তাই নিজেরাই নিজেদের মতো করে বোমাবাজি করে তৃণমূলের ওপর দোষারোপ করছে।

সুপ্রিম রায়কে স্বাগতেও সংশয়ে হাওড়ার পাঁচ শতাধিক বৃহন্নলা

মনোজ চক্রবর্তী

উলুবেড়িয়া: সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ওদের (বৃহন্নলা) এক অদম্য লড়াইকে দিন কয়েক আগে সিলমোহর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সরকারি চাকরিতে ওদের জন্য এক শতাংশ সংরক্ষণের আদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যদিও সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানালেও রুটি-রুজি এবং জীবন জীবিকার প্রশ্নে এখনও সংশয়ে রয়েছেন হাওড়ার ৫ শতাধিক তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে হাওড়ার বেশ কয়েকটি পয়েন্টে পাঁচশোরও বেশি তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বসবাস করেন। কিন্তু ওদের চাকরি পাওয়ার জন্য উপযুক্ত যে শিক্ষা প্রয়োজন তা মিলবে কোথা থেকে এটাই এখন ওদের কাছে বড় প্রশ্ন। কারণ দু'-একটি ক্ষেত্র ছাড়া আজও ওরা সমাজের ট্যারা চোখের শিকার। যদিও এ বিষয়ে আইন কড়া হয়েছে। কিন্তু সামাজিক সচেতনতা না থাকলে সর্বোপরি আর পাঁচজন মানুষ এগিয়ে না এলে ওদের জীবন আঁধারেই থেকে যাবে বলে ওদের আশঙ্কা। তাই সবস্তরের মানুষকে কাছে ডেকে নেওয়ার আবেদন হাওড়ার ৫ শতাধিক তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের।

ওদের কারও পোশাকি নাম চুমকি, কেউ রুপোলি, আবার কেউ চামেলি। সকাল হলে না স্নান সেরে ঠাকুরকে স্মরণ করে ওরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। তারপর ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন এলাকায়। ওদের নির্দিষ্ট এলাকা ভাগ করা রয়েছে। কোনও এলাকার নবজাতককে নাচানো থাকলে ওদের আনন্দটা একটু বেশি হয়। বাকি সময়টুকু ওরা হাওড়ার বিভিন্ন প্রান্তে ধুলোগড়, বাগনান, উলুবেরিয়া সহ কয়েকটি এলাকায় মানুষের কাছে হাততালি দিয়ে সাহায্য চান। বয়স হলে ওদের পাওয়ার সাহায্য অনেকটাই কমে যায়। বলা ভালো অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে ওদের জীবন কাটে। অথচ জন্মের পর ওদের এমন ভাবে জীবন কাটানোর কথা ছিল না। ভাগ্যের পরিহাসে ওরা আজ সমাজের ব্রাত্য। কারণ ওরা তৃতীয় লিঙ্গের।

অনশনের হুঁশিয়ারি দিয়ে মোদিকে চিঠি অতিশীর

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন: ভয়াবহ আকার নিয়েছে দিল্লির জল সংকট। এখনও পর্যন্ত জল সমস্যার কোনও সুরাহা না হওয়ায় এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখলেন দিল্লির মন্ত্রী অতিশী। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সমস্যা সমাধানের আবেদনের পাশাপাশি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামী ২১ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালীন অনশনে বসবেন তিনি।

বুধবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গোটা ঘটনার দায় হরিয়ানার উপর চাপিয়ে অতিশী বলেন, 'বিজেপি শাসিত হরিয়ানা দিল্লিকে দিল্লির ভাগের জল দিচ্ছে না। যার জেরেই রাজধানীতে জল সংকট তীব্র আকার নিয়েছে। গতকাল হরিয়ানা ৬১৩ এমজিডির পরিবর্তে মাত্র ৫১৩ এমজিডি জল সরবরাহ করেছে। এক এমজিডি জলে ২৮ হাজার ৫০০ মানুষের জলের চাহিদা মেটে। যার অর্থ ২৮ লক্ষের বেশি মানুষের প্রাপ্য জল দেওয়া হয়নি।' একইসঙ্গে তিনি জানান, 'একে ভয়াবহ গরম। তার উপর এই ভয়াবহ জলসংকটে সাধারণ মানুষের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য একাধিকবার হরিয়ানা সরকারকে আমি চিঠি লিখেছি কিন্তু কোনও ফল হয়নি।'

এর পরই এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লেখার বিষয়টি তুলে ধরে দিল্লি মন্ত্রী বলেন, 'আমি ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছি। ওনাকে অনুরোধ করেছি যাতে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হয়। যদি ২ দিনের মধ্যে দিল্লির মানুষের জল সমস্যার সমাধান না হয়, সেক্ষেত্রে ২১ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে বসব আমি।'

৫২ ডিগ্রি গরম, হজ যাত্রায় গিয়ে মৃত্যু প্রায় ৫৫০ জন পুণ্যার্থীর

মক্কা, ১৯ জুন: মাস খানেক আগে অকাল বন্যায় ভেসে গিয়েছিল আরবের প্রবিত্র ভূমি মক্কা, মদিনা। এবার তীব্র গরমে কার্যত মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে দেশটি। প্রায় ৫২ ডিগ্রির ভয়ংকর গরমে হজ যাত্রায় গিয়ে সেখানে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৫৫০ জন পুণ্যার্থীর। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে মর্গে মৃতদেহ রাখার জায়গা হচ্ছে না। ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ।

আরবের শীর্ষ দুই রাজনৈতিক নেতা মঙ্গলবার সংবাদ সংস্থাকে জানান, মৃত ৫৫০ পুণ্যার্থীর মধ্যে বেশিরভাগই মিশরের। হজে এসে গরমের কারণে অসুস্থ হয়ে মিশরের কমপক্ষে ৩৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি পদপিষ্ট হয়েও মিশরের এক নাগরিকের মৃত্যু হয়। পাশাপাশি জর্ডনের অন্তত ৬০ জন নাগরিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এখানকার সবচেয়ে বড় মর্গ আল মুয়াইজেম। মৃতদেহের ভিড়ে তা কার্যত ভরে গিয়েছে। সময় যত গড়াচ্ছে পরিস্থিতি আরও গুরুতর আকার নিতে শুরু করেছে। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও কয়েক হাজার মানুষ। গরমের পাশাপাশি আরও একাধিক কারণে মোট মৃতের সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছে ৫৭৭-এ।

সৌদির জাতীয় আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, গত সোমবার মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদ চত্বরের তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল ৫১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ আকার নেয় যে ওইদিন ২ হাজারের বেশি তীর্থযাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, গত বছর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অন্তত ২৪০ জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল মক্কায় এসে। এবার সেটাই আরও ভয়াবহ আকার নিল। এ বছর ১৮ লক্ষ মানুষ হজ যাত্রায় অংশ নিয়েছেন, যার মধ্যে ১৬ লক্ষ ভিনদেশ থেকে আসা অতিথি।

উল্লেখ্য, মুসলিম সম্প্রদায়ের ৫ স্তম্ভের অন্যতম হল হজ। প্রতিটি মুসলিম জীবনে অন্তত একবার হজ যাত্রার যেতে আগ্রহী থাকেন। যার ফলে প্রতি বছর কোটি কোটি মানুষের ভিড় জমে প্রবিত্র শহর মক্কায়। একে গরমের দেশ আরব। তার উপর গত কয়েক বছরে এখানকার খামখেয়ালি আবহাওয়ায় চিন্তায় বিশেষজ্ঞরা। রিপোর্ট বলছে, প্রতি ১০ বছরে ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে তাপমাত্রা বাড়ছে মক্কার। এবারের পরিস্থিতি আরও খারাপ। কার্যত রেকর্ড ভাঙা গরম পড়েছে এই বছর। প্রসঙ্গত মাস কয়েক আগে, নজিরবিহীনভাবে মক্কা ও মদিনায় ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল।

HARISHPUR GRAM PANCHAYAT
PENRO, UDAYNARAYANPUR, HOWRAH

TENDER NOTICE

E-Tender (1ST Time Call) is invited by The Prodhan, Harishpur Gram Panchayat, under Udaynarayanpur Dev. Block in district Howrah from bonafied and resourceful contractors for the Eleven nos civil work.

Tender Reference Number	
1) NIT-12/HGP/15th CFC+ SBM(G)(2024-25)	2) NIT-13/HGP/15th CFC+ SBM(G)(2024-25)
3) NIT-14/HGP/15th CFC+ SBM(G)(2024-25)	4) NIT-15/HGP/15th CFC+ SBM(G)(2024-25)

Bid submission of Start date- 19/06/2024 from 2:00 p.m. & Bid submission of Last date- 25/06/2024 up to 6:00 p.m. & Bid Opening date- 28/06/2024. Intending tenderers may visit for the website, https://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/- Prodhan, Harishpur Gram Panchayat, Udaynarayanpur, Howrah

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205

Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 2 nos. different development work(s) under 15th FC Untied Fund vide **e-Tender No. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-02/2024-25, Dated: 19.06.2024.** Bid submission end date: **26/06/2024 at 06.00 PM.** Technical Bid opening date: **29/06/2024 at 01.00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 28 to 33/24-25 Dated. 19-06-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Coochbehar, Dakshin Dinajpur, Hooghly and Purulia District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **20-06-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **05-07-2024 upto 3.00 pm**

Date: 19.06.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

e-Tender Notice

Pradhan, Pantihal Gram Panchayat under Jagatballavpur Dev. Block, Howrah invites e-Tender vide **NIT No. Pant/NIT/97/2024, Pant/NIT/98/2024, Pant/NIT/99/2024, Pant/NIT/100/2024, Pant/NIT/101/2024, Pant/NIT/102/2024, Pant/NIT/103/2024, Pant/NIT/104/2024, Pant/NIT/105/2024, Dated 19/06/2024.** Last Date of Submission of Bid through online **28/06/2024 upto 11.05 AM**. For more information visit **https://www. wbtenders.gov.in**

DEBRA THANA SKS MAHAVIDYALAYA
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur. PIN- 721124
www.debracollege.ac.in

Notice Inviting Tender

Tender No- dtsksm/NIT/55/24 dated: 18-06-2024.
Tender ID - 2024_DHE_695816_1 dated: 19-06-2024

E-Tenders are invited from eligible Licensed Contractors/Firms/agencies/having successfully completed similar nature of works with adequate working experience and financial capabilities. Intending bidder may download the tender documents from the website **https://wbtenders.gov.in**

Particulars	Date & Time
Name of Work	Construction of Extension of Administrative and Computer Science Building within the Compound of Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya at Mauja Baragarh, JL no 448, Plot no 1219 in the Distriet of Paschim Medinipur
Bid Submission Start Date	19.06.2024 at 4 pm
Bid Submission End Date	01.07.2024 at- 4 pm

Sd/- (Dr. Rupa Dasgupta) Principal

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/34/24-25 Dated 18.06.2024	Construction of Concrete Road and Drain at Masterpara in Ward No.-14 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 5,62,521.00
WBMAD/ULB/RSM/35/24-25 Dated 18.06.2024	Construction of Concrete Road and Drain beside Milanpally Bye Lane 1 in Ward No. -14 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 9,19,886.00

Bid Submission end date: 28.06.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-3/2024-25 for Supply and Laying 110 mm Dia HDPE Pipes including Restoration works within Krishnanagar Municipality. The intending Bidders are requested to visit the website: https://wbtenders.gov.in for details. Tender Id 2024_MAD_696109_1

Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

Khanakul-II Dev. Block
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly

NOTICE INVITING TENDER

The BDO Kh-II PS, **NIeT No.- 29/BDO Kh-II/2024-25, Date: 14.06.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_694199_1 to 2** for AWC. Last date of bids ends on **28.06.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Dev. Officer
Khanakul-II Dev. Block

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 168/N1GP & NIT No.: WB/BWN/N1. G.P./NIT-01/2024-25, Date: 14.06.2024** for 02 (Two) nos. scheme under 15th FC (Tied) Fund. Bid Submission Start Date: **20.06.2024 from 12:30 PM.** Bid Submission Closing Date: **01.07.2024 up to 01:00 PM.** Bid Opening Date (Technical): **03.07.2024 at 02:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY

E-bids are invited by the Chairman-J.M.M for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl No.	Name of the work	NIT No.
1.	Illumination of street light with 6 mtr GI Octagonal pole with single arm and LED fixtures at different places under Jaynagar Majilpur Municipality area.	WBMAD/ULB/JOYNAGAR-MOZILPUR/02/2024-25 SL1 to 3
2.	Supply, Erection, fitting and fixing of 9 Mtr High Mast with 120W LED flood lights at different places under Jaynagar Majilpur Municipality.	
3.	Supply, Fitting and Fixing of 45W & 60W LED Street Light in existing poles at different location of JaynagarMajilpur Municipality Area.	

Tender ID: **2024_MAD_696095_1, 2024_MAD_696095_2, 2024_MAD_696095_3.** Bid submission starting date: **22/06/2024 at 09:00 AM**. Bid submission closing date: **05/07/2024 at 05:30 PM.** Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman, JoynagarMozilpur Municipality

ফর্ম জি
এনার্জি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
সিআইআরপি, রামরাজাতলা, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতে রিয়েল এস্টেল ব্যবসা পরিচালন, (২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ (১) অধীনে)

ক্রম নং	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	এনার্জি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AABCE9664Q CIN : U45400WB2007PTC115959
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	রামরাজাতলা স্টেশন রোড, এলপি-৪৮২/৭/৫, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭১১১০৪
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	রামরাজাতলা স্টেশন রোড, এলপি-৪৮২/৭/৫, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭১১১০৪
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নের জন্য ১০.১৯ একর জমির অংশ সিডি মালিকানাধীন এবং অংশীদার জেডিএ সহ
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	০
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.energyprop@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.energyprop@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৪.০৭.২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৬.০৭.২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১০.০৭.২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১২.০৭.২০২৪
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১৫.০৭.২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১২.০৮.২০২৪
১৬.	আগ্রহ প্রকাশ আহ্বান দাখিলের ইমেল আইডি	cirp.energyprop@gmail.com

মহেশ চাঁদ গুপ্তা
প্রস্তাব পেশাদার
এনার্জি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড
আরপি-র রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-19/12304
এএফএ নং AA1/12304/02/191124/106336 বৈধ ১৯.১১.২০২৪ পর্যন্ত
আরপি-র রেজিস্টার্ড ঠিকানা : এফই-২০২, সল্টলেক সিটি ২য় তল, সেক্টর III, কলকাতা - ৭০০১০৬

তারিখ : ২০ জুন ২০২৪
স্থান : কলকাতা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ই-টেন্ডার/২০২৪/২০, তারিখ ১৮.০৬.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইটেমের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারটি দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্র. নং., টেন্ডার নং, কাজের বিবরণ : (১) ই-কেজিপি-সাউথ-২২-২০২৪,** সিনি. ডিইএন (সাউথ)/কেজিপি-র অধিকারক্ষেত্রের অধীনে খড়গপুর-ভদ্রক শাখায় সেস/ব্যাঙ্ক শক্তিশালীকরণ (২য় কল)। **(২) ই-কেজিপি-সাউথ-২৩-২০২৪,** এডিইএন/বিএলএস-এর অধীনে রূপসা-রানীতাল শাখায় হলদিপাড়া, নীলগিরি রোড, বাহানাগাবাজার, মারকোনা প্ল্যাটফর্মে ডিপ টিউব ওয়েল, হ্যান্ড টিউব ওয়েলের ব্যবস্থা ও পাইপ লাইনের কাজ সহ ট্যাঙ্ক স্টেজিং এবং পাম্প হাউস নির্মাণ। **(৩) ই-কেজিপি-সাউথ-২৪-২০২৪,** এডিইএন/বিএলএস-এর অধীনে রূপসা-বাংরিপোসি শাখায় বুরামারা, জোগাল, রাজালুকা, যুগপাড়া, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, ঠাকুরতোতা প্ল্যাটফর্মে ডিপ টিউব ওয়েলের ব্যবস্থা ও পাইপ লাইনের কাজ সহ জলের ট্যাঙ্ক স্টেজিং এবং পাম্প হাউস নির্মাণ। **(৪) ই-কেজিপি-সাউথ-২৫-২০২৪,** এডিইএন/বিএলএস-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এসএসই (পি.ওয়ে)/আরওপি শাখায় ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বিবিধ পি.ওয়ে (জোনাল) ট্র্যাক কাজ। **(৫) ই-কেজিপি-সাউথ-২৬-২০২৪,** সিনি. ডিইএন (সাউথ)/কেজিপি-র অধীনে কেজিপি-বিএইচসি শাখায় ট্র্যাফিক ব্লকের অধীনে ঠিকাদারের সেল্‌ফ প্রোপেল্ড রেল সহ রোড/মোবাইল ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং প্লান্ট, টুলস, উপকরণ ও কনজ্যুমেবল ব্যবহার করে সেস/ইন-সিটু-তে ৬০ কেজি ৯০ ইউটিএস রেলের ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং। **(৬) ই-কেজিপি-ইস্ট-৩৭-২০২৪,** সিনি. ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি-র অধিকারক্ষেত্রের অধীনে কেজিপি ডিভিসনে (i) ইএমইউ কারশেড, টিকিয়াপাড়ায় একটি লেভেল ট্র্যাকের ব্যবস্থা, (ii) পিডিপিকে : কোচিং ডিপো, পদ্মপুকুরে সিক লাইন পিট ৩৭ মি থেকে ৭১ মি-তে সম্প্রসারণ, (iii) সাঁতরাগাছি স্টোরস ডিপোর (ইএলএসএস/এসআরসি ও সিডিএস/এসআরসি) পরিকাঠামো উন্নয়ন কাজ সম্পাদন। **(৭) ই-কেজিপি-ইস্ট-৩৮-২০২৪,** সিনি. ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি-র অধিকারক্ষেত্রের অধীনে খড়গপুর ডিভিসনের জন্য স্টোন/কোয়্যারি ডাস্ট সরবরাহ এবং সেগুলিকে বাকুডিহ/বারহারওয়া/পিনারগরিয়া/ তালঝড়ি/রাজগ্রাম/পাকুর ডিপোতে রেলওয়ে ওয়াগন/হপারে লোড করা। **টেন্ডার মূল্য :** ১,৮৯,২৭,০৪৫.২০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ১,৪৪,৬৮,৯৮২.৩৯ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য), ১,৮৭,৩১,৬৮১.৮৭ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য), ৪,০০,৪৮,৭৩৬.৫৭ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য), ৬৬,৩৮,৮৮২.৮৬ টাকা (ক্র.নং ৫-এর জন্য), ৩,১৫,৬১,৬৯১.৭৪ টাকা (ক্র.নং ৬-এর জন্য) ও ৩,৪৭,৯২,৭১৯.২২ টাকা (ক্র.নং ৭-এর জন্য)। **বায়নামূল্য :** ২,৪৪,৬০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ২,২২,৪০০ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য), ২,৪৩,৭০০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য), ৩,৫০,৩০০ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য), ১,৩২,৮০০ টাকা (ক্র.নং ৫-এর জন্য), ৩,০৭,৮০০ টাকা (ক্র.নং ৬-এর জন্য) ও ৩,২৪,০০০ টাকা (ক্র.নং ৭-এর জন্য)। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য : শূন্য প্রতিটির জন্য। খোলার তারিখ :** ২১.০৬.২০২৪ (ক্র.নং. ১-এর জন্য), ০৪.০৭.২০২৪ (ক্র.নং. ২, ৩, ৪ ও ৬-এর জন্য), ১০.০৭.২০২৪ (ক্র.নং. ৫-এর জন্য), ১৮.০৭.২০২৪ (ক্র.নং. ৭-এর জন্য)। **কাজ শেষের মেয়াদ:** ১২ মাস (ক্র.নং ১, ২, ৩, ৬ ও ৭-এর জন্য), ২৪ মাস (ক্র.নং ৪-এর জন্য) ও ১৮ মাস (ক্র.নং ৫-এর জন্য)। **বিডিং শুরুর তারিখ :** ০৭.০৬.২০২৪ থেকে ২১.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত (ক্র.নং. ১-এর জন্য), ২০.০৬.২০২৪ থেকে ০৪.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত (ক্র.নং. ২, ৩, ৪ ও ৬-এর জন্য), ২৬.০৬.২০২৪ থেকে ১০.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত (ক্র.নং. ৫-এর জন্য) ও ০৪.০৭.২০২৪ থেকে ১৮.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত (ক্র.নং. ৭-এর জন্য)। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/ স্পেসিফিকেশনের জন্য ইচ্ছুক টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার কোনভাবেই গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য :** সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য দরদাতারা নিয়মিতভাবে "www.ireps.gov.in" **(PR-275)**

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-2/2024-25 for Construction of Storm Water Drainage at Manamma Ashram Road Dutta Lane in Ward No-08 under Krishnanagar Municipality, and WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-1/2024-25 for Construction of Storm Water Drainage in Ward No-07 within Krishnanagar Municipality. For details Tender Id 2024_MAD_694819_1 to 2024_MAD_694819_3, 2024_MAD_695403_1 & 2024_MAD_695382_1 visit the website: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

NIT No. SFDC/MD/NIT-03(e)/2024-25 & SFDC/MD/NIT-04(e)/2024-25

SFDC Ltd. Invites 2 (two) nos. tender for the 8 (eight) nos. works i.e. "(i) Reclamation with Protection work, jetty, different buildings, road with drain & dry dock in connection with construction of fishing harbor at Namkhana; and (ii) Dry dock, jetty & 25 MT Ice Plant in connection with construction of fish landing centre at Haripur". Bid submission end date on **12/07/2024 up to 4.00 p.m.** Technical Bid opening date on **16/07/2024 at 4.00 p.m.** For details, please visit our website - **www.wbsfdcltd.com** or **https://wbtenders.gov.in.**

SHORT NOTICE
INVITING E-TENDER

1. N.I.T. No.-WBMAD/ULB/RSM/39/24-25 Dated 18.06.2024

E-Tenders are being invited for Supply and installation of 18 Mtr. High Mast with 06 Nos. of 250/200 watt LED Flood Light at Harekrishna More Ward No-23 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. a) Date of uploadation: 19.06.2024 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs.3,72,822.56 c) Documents download starting date & time: 19.06.2024 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 27.06.2024 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 29.06.2024 at 11-05 hrs f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
(ভারত সরকার অধীনস্থ)
খড়গপুর শাখা
খরিদা মেন রোড, পো. খড়গপুর, জেলা - মেদিনীপুর
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১ ৩০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, খড়গপুর শাখা** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) এবং ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশে(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ(গুলি) ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিতক করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, খড়গপুর শাখার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সির নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী আসলাম রাজা (স্বত্বাধিকারী - মেসার্স রাজা স্টোর),** পিতা প্রয়াত আফসার হুসেন, ৭৮/৭২, ওল্ড এলআইসি বিল্ডিং, ৩য়তল, ও টি রোড, ইন্দা, খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর,পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৩০৫। **জামিনদাতা : শ্রী আফসার হুসেন,** পিতা প্রয়াত মহ আবদুল আজিম,হাউস নং ৪২৩/৩০২, দেবলপুর, পো এবং থানা : খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৩০১। **আইনি উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি- প্রয়াত আফসার হুসেন,** পিতা প্রয়াত মহ আবদুল আজিম। **১) কিশ্বরজাহান,** স্বামী প্রয়াত আফসার হুসেন, হাউস নং ৪২৩/৩০২, দেবলপুর, পো এবং থানা : খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন :৭২১৩০১। **২) আসলাম রাজা,** পিতা প্রয়াত আফসার হুসেন, ৭৮/৭২, ওল্ড এলআইসি বিল্ডিং, ৩য়তল, ও টি রোড, ইন্দা, খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর,পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৩০৫। **৩) তাবুসাম আলি (বিবাহিত কন্যা) ৪) সনম রিজভি (বিবাহিত কন্যা) ৫) সাবা আলি (বিবাহিত কন্যা) ৬) সেহর আফসার (কন্যা) ৭) বেনজির আফসার (কন্যা)** **খড়গপুর শাখা**	**ক) ০৯.০৩.২০২৪** **খ) ১৫.০৬.২০২৪** **গ) ১৫,৭৮,৭৪২.০০ টাকা** (পনের লাখ আটাত্তর হাজার সাতশ বিয়াল্লিশ টাকা) ১৩.১১.২০২৩ থেকে মূল এবং সুদ সহ, এবং ১৩.১১.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ	**বন্ধকদাতাতর নাম : আফসার হুসেন,** পিতা প্রয়াত মহ আবদুল আজিম, হাউস নং ৪২৩/৩০২, দেবলপুর, পো এবং থানা : খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৩০১। **বন্ধকদাতার ঠিকানা :** আফসার হুসেন, পিতা প্রয়াত মহ আবদুল আজিম খতিয়ান নং ২৬৭, সিএস প্লট নং ১৮, আরএস প্লট নং ৮৩৮/৯৪৪, জেএল নং ১৯০,মৌজা : দেবলপুর, থানা : খড়গপুর, (টি), জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, খড়গপুর পুরসভা, হাউস নং ৪২৩/৩০২, দেবলপুর (এসবিআই ভবানীপুর শাখার বিপরীত লেনে) **সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিস্তারিত** : স্বত্ব দলিল নং ১-২৩৬৮/১৯৮৯, ১.৭৫ ডেসিমেল, ভবনের ঢাকা এরিয়া ৭৭০.৩০ বর্গফুট বাস্তু জমি অর্থাৎ ০১.৭৫ ডেসিমেল। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : চাঁদ বেগ এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : কর্মকার বাবুর সম্পত্তির পব নিকাশি, পূর্বে : মহ আবদুল আজিম এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : মিনজুদ্দিন এর সম্পত্তি।
২	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী আসলাম রাজা** পিতা প্রয়াত আফসার হুসেন, ৭৮/৭২, ওল্ড এলআইসি বিল্ডিং, ৩য়তল, ও টি রোড, ইন্দা, খড়গপুর,জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর,পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৩০৫। **জামিনদাতা : শ্রী আফসার হুসেন,** পিতা প্রয়াত মহ আবদুল আজিম, হাউস নং ৪২৩/৩০২, দেবলপুর, পো এবং থানা : খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন :৭২১৩০১। **প্রয়াত আফসার হুসেন, পিতা প্রয়াত মহ আবদুল আজিম এর আইনি উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি : -** **১) কিশ্বরজাহান,** স্বামী প্রয়াত আফসার হুসেন, হাউস নং ৪২৩/৩০২, দেবলপুর, পো এবং থানা : খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন :৭২১৩০১। **২) আসলাম রাজা,** পিতা প্রয়াত আফসার হুসেন, ৭৮/৭২, ওল্ড এলআইসি বিল্ডিং, ৩য় তল, ও টি রোড, ইন্দা, খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর,পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৩০৫। **৩) তাবুসাম আলি (বিবাহিত কন্যা) ৪) সনম রিজভি (বিবাহিত কন্যা) ৫) সাবা আলি (বিবাহিত কন্যা) ৬) সেহর আফসার (কন্যা) ৭) বেনজির আফসার (কন্যা)** **খড়গপুর শাখা**	**ক) ০৯.০৩.২০২৪** **খ) ১৫.০৬.২০২৪** **গ) ৪১,২৬,৪২৮.০০ টাকা** (একচল্লিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার চারশ আঠাশ টাকা) ১৩.১১.২০২৩ থেকে মূল এবং সুদ সহ, এবং ১৩.১১.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ	**বন্ধকদাতার নাম : আসলাম রাজা,** পিতা প্রয়াত আফসার হুসেন, ৭৮/৭২, ওল্ড এলআইসি বিল্ডিং, ৩য় তল,ও টি রোড, ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৩০৫। **বন্ধকদাতার ঠিকানা :** আসলাম রাজা, পিতা প্রয়াত আফসার হুসেন, সিএস খতিয়ান নং ৩৩, আরএস খতিয়ান নং ২৯৩, সিএস প্লট নং ৭৩, আরএস প্লট নং ১৫১১, মৌজা : পাঁচবেড়িয়া, মিলিক, বিএল এবং এলআরও সার্কেল-১, খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, খড়গপুর পুরসভা, ওয়ার্ড নং ০২, নতুন ওয়ার্ড নং ১, হোল্ডিং নং ৭৮/৭২, জেএল নং ২৩৩ (৩য়তল ভবনে)। **সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ :** স্বত্ব দলিল নং ১-৭৮৫৭/২০১২, ১.৮৭ ডেসিমেল সকলের ব্যবহারের গেট ব্যতীত, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২০৪০ বর্গফুট ৩য়তল, ঢাকা এরিয়া ১৭০০ বর্গফুট এবং অবিভক্ত এরিয়ার যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত পরিমাণ সিঁড়ি সহ ১/৩ অংশ অবিভক্ত অংশ ০৫.৬৩ ডেসিমেল বাস্তু জমি অর্থাৎ ০১.৮৭ ডেসিমেল সকলের ব্যবহারের গেট/দরজা ব্যতীত, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২০৪০ বর্গফুট সিমেন্টের মেঝে সমন্বিত ৪০ বছরের পুরানো, বসবাসের ব্যবহারের জন্য। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী সাঁতরার প্লট, দক্ষিণে : ও টি রোড, পূর্বে : মীরা ভাঞ্জা, পশ্চিমে : নির্মল বসুর ভবন।

তারিখ - ২০.০৬.২০২৪
স্থান - খড়গপুর

অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Office of The
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat
Vill+Po-Srinarayanpur, PS-Dholahat ,South 24 pgs

NOTICE INVITING TENDER

S.No	NIT NO	Tender Title	AMOUNT (Rs.
1.	1/SBM/NIT/SPGP/24	Construction of Leach Pit with Silt Chamber near PURNACHANDRAPUR C S B UP and other 7 (seven)	Rs. 261340.00
2.	2/SBM/NIT/SPGP/24	Construction of Leach Pit with Silt Chamber near PURNACHANDRAPUR MITALI CANDRA 73 and other 7 (seven)	Rs. 261340.00
3.	3/SBM/NIT/SPGP/24	Construction of Leach Pit with Silt Chamber near TARANAGAR F P and other 7 (seven)	Rs. 261340.00
4.	4/SBM/NIT/SPGP/24	Construction of Leach Pit with Silt Chamber near UTTAR SRINARAYANPUR M CHAK JR. HIGH and other 7 (seven)	Rs. 261340.00
5.	5/SBM/NIT/SPGP/24	Construction of Leach Pit with Silt Chamber near SRINARAYANPUR MOYRACHALK 72 and other 7 (seven)	Rs. 261340.00
6.	6/SBM/NIT/SPGP/24	Construction of Leach Pit with Silt Chamber near SATIS CHA HALDER ICDS 252 and other 4 (four)	Rs. 130670.00

Intending bidders may collect tendered documents from th G.P.Office during the period as stated below

S.N.	Particulars	Date & Hours
1	Tender doc. Sales starts & bid submission start date & time	19/06/2024 at 10:00 AM
2	Tender doc. Sales end & bid submission end date & time	03/06/2024 at 12:10 PM
3	Earnest money depositing end date & time	03/06/2024 at 12:10 PM
4	Bid opening date & time	05/06/2024 at 12:30 PM

Sd/-, Prodhan
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/30/24-25 Dated 18.06.2024	Construction of Concrete Road and Drain at Milanpally Co-Operative in Ward No.-14, under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 16,96,343.00
WBMAD/ULB/RSM/31/24-25 Dated 18.06.2024	Upgradation of Bituminous Road & Surface Drain from Das Lane - 2 more to Gosthotala Shiv Mandir in Ward No. 14 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 52,96,456.00
WBMAD/ULB/RSM/32/24-25 Dated 18.06.2024	Interlocking Designer Concrete Paver Block Road from Masterpara Jame Masjid to Baikunthapur Co-Operative in Ward No. 14 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 21,70,143.00
WBMAD/ULB/RSM/33/24-25 Dated 18.06.2024	Interlocking designer concrete paver block from Baikuntha Pur More to Kadamtala more via Ram Bhavan in Ward No. 14 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 34,19,961.00

Bid Submission end date: 05.07.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the work : Maintenance of Sewerage System for one year at 10 nos. Co-op. in B1 More, Sepco Township, MAMC Township, Amrabati Vambey Colony under DMC
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-001/24-25
Tender ID : 2024_MAD_696123_1 ● Est. Amt. : Rs. 14,67,601.00

2) Name of the work : Renovation of Sewerage Line in Sonartori from A Block to H Block within Ward-22 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-162/23-24 (3rd Call)
Tender ID : 2024_MAD_696426_1 ● Est. Amt. : Rs. 54,49,383.00
Last Date : **03.07.2024 upto 5:00 p.m.**

3) Name of the work : Improvement of illumination with steel tubular pole & LED light at Khudiram Sporting Ground under Ward No.-21 of Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-109/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_696008_1 ● Est. Amt. : Rs. 5,16,642.00

4) Name of the work : Construction of new Drain toping with MS gratings and RCC slab infront of DMC Stall at backside of Junction within Ward No.-22 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-002/24-25
Tender ID : 2024_MAD_696370_1 ● Est. Amt. : Rs. 9,37,360.00

5) Name of the work : Renovation of Sewerage Line at Nibedita Hostel within Ward No.-22 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-016/24-25
Tender ID : 2024_MAD_696396_1 ● Est. Amt. : Rs. 5,03,263.00

6) Name of the work : Construction of Drain with Culvert at Milanpally E Block within Ward No.-11 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-191/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_696460_1 ● Est. Amt. : Rs. 6,96,224.00

Last Date : **28.06.2024 upto 5:00 p.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৪/৩৪, তারিখ ঃ ১৮.০৬.২০২৪। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত আইটেমগুলি সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক সংখ্যা; টেন্ডার সংখ্যা; বর্ণনা; টেন্ডার মূল্যমান; ইএমডি** এবং **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** নিম্নরূপ ঃ **১; ০৮২৩১৬১৩;** ১টি ব্যাটারি ১১০ভি, ৪০এএইচ লেড অ্যাসিড ব্যাটারি (এলএমএলএ) ইত্যাদির প্রাপ্তি; ০ টাকা; ১,৩৫,৩৬০ টাকা। **২; ১০২৪১১৮০;** এন ৩২ ট্যাপ চেঞ্জার-এর জন্য সাব কিট পিওএইচ-২এ;০ টাকা; ৯৫,১১০ টাকা। **৩; ১০২৪২৫৫৩;** ল্যাবাইরিন্থ, বেয়ারিং ক্যাপ ও ক্ল্যাম্প প্লেট ইত্যাদির সেট; ০ টাকা;১,০৮,৪৪০ টাকা। **৪; ২০২৪১০৩১;**ইপি ম্যাগনেট ভালভ্ অ্যাসেম্বলি ইত্যাদির প্রাপ্তি; ০ টাকা; ৯২,৯৪০ টাকা এবং ০৩.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক সংখ্যা ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। **৫; ১০২৪১২০০;** কনট্যাক্ট পিস কমপ্লিট ইত্যাদি ক্রয়; ০ টাকা; ০ টাকা। **৬; ১০২৪২৩৪২এ;** ডায়াগনস্টিক কন্ট্রোল ইত্যাদির জন্য প্রসেসর কার্ড; ০ টাকা;৫৪,৯৩০ টাকা; **৭; ২২২৪৫৩৫০;** রেডিওমিটারের একিউটি ৯০ ফ্লেক্স অ্যানালাইজার-এর জন্য এনটি-প্রো বিএনপি টেস্ট কার্ট্রিজ, ১৬০ টেস্টের প্যাক; ০ টাকা; ৬৬,৩৯০ টাকা। **৮;২২২৪৫৩৫১;** রেডিওমিটারের একিউটি ৯০ ফ্লেক্স অ্যানালাইজার-এর জন্য পিসিটি টেস্ট কার্ট্রিজ, ৮০ টেস্টের প্যাক; ০ টাকা; ৭৯,২০০ টাকা এবং ০৪.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক সংখ্যা ৫ থেকে ৮ প্রতিটির জন্য)। **৯; ১০২৩২১৫০;** ক্যাব সাইড ডোর-এর জন্য ইন্টার লক অ্যাসেম্বলি-র সেট ইত্যাদির প্রাপ্তি; ০ টাকা; ৬৫,৯১০ টাকা এবং ০৫.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১০; ১০২৪১১৬৬;** কমিউটেটর ইত্যাদির প্রাপ্তি; ০ টাকা; ৯১,১৯০ টাকা। **১১; ১০২৪২৩১৭;** স্প্রিং লোডেড স্যুইচ ৬এ-২৫০ ভি ইত্যাদি; ০ টাকা; ৫৩,১৯০ টাকা। **১২; ১০২৪২৩৯০;** স্যান্ডিং-এর জন্য ফুট স্যুইচ স্প্রিং লোড ইত্যাদি; 0 টাকা; ৬৪,৫২০ টাকা এবং ০৮.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক সংখ্যা ১০ থেকে ১২ প্রতিটির জন্য)। **১৩; ১০২৩১১৫৪;** সিঙ্গল বটল ভিসিবি-র জন্য পিওএইচ কিট ইত্যাদি প্রাপ্তি; ০ টাকা; ২,০৫,৬৭০ টাকা। **১৪; ১০২৪১৫৯৩;** মোটর সমেত মেইন কমপ্রেসর ১৭৫০/১৭৪৫ এলপিএম; ০ টাকা; ৪,৩৯,৬৯০ টাকা। **১৫; ২১২৩১২৩৮এ;** সেফটি হুট অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি; ০ টাকা; ০ টাকা। **১৬; ২১২৪১৪৪১এ;** অ্যাসেম্বলড্ অবস্থায় ব্যাক প্লেট ও প্যাকিং পিস সমেত ডোরওয়ে ক্রস বার প্রেসিং; ০ টাকা; ৭৭,২৮০ টাকা। **১৭; ২২২৪৫৪৪৮;**ইঞ্জেক্সন পেমব্রোলাইজুম্যাব ১০০এমজি; ০ টাকা; ৭৯,৩৮০ টাকা এবং ০৯.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক সংখ্যা ১৩ থেকে ১৭ প্রতিটির জন্য)। **১৮; ১০২৪১০২১;**সাস্পেনসন টিউব রোলার বেয়ারিং (জিডব্লুই); ০ টাকা; ২,৯৬,২৭০ টাকা। **১৯; ১০২৪২৪১৭;** ডব্লুএজি৭-এর জন্য সাস্পেনসন অ্যারেঞ্জমেন্ট সেট ক্রয়; ০ টাকা; ৫,৯২,৬০০ টাকা। **২০;১৪২৩৫২০৭;**ইলেকট্রিক লিফটিং ব্যারিয়ার আরডিএসও ড্রয়িং নম্বর এস-১১৬০০ বা সর্বশেষ-এর বুম-এর জন্য বুম সেকশনের সাব অ্যাসেম্বলির প্রাপ্তি; ০ টাকা; ৮৮,২৬০ টাকা। **২১; ২১২৪৫০১১;** আপগ্রেডেড হাই টেনসাইল সেন্টার বাফার কাপলার ইত্যাদি; ০ টাকা;১২,৯১,৩৯০ টাকা এবং ১০.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক সংখ্যা ১৮ থেকে ২১ প্রতিটির জন্য)। **২২; ১০২৩১০৯১বি;** হাই টেনসাইল ট্রাঞ্জিশন সি.বি. কাপলারের ব্যবস্থা; ০ টাকা;৪,৮২,৯৭০ টাকা। **২৩; ১০২৩২১৪৮বি;** কনভেনশনাল লোকো-র ক্রু ফ্রেন্ডলি ক্যাব-এর জন্য নিউম্যাটিক গেজের সেট; ০ টাকা; ৩,১৭,১৫০ টাকা এবং ১১.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক সংখ্যা ২২ ও ২৩-এর জন্য)। **২৪; ১০২৪১৮০৫;** সাস্পেনসন টিউব রোলার বেয়ারিং (আরডব্লুই); ০ টাকা; ৩,৯২,৩৬০ টাকা। **২৫; ১০২৪১৮৭৫;** ফ্লেক্সিবল শান্ট সমেত ফিঙ্গার কনট্যাক্ট; ০ টাকা; ৪,২৭,২৩০ টাকা। **২৬; ১১২৩১০৯৫;** আর্থিং কেবল কমপ্লিট; ০ টাকা; ৮৭,৮১০ টাকা। **২৭; ২০২৪১১৪৩;** ইএমইউ/এমইএমইউ-এর ভেল টিআর.মোটর টিএম ৪৬০১ এজেড/বিএক্স-এর জন্য গিয়ার কেস টপ অ্যান্ড বটম (মডিফায়েড)-এর সেট; ০ টাকা; ১,৩৪,৮৮০ টাকা এবং ১২.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক সংখ্যা ২৪ থেকে ২৭ প্রতিটির জন্য)। **২৮; ১০২৩১১৫০;**এয়ার ব্রেক গিয়ার অ্যাসেম্বলি; ০ টাকা; ২,৬৮,১৩০ টাকা। **২৯; ১০২৪১০১৫;** মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক ইলেকট্রনিক স্পিড ইন্ডিকেটর; ০ টাকা; ৩,৩২,৭৮০ টাকা। **৩০; ১০২৪১৯২৩;** পি৭ লোকো-র জন্য ২০টি টিথ যুক্ত পিনিয়ন; ০ টাকা; ১,৭৪,৭১০ টাকা। **৩১; ১০২৪২০০৭;** ব্রেক গিয়ার-অ্যারেঞ্জমেন্ট ও বিস্তারিত; ০ টাকা; ২,৯৬,১২০ টাকা। **৩২; ১৫২৪৫০২৮;** রোটারি স্ক্রু ইলেকট্রিক্যাল চালিত এয়ার কম্প্রেসর, ক্ষমতা-৩০০ সিএফএম; ০ টাকা; ০ টাকা এবং ১৫.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক সংখ্যা ২৮ থেকে ৩২ প্রতিটির জন্য)। **৩৩; ১২২৪৫০৪৩;** মেটাল লাইনার টি-৩৭৪০ ও আরটি-৮৭৪৮ প্রাপ্তির জন্য রানিং কনট্র্যাক্ট; ০ টাকা; ২০,০০,০০০ টাকা। **৩৪; ১৫২৪৫০৪৩;** পাওয়ার প্যাক ও টুল সমেত হাক বোল্টিং মেশিন; ০ টাকা; ০ টাকা এবং ১৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক সংখ্যা ৩৩ ও ৩৪-এর জন্য)। **৩৫; ২০২৩৫০৫৩;** মেসার্স বিটি নির্মিত ৩ ফেজ এসি ইএমইউ রেকের জন্য উপযুক্ত ইন্টার ভেহিকুলার কাপলার অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি সংস্থান-এর প্রাপ্তি;০ টাকা; ১০,৯৬,০৯০ টাকা এবং ২২.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৩৬; ১২২৪৫০৪১;** বিভিন্ন ধরনের সিজিআরএসপি-র নির্মাণ ও সরবরাহের জন্য রানিং কনট্র্যাক্ট; ০ টাকা; ২০,০০,০০০ টাকা এবং ২৩.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৩৭; ১০২৩২২৫৫বি;** কনট্যাক্ট অক্সিলিয়ারি টাইপ এফ (ফাস্টন) ইত্যাদির প্রাপ্তি; ০ টাকা; ১,১৪,৯০০ টাকা এবং ২৯.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **সংশোধনীঃ** নিম্নলিখিত টেন্ডার ঃ ১২২৪৫২১২ নির্ধারিত তারিখ ০৮.০৭.২০২৪-এর সাপেক্ষে জারি করা সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি সব ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির এবং অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

(STORES-18/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

দেশ বদলেও রোহিতদের পিছু ছাড়ছে না বৃষ্টি

বিশ্বকাপে সুপার ৮-এ বৃহস্পতিবার ভারতের প্রথম ম্যাচ হবে তো?

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের শেষ ম্যাচ বৃষ্টির জন্য হয়নি। সেই ম্যাচটি ছিল আমেরিকার ফ্লরিডায়। বৃহস্পতিবার রোহিত শর্মারা খেলবেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ রয়েছে বার্বাডোজের ব্রিজটাউনে। কিন্তু সেখানেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

অ্যাকু ওয়েদার অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ব্রিজটাউনে ২৫ শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানকার তাপমাত্রা থাকবে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যদিও অনুভূত হবে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আকাশ মেঘলা থাকবে। বৃষ্টি হলেও বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনা নেই। ২৪ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে হাওয়া বইবে।

গ্রুপ পর্বে আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান এবং আমেরিকাকে হারিয়ে দেয় ভারত। শেষ ম্যাচ ছিল কানাডার বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচটিই বৃষ্টির কারণে বাতিল হয়ে যায়। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেও জিততে চাইবে অপরাজিত ভারত। সেই ম্যাচে বৃষ্টি হলে এক পয়েন্ট করে পাবে দুই দল। কোনও রিজার্ভ দিন রাখা নেই। সেই কারণেই পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়া হবে।

গ্রুপ পর্বে আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান এবং আমেরিকাকে হারিয়ে দেয় ভারত। শেষ ম্যাচ ছিল কানাডার বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচটিই বৃষ্টির কারণে বাতিল হয়ে যায়।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেও জিততে চাইবে অপরাজিত ভারত। সেই ম্যাচে বৃষ্টি হলে এক পয়েন্ট করে পাবে দুই দল। কোনও রিজার্ভ দিন রাখা নেই। সেই কারণেই পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়া হবে।

ভারতীয় দলকে চিন্তায় রাখছেন বিরাট কোহলি। এখনও পর্যন্ত তিনটি ম্যাচ খেলে পাঁচ রান করেছেন তিনি। বিরাটের মতো ব্যাটার রান না পেলে দল সমস্যায় পড়তে পারে। ভারতের হয়ে ওপেন করছেন তিনি। কিন্তু বাঁহাতি পেসারদের বিরুদ্ধে সমস্যা রয়েছে তাঁর। আফগান দলে ফজলহক ফারুকির মতো বাঁহাতি পেসার রয়েছেন। যা বিরাটের জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে।

টি-টোয়েন্টির ১ নম্বর অলরাউন্ডার এখন স্টয়নিস

নিজস্ব প্রতিনিধি: শীর্ষে থেকেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু করেছিলেন। এরপর শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাজে পারফর্ম করায় গত সপ্তাহে শীর্ষ স্থান থেকে একঝটকায় পাঁচে নেমে যান সাকিব আল হাসান।

তবে নেদারল্যান্ডস ও নেপালের বিপক্ষে পারফর্ম করে আইসিসি অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ এগিয়েছেন সাকিব। এখন তিনি আছেন ৩ নম্বরে। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে অপরাজিত ৬৬ রান করেছিলেন সাকিব। এরপর নেপালের বিপক্ষে ব্যাট হাতে ১৭ আর বল হাতে ২ উইকেট নিয়েছেন সাকিব।

গত সপ্তাহে শীর্ষে থাকা আফগানিস্তানের অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী নেমে গেছেন ৪ নম্বরে। শীর্ষে উঠেছেন অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার মার্কাস স্টয়নিস। গ্রুপ পর্বে নামিবিয়ার বিপক্ষে বল হাতে ৩ ওভারে ৯ রানে ২ উইকেট নেন স্টয়নিস। এরপর স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ৫৯ রানের ইনিংস খেলেছিলেন এই অলরাউন্ডার।

বল হাতে এবারের বিশ্বকাপে দারুণ পারফর্ম করছেন আকিল হোসেন। ৪ ম্যাচে এখন পর্যন্ত নিয়েছেন ৯ উইকেট। তাতে ৬ ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ২ নম্বরে উঠে এসেছেন আকিল। দারুণ বোলিং করছেন বাংলাদেশের লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেনও। তাতে তিনি ক্যারিয়ার, সেরা ৫৭৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিন ধাপ এগিয়ে যৌথভাবে ২৭ নম্বর অবস্থানে আছেন।

নেপালের বিপক্ষে দারুণ বোলিং করেও এক ধাপ পিছিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। তাঁর অবস্থান ১৪ নম্বরে। ১৩ নম্বরে উঠে এসেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্পিনার গুড়াকেশ মোতি। তিনি এগিয়েছেন ১৬ ধাপ। পেসার আলজারি জোসেফ ৬ ধাপ এগিয়ে ১১ নম্বর স্থানে এসেছেন। বোলারদের মধ্যে শীর্ষে যথারীতি ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ।

টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সূর্যকুমার যাদব। মূলত শীর্ষ চার ব্যাটসম্যানের মধ্যে কোনো জায়গার পরিবর্তন হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড পাঁচ ধাপ এগিয়ে আছেন পঞ্চম স্থানে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৯৮ রানের ইনিংস খেলা নিকোলাস পুরান আট ধাপ এগিয়ে ১১ নম্বরে উঠে এসেছেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অপরাজিত ৬৮ রানের ইনিংস খেলেছিলেন শেরফান রাদারফোর্ড। তাতে র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৩ ধাপ এগিয়েছেন রাদারফোর্ড, উঠে এসেছেন ৪২ নম্বরে।

বাংলাদেশের তাওহিদ হৃদয় বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২০ বলে ৪০ ও পরের ম্যাচে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ৩৪ বলে ৩৭ রান করেন। দুই ম্যাচেই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন তিনি। তাতে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩২ ধাপ এগিয়েছিলেন হৃদয়। তবে টানা দুই ম্যাচে নেদারল্যান্ডস ও নেপালের বিপক্ষে ব্যর্থতায় তিন ধাপ পিছিয়েছেন। এখন আছেন ৩০ নম্বরে।

এমবাপ্পের নাকের অস্ত্রোপচার করাতে হবে, বললেন ফ্রান্সের কোচ দেশম

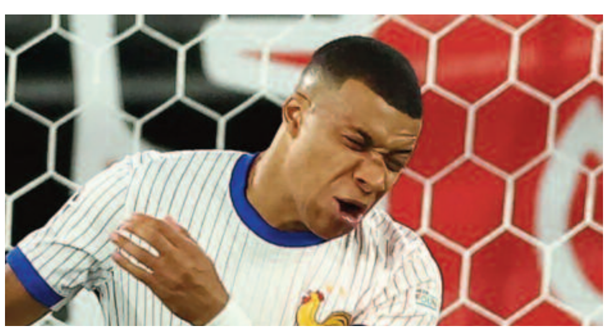

নিজস্ব প্রতিনিধি: নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তাঁর খেলা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। সম্ভাবনা আছে এবারের ইউরো থেকেই ছিটকে যাওয়ার। শেষ পর্যন্ত কিলিয়ান এমবাপ্পের ভাগ্যে কী লেখা আছে, সেটা জানা যাবে আজ আরও কিছু ডাক্তারি পরীক্ষার পর। তবে এর আগে এমবাপ্পের নাকের চোট নিয়ে সর্বশেষ খবর দিয়েছেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম।

ডুসেলডর্ফে গত পরশু রাতে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ফ্রান্সের ১-০ গোলে জয়ের ম্যাচে ৯০ মিনিটে হেড করতে গিয়ে অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডার কেভিন দানসোর সঙ্গে সংঘর্ষে নাকে চোট পান এমবাপ্পে। সেই সময় তাঁর নাক দিয়ে রক্তও ঝরছিল। ফ্রান্সের কোচ দেশম তাঁকে মাঠ থেকে তুলে নেন। পরে ডুসেলডর্ফের একটি হাসপাতালে নেওয়ার পর জানা যায়, এমবাপ্পের নাক ভেঙে গেছে।

নাক ভাঙলেও এমবাপ্পের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই বলে ইএসপিএনকে জানিয়েছিলেন ফ্রান্সের ফুটবল ফেডারেশনের (এফএফএফ) সভাপতি ফিলিপ দিয়ালো। ফেডারেশন থেকে বলা হয়েছিল, মাস্ক পরে মাঠে নামবেন এই তারকা স্ট্রাইকার। কিন্তু ফ্রান্সের কোচ দেশম আজ ফেডারেশনের মিডিয়ায় বলেছেন, এমবাপ্পের নাকে অস্ত্রোপচার করাতে হবে।

দেশমের এমন ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে;তাহলে কি এবারের ইউরোয় আর খেলতে পারবেন না এমবাপ্পে? দেশম অবশ্য এ বিষয়ে সরাসরি কিছু বলেননি, ‘বুধবার (আজ) আরও পরীক্ষা করে দেখা হবে ওর অবস্থা কী। এটা দলের জন্য বড় হতাশার বিষয় ছিল। চিকিৎসক দল ওর সমস্যার সমাধান করতে সম্ভাব্য সবকিছুই করেছে।’

দেশম এরপর যোগ করেন, ‘এখন যদি ওর অস্ত্রোপচার না-ও হয়, পরে করাতে হবেই। সকাল থেকে অবস্থা কিছুটা ভালো। তাই আমরা দেখব, কী হয়। আমরা প্রতিদিনই ওর অবস্থা খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করব।’

প্রতিভার খোঁজে হানশি প্রেমজিৎ সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘অল ইন্ডিয়া সেইশিনকাই সিতো রিউ ক্যারাটে ডু ফেডারেশন’ গত ১৯শে মে থেকে ২২শে মে, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত দিঘা বিশেষ এক ট্রেনিং ক্যাম্পের আয়োজন করেছিলো।

হানশি প্রেমজিৎ সেন ‘গ্লোবাল সেইশিনকাই সিতো রিউ ক্যারাটে ডু ফেডারেশনের’ প্রতিষ্ঠাতা। এই ফেডারেশনের মাধ্যমে হানশি প্রেমজিৎ সেনের নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা সারা বিশ্বে অনুষ্ঠিত হওয়া অনেক টুর্নামেন্টেই দুর্দান্ত ফলাফল করে নিজেদের ছাপ রেখেছে। তবে বলতেই হয় ক্যারাটের জগতে প্রেমজিৎ সেন স্বয়ং একটি ব্র্যান্ড এবং সেক্ষেত্রে তিনি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।‘গ্লোবাল সেইশিনকাই সিতো রিউ ক্যারাটে ডু ফেডারেশনের’ প্রধান উদ্দেশ্য নারীর ক্ষমতাবৃদ্ধি ও সেইজন্যই ইতিপূর্বেও তারা অনেক কর্পোরেট ও সরকারি সংস্থার সাথে মিলিতভাবে বহু সেল্ফ ডিফেন্স সেমিনারের আয়োজন করেছিলো।

প্রেমজিৎ সেন একজন মাল্টিটাস্কার। সুদক্ষ প্রশাসক থেকে নিষ্ঠাবান কোচ ও তা থেকে তীক্ষ্ণধার একজন রেফারি সবেতেই তিনি সেরা। এখন থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য তিনি ‘ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশনের’ রেফারি কমিশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে নিযুক্ত হলেন। শেষ ১০ বছরে তিনি পাঁচশোর অধিক টেকনিকাল রেফারি সেমিনার করিয়েছেন যেখানে সারা ভারত থেকে ১০০০০জনেরও বেশি রেফারি ক্যারাটের ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞানকে উন্নত করেছেন।

দীঘায় যে ট্রেনিং ক্যাম্পটি সংঘটিত হয়েছে তার মূল লক্ষ্য ছিলো নারীদের উন্নতিসাধন। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সকলবয়সী মহিলারা ক্যাম্প যোগ দেন। নতুন নতুন কৌশল শিখতে পেরে সকল অংশগ্রহণকারীর আনন্দ ও উচ্ছাস ছিলো চোখে পড়বার মতো। সমগ্র রাজ্য থেকে সিনিয়র প্রশিক্ষক ও নির্দেশকরা নিজেদের আপডেট করবার জন্য সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

এটা শুধুমাত্র কোনো ট্রেনিং ক্যাম্প ছিলোনা বরং যে সকল প্রতিভারা এখনো তাদের যথোপযুক্ত স্থান লাভ করতে পারেনি তাদের খুঁজে বের করে আনার একটি মাধ্যম ছিলো এবং এই ক্যাম্পের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়েছে। কুমিতের অসংখ্য নতুন কৌশল এই ক্যাম্পে শেখানো হয়েছে যা আসন্ন ‘৮ম আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশীপে’ ভালো ফলাফল করতে তাদের সহায়ক হবে, যেটি অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। আগামী ২৬শে জুলাই থেকে ২৮শে জুলাই(২০২৪)পর্যন্ত। সকল সিনিয়র প্রশিক্ষকরা নিজেদের উৎকর্ষসাধনের জন্য এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন। আমি ১০০শতাংশ সন্তুষ্ট ও বিশ্বাসী এটি সমগ্র রাজ্যের সকল প্রতিযোগীর পারফরম্যান্সের উন্নতিতে সহায়তা করবে।

মেসি প্রথম ‘গোট’, দ্বিতীয়টি কে

নিজস্ব প্রতিনিধি: পেশাদার ফুটবল আর খেলেন না। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ২০২১ সালে সের্হিও আগুয়েরো ফুটবলকে বিদায় বলেন। মাঠের ফুটবলকে বিদায় বললেও আর্জেন্টিনার ফুটবলকে তো বিদায় বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়!

এখনো বড় টুর্নামেন্টে আর্জেন্টিনার খেলা মানেই দলে না থেকেও আছেন আগুয়েরো। এবার কোপা আমেরিকা শুরুর আগেও তেমনটা দেখা যাচ্ছে। টুর্নামেন্টে মাঠে নামার আগে লিওনেল মেসিসহ আর্জেন্টিনাকে অভিনব উপায়ে স্বাগত জানিয়েছেন আর্জেন্টিনার সাবেক এই ফুটবলার।

আগামী পরশু শুরু হচ্ছে কোপা আমেরিকা। প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। কানাডার বিপক্ষে আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টায় মাঠে নামবে তারা। এর আগে আমেরিকাতে প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছে আর্জেন্টিনা।

তবে কোপা আমেরিকা সামনে রেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে গতকাল একটি পোস্ট করেছেন আগুয়েরো। সেখানে আর্জেন্টিনার পতাকায় মোড়ানো দুটি ছাগল ও নিজের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘সবার উদ্দেশ্যে, এই তগোটসদ দুটি কারা? মন্তব্য করুন, আমি পড়ব।’

সেখানে হ্যাশট্যাগ দিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘তগোটসদরা চলে এসেছে।’ তগোটসদ মানে কী, সেটা

নিশ্চয়ই সবারই জানা;গ্রেটেস্ট অব অল টাইম। বাংলায় যার অর্থ, সর্বকালের সেরা।

আগুয়েরোর চোখে সর্বকালের সেরা কে, সেটাও মীমাংসিত প্রশ্ন। তিনি বারবারই বলেছেন, লিওনেল মেসিই সর্বকালের সেরা। তবে কেন তিনি ছবিতে দুটি ছাগল রেখেছেন, সেটা নিশ্চিত নয়। অর্থাৎ দুটি ছাগলের ছবি পোস্ট করেছেন, রূপক হিসেবে একটিকে যদি মেসি ধরা হয়, তবে অন্যটি কে?

আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ অবশ্য আগুয়েরোর পোস্টে উত্তর দিয়েছেন। তবে উত্তরের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্নও রেখেছেন মার্তিনেজ, ‘অ্যাঞ্জেলিতো ও লিও?’ অর্থাৎ মেসি ও আনহেল দি মারিয়াকে বুঝিয়েছেন মার্তিনেজ। তাঁদের নিয়েই ২০২২ সালে কাতারে বিশ্বকাপ জেতেন মার্তিনেজ। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে ১৬ বছর ধরে সতীর্থ মেসি ও দি মারিয়া। এ সময়ে দুজনে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে ১১০ ম্যাচ খেলেছেন, জিতেছেন ৭০ ম্যাচ, ড্র ২৭টি এবং ১৩ ম্যাচ হেরেছেন।

অনলাইন ক্যাসিনো ‘স্টেক’,এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর আগুয়েরো এই প্রতিষ্ঠানকে বলেছেন, ‘আমি সর্বকালের সেরার সঙ্গে খেলেছি। আর্জেন্টিনা যদি কোপা আমেরিকা জিততে পারে, তাহলে সর্বকালের অন্যতম সেরা দল হিসেবে নিজেদের নামটা জুড়ে দিতে পারবে। এই টুর্নামেন্টে আর্জেন্টিনা সব সময়ই ফেবারিট। চাপ? আমার মনে হয় না খুব বেশি থাকবে। আমরা এসবে অভ্যস্ত। এখন এটা দলের কৌশল ও প্রত্যয় ধরে রাখতে হবে। আমরা যা জিতেছি, এর কারণেই জিতেছি।’

আর্জেন্টিনার কোপা আমেরিকার প্রস্তুতিও ভালোভাবে সেরেছে। টুর্নামেন্টের আগে খেলা দুটি প্রীতি ম্যাচেই জিতেছে তারা। ইকুয়েডরকে ১-০ গোলে হারানোর পর গুয়াতেমালার বিপক্ষে তারা জিতেছে ৪-১ গোলে। গুয়াতেমালার বিপক্ষে মেসি করেন জোড়া গোল।

এমন এক গোলের স্বপ্নই দেখেছেন ‘তুর্কি মেসি’ গুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিগনাল ইদুনা পার্কে তখন ৬৫ মিনিটের খেলা চলছিল। জর্জিয়ার বিপক্ষে তুরস্ক ১-১ গোলে সমতায়। মাঠের ডান প্রান্তে জর্জিয়ার এক খেলোয়াড়কে ট্যাকল করেন তুর্কি সেন্টার-ব্যাক কান আইয়ান। বল চলে যায় পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা আর্দা গুলেরের পায়ে। গুলের বল নিয়ে বেশ খানিকটা এগোলেন। কেউ সম্ভবত ভাবেননি ১৯ বছর বয়সী ছেলেটির গোলের উদ্দেশ্যে শট নেওয়ার সাহস হবে। কেউ হয়তো এটাও ভাবেননি, গুলের শট নিলেও সেটি ধনুকের মতোর বেঁকে লক্ষ্যভেদ করে নতুন ইতিহাসের জন্ম দেবে!

একটু পেছন ফিরে তাকানো যাক।

২০২২-২৩ মৌসুমের শুরুতে মেসুত ওজিলের ১০ নম্বর জার্সি গুলেরকে দিয়েছিল তুর্কি ক্লাব ফেনেরবাচে। কারণ? ছেলেটির অমিত প্রতিভা। বলের ওপর দুর্দান্ত নিয়ন্ত্রণ, চোখধাঁধানো ড্রিবলিং, মুহূর্তের মধ্যে নাটমেগ করে বল বের করে নেওয়া এবং নিখুঁত নিশানার মতো শট;এসব মিলিয়ে গুলেরকে বলা হয় ‘তুর্কি মেসি’। ফেনেরবাচের হয়ে অভিষেক তাঁর ওই মৌসুমের আগেই;২০২১ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে। পরের বছর মার্চে তুরস্কর সুপার লিগে ফেনেরবাচের হয়ে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতার রেকর্ড গড়লেন। তখন নিজের ১৭তম জন্মদিন উদ্‌যাপনের ১৬ দিন বাকি। সে বছরই তাঁর অভিষেক হয় তুরস্কের হয়ে এবং জাতীয় দলের হয়ে প্রথম গোলটি পান ২০২৩ সালে ইউরো বাছাইয়ে ওয়েলসের বিপক্ষে।

ফেনেরবাচের হয়ে গুলেরের উত্থান এমনই দুর্দান্ত ছিল যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় ইউরোপের নামীদামি ক্লাবগুলোর মধ্যে। আর্সেনাল গুলেরের পেছনে ঘুরেছে, বাদ যায়নি পিএসজি, বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবও। শেষ পর্যন্ত রিয়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে;গত বছর জুলাইয়ে ‘তুর্কি মেসি’র সঙ্গে ৬ বছরের চুক্তি করে মাদ্রিদের ক্লাবটি। ক্রমাগত চোটে গত মৌসুমে তাঁকে সেভাবে খেলাতে পারেনি রিয়াল। ৬ গোল করেছিলেন ১২ ম্যাচে (সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে)। তবে ইতিহাস গড়েন এর মধ্যেই। রিয়ালের ইতিহাসে দ্রুততম (৩৩০ মিনিট) খেলোয়াড় হিসেবে লা লিগায় ৬টি গোল করেন। তখনই বোঝা গিয়েছিল, এই ছেলে ইউরোপিয়ান ফুটবলে রাজত্ব করতেই এসেছে।

সে ধারণা আরেকটু পোক্ত হলো গতকাল রাতে ইউরোপিয়ান ফুটবলের সেরা মঞ্চে;ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ (ইউরো)! এবার ফেরা যাক তুরস্ক-জর্জিয়া ম্যাচের সেই মুহূর্তে। বল পায়ে গুলের এক পা দুই পা এগিয়ে ঠিক লিওনেল মেসির মতোই বাঁ পায়ের শট নিলেন ২০ গজ দূর থেকে। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি যেভাবে ডান প্রান্ত দিয়ে কাটইন করে ঢুকে বাঁকানো শট নেন, সেভাবে। এমন শটের ক্ষেত্রে চাইলে আপনি ডাচ কিংবদন্তি আরিয়েন রোবেনকেও স্মরণ করতে পারেন।

তবে গুলেরকে কাটইন করে ঢুকতে হয়নি। বলটা পেয়ে স্রেফ নিজের মুভমেন্টের ওপর জর্জিয়ার দুই ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে শট নেন। বাকিটা তো জানাই। জর্জিয়া গোলকিপার গিওর্গি মামারদাশভিল্লি পূর্ণমাত্রার ডাইভ দিয়েও বলটা ছুঁতে পর্যন্ত পারেননি। গোল! আর গুলেরের এই গোলেই ইউরোয় জন্ম নিল নতুন ইতিহাস, যেখানে পেছনে পড়লেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো!

ফুটবলের তথ্য-পরিসংখ্যানভিত্তিক ‘এক্স’ হ্যান্ডল অপটা হোসে জানিয়েছে, ইউরোর মূল পর্বে অভিষেকে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে গোলের রেকর্ড এখন

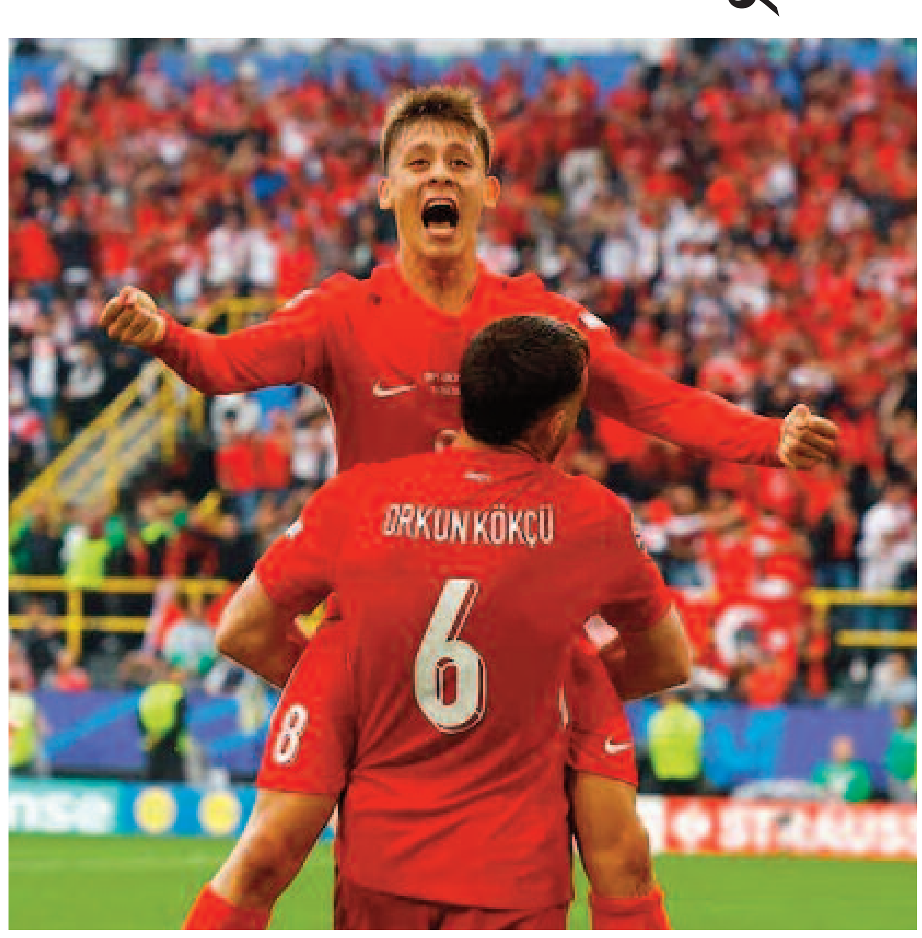

গুলেরের। ১৯ বছর ১১৪ দিন বয়সে গোল করলেন তুর্কি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। এই পথে তিনি ভেঙেছেন ২০০৪ ইউরোয় গড়া রোনালদোর রেকর্ড। সেবার ১৯ বছর ১২৮ দিন বয়সে গোলের রেকর্ড গড়েছিলেন রোনালদো। বয়সে মাত্র ১৪ দিনের ব্যবধানে পর্তুগিজ কিংবদন্তিকে পেছনে ফেলে রেকর্ডটি নিজের করে নিলেন গুলের। তবে সব মিলিয়ে ইউরোয় পঞ্চম সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা গুলের। ম্যাচটি তুরস্ক জিতেছে ৩-১ গোলে।

অপটা অ্যানালিস্ট জানিয়েছে, ইউরোর তৃতীয় ‘টিনএজ’ (কিশোর) হিসেবে গোলটি করলেন গুলের। তাঁর এবং রোনালদোর আগে ১৯৬৪ ইউরোয় স্পেনের বিপক্ষে ১৯ বছর ১৮৩ দিন বয়সে গোল করেছিলেন হাঙ্গেরিয়ান কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক বেনে।

গুলেরের গোলের পর ওয়েলশ ডিফেন্ডার অ্যাশলে উইলিয়ামস বিবিসি ওয়ানকে বলেছেন, ‘অবিশ্বাস্য গোল। আমরা আলোচনা করছিলাম এমন বড় টুর্নামেন্ট নিজের জাত চেনানোর সুযোগ এবং সে কী দারুণভাবেই না সেটি করল!’

ম্যাচসেরা গুলের জয়ের পর সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘খুব রোমাঞ্চ লাগছে। ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। এই গোলটির স্বপ্নই দেখেছি। যে অবিশ্বাস্য ভালোবাসা আমি পেয়ে আসছি, কিছু ফিরিয়ে দিতেই বেশি করে পরিশ্রম করেছি। অনুশীলন সেশন শেষে আলাদা করে এই শটের অনুশীলন করেছি। এভাবে গোল করতে পারায় তাই ভালো লাগছে। (রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি) আমাকে এর আগে খুদে বার্তা পাঠিয়ে সৌভাগ্য কামনা করেছেন।’

ইউরোপিয়ান ফুটবলের বেশ কিছু তারকাই এবার সম্ভবত ক্যারিয়ারের শেষ ইউরো খেলছেন; পোল্যান্ডের রবার্ট লেভানডফস্কি, ক্রোয়েশিয়ার লুকা মদরিচ, পর্তুগালের রোনালদো ও পেপে। ওদিকে গুলের ও লামিনে ইয়ামালের মতো উঠতি তারকাদের জন্য এটাই প্রথম ইউরো। স্পেনের ইয়ামাল তো সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ইউরোয় মাঠে নামা এবং গোল করানোরও রেকর্ড গড়েছেন। এই নতুন প্রজন্মের আগমনী বার্তায় বোঝা যাচ্ছে, রোনালদো-লেভাদের প্রস্থানের পর ইউরোপিয়ান ফুটবল সঠিক পথেই থাকবে।

ইংরেজ ধারাভাষ্যকার গাই মোউব্রে সাধেই কী আর বলেছেন, ‘তুর্কি মেসি নিজের প্রত্যাশার প্রতিদান দিল;তরুণদের জন্য দুর্দান্ত একটা টুর্নামেন্ট হচ্ছে!’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404**, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**